দেবী-গীতা

দেবী-গীতা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীপরমদেবতায়ৈ নমঃ।

জনমেজয় উবাচ।

সর্ব্বাধরাধীশমৌলাবাবিরাসীৎ পরং মহঃ।
যদুক্তং ভবতা পূর্ব্বং বিস্তরাত্তদ্বদস্ব মে ॥ ১ ॥
কো বিরজ্যেত মতিমান্ পিবঞ্ছক্তিকথামৃতম্।
সুধাং হি পিবতাং মৃত্যুঃ স নৈতচ্ছৃণ্বতো ভবেৎ ॥ ২ ॥

ব্যাস উবাচ।

ধন্যোঽসি কৃতকৃত্যোঽসি শিক্ষিতোঽসি মহাত্মভিঃ।
ভাগ্যবানসি যদ্দেব্যাং নির্ব্ব্যাজা ভক্তিরস্তি তে ॥ ৩ ॥
শৃণু রাজন্! পুরাবৃত্তং সতীদেহেঽগ্নিভর্জ্জিতে।
ভ্রান্তঃ শিবস্তু বভ্রাম ক্বচিদ্দেশে স্থিরোঽভবৎ ॥ ৪ ॥

জনমেজয় (ব্যাসদেবের নিকট) জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন, "অনন্তর এই পরমজ্যোতি হিমালয়-শিখরে আবির্ভূত হইয়াছিল," এখন সেই পরমজ্যোতির বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ॥ ১ ॥

কোন্ মতিমান্ ব্যক্তি এই শক্তি কথামৃত পান করিতে বিরত হইবে? সুধাপায়ী দেবগণেরও কালে মৃত্যু সঙ্ঘটিত হয়, কিন্তু এই শক্তি-কথামৃত-পায়ীর কদাপি মৃত্যু হয় না ॥ ২ ॥

ব্যাসদেব বলিলেন, দেবীর প্রতি আপনার যে প্রকার ঐকান্তিক ভক্তি পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহাতে মনে করি, আপনি ধন্য, কৃতকৃত্য ও মহাত্মগণ কর্ত্তৃক শিক্ষিত হইয়াছেন, অতএব আপনি ভাগ্যবান্ পুরুষ ॥ ৩ ॥

রাজন্! আপনি এক্ষণে পূর্ব্বকালীয় ইতিবৃত্ত শ্রবণ করুন। শিব সতীদেহ অগ্নিতে দগ্ধ হইলে ভ্রান্তচিত্তে নানা স্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন, অনন্তর কোন স্থানে অবস্থিতি করিলেন এবং আত্মবান্ সেই শিব তথায়

প্রপঞ্চভানরহিতঃ সমাধিগতমানসঃ।
ধ্যায়ন্ দেবীস্বরূপন্তু কালং নিন্যে স আত্মবান্॥ ৫॥
সৌভাগ্যরহিতং জাতং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
শক্তিহীনং জগৎ সর্ব্বং সাব্ধিদ্বীপং সপর্ব্বতম্॥ ৬॥
আনন্দঃ শুষ্কতাং যাতঃ সর্ব্বেষাং হৃদয়ান্তরে।
উদাসীনাঃ সর্ব্বলোকাশ্চিন্তাজর্জ্জরচেতসঃ॥ ৭॥
সদা দুঃখোদধৌ মগ্না রোগগ্রস্তাস্তদাভবন্।
গ্রহাণাং দেবতানাঞ্চ বৈপরীত্যেন বর্ত্তনম্॥ ৮॥
আধিভূতাধিদৈবানাং সত্যভাবাৎ নৃপোঽভবন্॥ ৯॥
অথাস্মিন্নেব কালে তু তারকাখ্যো মহাসুরঃ।
ব্রহ্মদত্তবরো দৈত্যোঽভবত্রৈলোক্যনায়কঃ॥ ১০॥
শিবৌরসস্য যঃ পুত্রঃ স তে হন্তা ভবিষ্যতি।
ইতি কল্পিতমৃত্যুঃ স দেবদেবৈর্মহাসুরঃ।
শিবৌরসসুতাভাবাজ্জগর্জ্জ চ ননন্দ চ।১১॥

সংসারজ্ঞান-বিরহিত ও সমাধিগত-চিত্ত হইয়া দেবীর স্বরূপ ধ্যান করত কিছু কাল অতিবাহিত করিলেন॥ ৪-৫॥

তৎকালে সসাগর সপর্ব্বত চরাচরাত্মক এই সমস্ত ত্রিলোক জগৎশক্তির অভাববশতঃ সৌভাগ্যহীন হইয়াছিল॥ ৬॥

সমস্ত প্রাণীর হৃদয়বর্ত্তী আনন্দ পরিশুষ্ক হইয়া গেল, সমস্ত লোক চিন্তা-জর্জ্জরিত চিত্ত হইয়া উদাসীনভাবে অবস্থান করিতে লাগিল॥ ৭॥

সকলেই দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়া সর্ব্বদাই রোগগ্রস্ত হইতে লাগিল এবং গ্রহগণ ও দেবগণ বিপরীতগতিসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন॥ ৮॥

সতীদেবীর অভাব বশতঃ নৃপতিগণ আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন॥ ৯॥

এই সময়ে তারকনামক মহাসুর ব্রহ্মার নিকট বর লাভ করিয়া ত্রৈলোক্যের নায়কতা করিতে লাগিল। ব্রহ্মা সেই অসুরকে বলিলেন, শিবের ঔরসজাত পুত্র তোমার হন্তা হইবে, এতদ্ব্যতীত তোমার মৃত্যু নাই, সেই মহাসুর ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপ নির্দ্দিষ্ট-মৃত্যু হইয়া শিবের ঔরস-পুত্রের অভাব বশতঃ গর্জ্জন পূর্ব্বক আনন্দিত হইয়াছিল॥ ১০-১১॥

তেন চোপদ্রুতাঃ সর্ব্বে স্বস্থানাৎ প্রচ্যুতাঃ সুরাঃ।
শিবৌরসসুতাভাবাচ্চিন্তামাপুর্দুরত্যয়াম্ ॥ ১২ ॥
নাঙ্গনা শঙ্করস্যাস্তি কথং তৎসুতসম্ভবঃ।
অস্মাকং ভাগ্যহীনানাং কথং কার্য্যং ভবিষ্যতি ॥ ১৩ ॥
ইতি চিন্তাতুরাঃ সর্ব্বে জগ্মুর্বৈকুণ্ঠমণ্ডলে।
শশংসুর্হরিমেকান্তে স চোপায়ং জগাদ হ ॥ ১৪ ॥
কুতশ্চিন্তাতুরাঃ সর্ব্বে কামকল্পদ্রুমা শিবা।
জাগর্ত্তি ভুবনেশানী মণিদ্বীপাধিবাসিনী ॥ ১৫ ॥
অস্মাকমনয়াদেব তদুপেক্ষাস্তি নান্যথা।
শিক্ষৈবেয়ং জগন্মাত্রা কৃতাস্মচ্ছিক্ষণায় চ ॥ ১৬ ॥
লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভকে।
তদ্বদেব জগন্মাতুর্নিয়ন্ত্র্যা গুণদোষয়োঃ ॥ ১৭ ॥

সমস্ত সুরগণ তাহা দ্বারা উপদ্রুত হইয়া স্বস্থান হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন এবং শিবের ঔরস-পুত্রের অভাব বশতঃ দুস্তর চিন্তানিমগ্ন হইলেন ॥ ১২ ॥

কারণ, সতী প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, অতএব এক্ষণে মহাদেব ভার্য্যা-বিহীন, সুতরাং তাঁহার পুত্রোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। আমরা ভাগ্যহীন, কেমন করিয়া তারকাসুর-বধরূপ আমাদের কার্য্য সম্পন্ন হইবে? এই প্রকার চিন্তাকাতর দেবগণ বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন এবং নির্জ্জনে হরিকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলে তিনি এই বিষয়ের উপায় বলিতে লাগিলেন ॥ ১৩-১৪ ॥

দেবগণ! তোমরা সকলে চিন্তাকাতর হইতেছ কেন? মণিদ্বীপনিবাসিনী বাঞ্ছাকল্পতরুরূপিণী ভুবনেশ্বরী সর্ব্বদা জাগরূক রহিয়াছেন, তিনি মঙ্গলময়ী, তিনি তোমাদের মঙ্গলসম্পাদন করিবেন ॥ ১৫ ॥

আমাদের অপরাধ বশতই তিনি আমাদের শিক্ষার নিমিত্ত উপেক্ষা করিতেছেন। এই শিক্ষা আমাদের বিনাশের নিমিত্ত নহে, ভবিষ্যতে আর তাঁহার সম্বন্ধে অপরাধ না করা হয়, ইহাই এই শিক্ষার উদ্দেশ্য ॥ ১৬ ॥

যেমন মাতা আপনার সন্তানের লালন-বিষয়ে তাড়না করেন সত্য, কিন্তু তাহাতে তাঁহার নিষ্করুণ্য লক্ষিত হয় না, সেই প্রকার গুণদোষের নিয়ন্ত্রী জগন্মাতারও এই অখিল সন্তানের শিক্ষার নিমিত্ত তাড়ন করিলেও নির্দ্দয়তা হইতে পারে না ॥ ১৭ ॥

অপরাধো ভবত্যেব তনয়স্য পদে পদে।
কোঽপরঃ সহতে লোকে কেবলং মাতরং বিনা॥ ১৮॥
তস্মাদ্‌যূয়ং পরাম্বাং তাং শরণং যাত মাচিরম্।
নির্ব্যাজয়া চিত্তবৃত্ত্যা সা বঃ কার্য্যং বিধাস্যতি॥ ১৯
ইত্যাদিশ্য সুরান্ সর্ব্বান্ মহাবিষ্ণুঃ সজায়য়া।
সংযুতো নির্জ্জগামাশু দেবৈঃ সহ সুরাধিপঃ॥ ২০॥
আজগাম মহাশৈলং হিমবন্তং নগাধিপম্।
অভবংশ্চ সুরাঃ সর্ব্বে পুরশ্চরণকর্ম্মিণঃ॥ ২১॥
অম্বাযজ্ঞবিধানজ্ঞা অম্বাযজ্ঞং চক্রিরে।
তৃতীয়াদিব্রতান্যাশু চক্রুঃ সর্ব্বে সুরা নৃপ॥ ২২॥
কেচিৎ সমাধিনিষ্ণাতাঃ কেচিন্নামপরায়ণাঃ।
কেচিৎ সূক্তপরাঃ কেচিন্নামপারায়ণোৎসুকাঃ॥ ২৩॥
মন্ত্রপারায়ণপরাঃ কেচিৎ কৃচ্ছ্রাদিকারিণঃ।
অন্তর্যাগপরাঃ কেচিৎ কেচিন্ন্যাসপরায়ণাঃ॥ ২৪॥

তনয় পদে পদেই মাতার নিকট অপরাধী হয়, কিন্তু মাতা ব্যতীত আর কে সেই অপরাধ ক্ষমা করিবে? অতএব তোমরা অচিরে অহৈতুকী ভক্তি সহকারে সেই পরমজননীর শরণাপন্ন হও, তিনি তোমাদের কার্য্যবিধান করিবেন॥ ১৮-১৯॥

সুরপতি মহাবিষ্ণু দেবগণকে এই প্রকার আদেশ করিয়া লক্ষ্মীর সহিত মিলিত হইয়া দেবগণের সহিত দেবীর আরাধনার্থ সত্বর গমন করিলেন এবং সকল দেবগণ মহাগিরি নগেশ্বর হিমালয়ে আগত হইয়া পুরশ্চরণ-ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে নৃপ! যাঁহারা অম্বাযজ্ঞবিৎ, তাঁহারা দেবীভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধোক্ত অম্বা যজ্ঞ এবং সকলেই হিমালয়ের প্রতি দেবী কর্ত্তৃক উপদিষ্ট তৃতীয়াদি ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন॥ ২০-২২॥

দেবগণের মধ্যে কেহ কেহ দেবীর ধ্যান করত সমাধিনিষ্ঠ হইলেন, কেহ কেহ দেবীর নাম জপ করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ "অহং রুদ্রেভিঃ" ইত্যাদি দেবীসূক্ত জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কেহ কেহ নামোচ্চারণ-পরায়ণ, কেহ কেহ মন্ত্রপরায়ণ হইলেন, কেহ কেহ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি ব্রতের

হৃল্লেখয়া পরাশক্তেঃ পূজাং চক্রুরতন্দ্রিতাঃ।
ইত্যেবং বহুবর্ষাণি কালোঽগাজ্জনমেজয় ॥ ২৫ ॥
অকস্মাচ্চৈত্রমাসীয়নবম্যাং চ ভৃগোর্দ্দিনে।
প্রাদুর্ব্বভূব পুরতস্তন্মহঃ শ্রুতিবোধিতম্ ॥ ২৬ ॥
চতুর্দ্দিক্ষু চতুর্ব্বেদৈর্মূর্ত্তিমদ্ভিরভিষ্টুতম্।
কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্ ॥ ২৭ ॥
বিদ্যুৎকোটিসমানাভমরুণং তৎপরং মহঃ।
নৈব চোর্দ্ধং ন তির্য্যক্ চ ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ ॥ ২৮ ॥
আদ্যন্তরহিতং তত্তু ন হস্তাদ্যঙ্গসংযুতম্।
ন চ স্ত্রীরূপমথবা ন পুংরূপমথোভয়ম্ ॥ ২৯ ॥
দীপ্ত্যা পিধানং নেত্রাণাং তেষামাসীন্মহীপতে।
পুনশ্চ ধৈর্য্যমালম্ব্য যাবত্তে দদৃশুঃ সুরাঃ ॥ ৩০ ॥

অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ অনুযাগ প্রবৃত্ত হইলেন, কেহ কেহ তন্ত্রোক্ত ন্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কেহ কেহ অতন্দ্রিত হইয়া ভুবনেশ্বরীর মন্ত্র দ্বারা সেই পরমা শক্তির পূজা করিতে লাগিলেন। হে জনমেজয়। এই প্রকারে দেবগণের বহু দিন অতীত হইয়া গেল ॥ ২৩ ২৫ ॥

অনন্তর চৈত্রমাসীয় নবমী তিথিতে শুক্রবারে অকস্মাৎ দেবগণের সম্মুখে শ্রুতি প্রতিপাদিত সেই শাক্ত তেজ প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ৬ ॥

অরুণবর্ণ * সেই পরম তেজ কোটি বিদ্যুতের ন্যায় আভাশালী, কোটি সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিযুক্ত এবং কোটি চন্দ্রসদৃশ সুশীতল। ইহাঁর চারি দিকে চতুর্ব্বেদ মূর্ত্তিমান্ হইয়া ইহাঁকে স্তব করিতেছে। এই তেজোরাশি ঊর্দ্ধ, পার্শ্ব বা মধ্যদেশে পরিচ্ছিন্ন হইল না। উহা আদি অন্ত রহিত। ইহাঁর হস্তাদি অঙ্গবিশিষ্ট স্ত্রী, পুরুষ বা নপুংসক আকারও নাই ॥ ২৭-২৯ ॥

হে রাজন্। দেবগণ প্রথমতঃ সেই তেজের প্রভায় প্রতিহত হইয়া নেত্র নিমীলন করিলেন অনন্তর যেমন দৃষ্টিপাত করিলেন, তৎক্ষণেই সেই পরম তেজ দিব্য মনোহর রমণীরূপে প্রকাশিত হইল। সেই রমণী মনোরমাঙ্গী,

* তৎকালে মহাশক্তি রজোগুণ অবলম্বন করিয়া আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তাই দেবগণ অরুণবর্ণ অর্থাৎ রক্তবর্ণরূপে দেখিতে পাইলেন "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং" (শ্রুতি) এই বাক্যের দ্বারা রজোগুণের রক্তবর্ণত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

তাবত্তদেব স্ত্রীরূপেণাভাদ্দিব্যং মনোহরম্।
অতীব রমণীয়াঙ্গীং কুমারীং নবযৌবনাম্॥ ৩১॥
উদ্যৎপীনকুচদ্বন্দ্বনিন্দিতাম্ভোজকুট্মলাম্।
রণৎকিঙ্কিণিকাজালাশিঞ্জন্মঞ্জীরমেখলাম্॥ ৩২॥
কনকাঙ্গদকেয়ূরগ্রৈবেয়কবিভূষিতাম্।
অনর্ঘমণিসম্ভিন্নগলবন্ধবিরাজিতাম্॥ ৩৩॥
তনুকেতকসংরাজন্নীলভ্রমরকুন্তলাম্।
নিতম্ববিম্বসুভগাং রোমরাজিবিরাজিতাম্॥ ৩৪॥
কর্পূরশকলোন্মিশ্রতাম্বুলপূরিতাননাম্।
কণৎকনকতাটঙ্কবিটঙ্কবদনাম্বুজাম্॥ ৩৫॥
অষ্টমীচন্দ্রবিম্বাভললাটমায়তভ্রুবম্।
রক্তারবিন্দনয়নামুন্নসাং মধুরাধরাম্॥ ৩৬॥
কুন্দকুট্মলদন্তাগ্রাং মুক্তাহার-বিরাজিতাম্।
রত্নসম্ভিন্নমুকুটাং চন্দ্ররেখাবতংসিনীম্॥ ৩৭॥
মল্লিকামালতীমালাকেশপাশবিরাজিতাম্।
কাশ্মীরবিন্দুনিটিলামং নেত্রত্রয়বিলাসিনীম্॥ ৩৮॥

নবযৌবনা কুমারী, তাঁহার পীনোন্নত কুচদ্বয় কমলকলিকাকে বিনিন্দিত করিয়াছে, তাঁহার করচতুষ্টয়ে কনকবলয়, বাহুচতুষ্টয়ে কেয়ূর, গ্রীবাদেশে গ্রৈবেয়ক এবং কণ্ঠদেশে অমূল্য মণি-খচিত কণ্ঠাভরণ শোভিত হইতেছে। কটিতটে শব্দায়মান কিঙ্কিণী দ্বারা নূপুর ও কাঞ্চীভূষণ শব্দিত হইতেছে, অতিশ্বেতবর্ণ বালকেতকপত্রের উপর সংশোভিত নীলবর্ণ ভ্রমরের স্থায় কর্ণ ও কপোলমধ্যবর্ত্তী কেশরাশি শোভা পাইতেছে, তাঁহার নিতম্বদেশ অতীব সুন্দর, তিনি রোমাবলী দ্বারা পরম শোভিতা হইয়াছেন, তাঁহার মুখমণ্ডল কর্পূরপূর্ণ তাম্বুলের দ্বারা পরিপূরিত, দাপ্তিশালী কনকতাটঙ্ক দ্বারা বদন-মণ্ডল পরম সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে, ললাটদেশ অর্দ্ধচন্দ্র-সুশোভিত, ভ্রূযুগল আয়ত, নয়ন রক্তারবিন্দসদৃশ, নাসিকা উন্নত, অধরবিম্ব অতি মনোহর, দশনাগ্র কুন্দপুষ্পের মুকুলের স্থায় রমণীয়, গলদেশে মুক্তাহার বিরাজ করিতেছে, মস্তকোপরি মণিখচিত মুকুট, কর্ণে চন্দ্ররেখার স্থায় কর্ণভূষণ, কেশপাশ মল্লিকা ও মালতীমালায় সুশোভিত, ললাটদেশ সিন্দুরবিন্দুবিভূষিত, তিনি লোচনত্রয়শোভিতা, চতুর্হস্তে পাশ, অঙ্কুশ, বর

পাশাঙ্কুশবরাভীতিচতুর্ব্বাহুং ত্রিলোচনাম্।
রক্তবস্ত্রপরীধানাং দাড়িমীকুসুমপ্রভাম্॥ ৩৯॥
সর্ব্বশৃঙ্গারবেশাঢ্যাং সর্ব্বদেবনমস্কৃতাম্।
সর্ব্বাশাপূরিকাং সর্ব্বমাতরং সর্ব্বমোহিনীম্॥ ৪০॥
প্রসাদসুমুখীমম্বাং মন্দস্মিতমুখাম্বুজাম্।
অব্যাজকরুণামূর্ত্তিং দদৃশুঃ পুরতঃ সুরাঃ॥ ৪১॥
দৃষ্ট্বা তাং করুণামূর্ত্তিং প্রণেমুঃ সকলাঃ সুরাঃ।
বক্তুং নাশকুবন্ কিঞ্চিদ্বাষ্পসংরুদ্ধনিঃস্বনাঃ॥ ৪২॥
কথঞ্চিৎ স্থৈর্য্যমালম্ব্য ভক্ত্যা চানতকন্ধরাঃ।
প্রেমাশ্রুপূর্ণনয়নাস্তুষ্টুবুর্জ্জগদম্বিকাম্॥ ৪৩॥

দেবা উচুঃ।

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্॥ ৪৪॥
তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং, বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে, সুতরসি তরসে নমঃ॥ ৪৫॥

---

৬ অভয়ধারিণী, রক্তবস্ত্রপরীধানা, তাঁহার দেহকান্তি দাড়িমী-কুসুমের ন্যায়-শোভা ধারণ করিয়াছে॥ ৩০-৩৯॥

অনন্তর দেবগণ এইরূপ সর্ব্বশৃঙ্গারবেশ-ধারিণী, সর্ব্বকামনাপূরণী, সমস্ত দেববৃন্দ-নমস্কৃতা, নিখিল-জন-জননী, অখিলমোহিনী, প্রসাদ-সুমুখী, স্মেরাননী, অকপটকরুণাময়ী-মূর্ত্তি অম্বিকাদেবীকে সম্মুখে অবস্থিতা দেখিতে পাইলেন॥ ৪০-৪১॥

সেই করুণামূর্ত্তিকে দর্শনমাত্রেই দেবগণ প্রণাম করিলেন, কিন্তু বাষ্পভরে কণ্ঠ সংরুদ্ধ হওয়ায় কিছুই বলিতে সমর্থ হইলেন না॥ ৪২॥

পরে অতি কষ্টে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক ভক্তিভরে গ্রীবাদেশ সন্নমিত করিয়া প্রেমাশ্রুপূর্ণনয়নে জগদম্বিকার স্তব করিতে লাগিলেন॥ ৪৩॥

দেবগণ বলিলেন, আপনি দ্যোতনশীলা মহাদেবী, আপনি মঙ্গলময়ী, আপনাকে নমস্কার, অপনি প্রকৃতি অর্থাৎ ত্রিগুণের সম্যাবস্থাবিশিষ্টা মায়োপহিতব্রহ্মরূপিণী, আপনি সর্ব্বকল্যাণরূপিণী, আমরা সংযতচিত্ত হইয়া অপনাকে প্রণাম করি॥ ৪৪॥

আপনি অগ্নির ন্যায় অরুণবর্ণা, আপনি জ্ঞানপ্রভায় দীপ্যমানা, আপনিই

দেবীং বাচমজনয়ন্ত দেবাস্তাং বিশ্বরূপাঃ পশবো বদন্তি।
সা নো মন্দ্রেষমূর্জ্জং দুহান ধেনুর্ব্বাগস্মানুপ সুষ্টুতৈতু॥ ৪৬॥
কালরাত্রিং ব্রহ্মস্তুতাং বৈষ্ণবীং স্কন্দমাতরম্।
সরস্বতীমদিতিং দক্ষদুহিতরং নমামঃ পাবনাং শিবাম্॥ ৪৭॥
মহালক্ষ্ম্যৈ চ বিদ্মহে সর্ব্বশক্ত্যৈ চ ধীমহি।
তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥ ৪৮॥
নমো বিরাট্স্বরূপিণ্যৈ নমঃ সূত্রাত্মমূর্ত্তয়ে।
নমো ব্যাকৃতরূপিণ্যৈ নমঃ শ্রীব্রহ্মমূর্ত্তয়ে॥ ৪৯॥

চৈতন্যরূপে সর্ব্বত্র প্রতিভাত হইতেছেন, ব্রাহ্মণগণ কর্ম্মফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত আপনার সেবা করিয়া থাকেন, আপনি অষ্টাঙ্গযোগসাধ্য জ্ঞান-গম্যা, আপনি সংসার-সাগরের তরণকর্ত্রী, অতএব আমরা ঘোরতর সংসারসাগর-পারের নিমিত্ত আপনার শরণাপন্ন হইয়া আপনাকে নমস্কার করি॥ ৪৫॥

প্রাণাদি পঞ্চবায়ু-সাহায্যে যে সকল বাক্য উচ্চারিত হয়, তাহাকেই পশু-স্বরূপ অস্মদাদি লোকেরা উচ্চারণ করিয়া থাকে, এই ভাষাই আমাদিগের কামধেনুস্বরূপ অর্থাৎ আমরা এই কামধেনুরূপিণী ভাষা হইতে ইচ্ছামত ধন, মান ও অন্নাদি দোহন করিয়া অহঙ্কারে মত্ত হইয়া থাকি। আপনি সেই ভাষাস্বরূপা, অতএব আপনি আমাদের দ্বারা সংস্তুতা হইয়া আমাদের ইষ্টদাত্রী হউন॥ ৪৬॥

দেবি! আপনি সর্ব্বসংহারক কালেরও সংহর্ত্রী, মধুকৈটভ-বধের সময়ে ব্রহ্মা আপনার স্তব করিয়াছিলেন, আপনি বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মীস্বরূপা, আপনি ব্রহ্মার শক্তি সরস্বতীরূপিণী, আপনি দেবগণের মাতা, আপনি দক্ষ-দুহিতা সতী নামে খ্যাতা, আপনি পবিত্রা, আপনাকে নমস্কার॥ ৪৭॥

আমরা আপনাকে মহালক্ষ্মীরূপে অবগত আছি এবং সর্ব্বশক্তিরূপে ধ্যান করিয়া থাকি, আপনি সেই জ্ঞান ও ধ্যানবিষয়ে আমাদিগকে প্রেরিত করুন॥ ৪৮॥

আপনি বিরাট্রূপিণী, আপনাকে নমস্কার, আপনি সূত্রাত্মা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভরূপিণী, আপনাকে নমস্কার, আপনি মহদাদি ষোড়শ বিকার-রূপিণী, অপনাকে নমস্কার, আপনি ব্রহ্মস্বরূপিণী, আপনাকে নমস্কার॥ ৪৯॥

যদজ্ঞানাজ্জগদ্ভাতি রজ্জুসর্পস্রগাদিবৎ।
যজ্‌জ্ঞানাল্লয়মাপ্নোতি নুমস্তাং ভুবনেশ্বরীম্‌॥ ৫০॥
নুমস্তৎপদলক্ষ্যার্থাং চিদেকরসরূপিণীম্‌।
অখণ্ডানন্দরূপাং তাং বেদতাৎপর্য্যভূমিকাম্‌॥ ৫১॥
পঞ্চকোশাতিরিক্তাং তামবস্থাত্রয়সাক্ষিণীম্‌।
পুনস্তংপদলক্ষ্যার্থাং প্রত্যগাত্মস্বরূপিণীম্‌॥ ৫২॥
নমঃ প্রণবরূপায়ৈ নমো হ্রীঙ্কারমূর্ত্তয়ে।
নানামন্ত্রাত্মিকায়ৈ তে করুণায়ৈ নমো নমঃ॥ ৫৩॥
ইতি স্তুতা তদা দেবৈর্মণিদ্বীপাধিবাসিনী।
প্রাহ বাচা মধুরয়া মত্তকোকিলনিঃস্বনা॥ ৫৪॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

বদন্তু বিবুধাঃ কাৰ্য্যং যদর্থমিহ সঙ্গতাঃ।
বরদাহং সদা ভক্তকামকল্পদ্রুমাস্মি চ॥ ৫৫॥

যেমন রজ্জুর স্বরূপজ্ঞান না হওয়ায় উহাতে সর্পাদির ভ্রান্তি হইয়া থাকে, কিন্তু রজ্জুর স্বরূপজ্ঞান হইলেই সর্পাদিভ্রান্তি অপনোদিত হয়, সেই প্রকার যে চৈতন্যরূপিণীর স্বরূপের অজ্ঞানবশতঃ জগৎ আভাসিত হইতেছে, যাঁহার স্বরূপজ্ঞান হইলে জগৎস্বরূপের অস্তিত্ব অনুভূত হইতে পারে না, সেই ভুবনেশ্বরী জগদম্বিকাকে আমরা স্তব করি॥ ৫০॥

যিনি চৈতন্যৈকরসরূপিণী অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপিণী, অতএব "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যস্থ তৎশব্দের প্রতিপাদ্যা অখণ্ডানন্দরূপিণী, সর্ব্ববেদ-প্রতিপাদ্যস্বরূপা, যিনি অন্নময় প্রাণময়, বিজ্ঞানময়, মনোময় এবং আনন্দময় কোষের অতিরিক্ত পদার্থ, জাগৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষিস্বরূপিণী, যিনি জীবাত্মরূপে অবস্থিতা, সুতরাং "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যস্থ ত্বংপদের লক্ষণীয় পদার্থ, সেই ভুবনেশ্বরীকে আমরা স্তব করি॥ ৫১-৫২।

তুমি প্রণব-(ওঁ) রূপিণী, তোমাকে নমস্কার, তুমি হ্রীং-বীজমূর্ত্তি, তোমাকে নমস্কার, তুমি বিবিধ-মন্ত্রস্বরূপিণী করুণাময়ী, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার॥৫৩॥

দেবগণ মণিদ্বীপনিবাসিনী ভুবনেশ্বরীকে এই প্রকার স্তব করিলে মত্ত-কোকিলবৎ-মধুরধ্বনি দেবী মধুরবাক্যে বলিতে লাগিলেন॥ ৫৪।

দেবী বলিলেন, দেবগণ! তোমরা যে নিমিত্ত এই স্থানে সকলে সমাগত

তিষ্ঠন্ত্যাং ময়ি কা চিন্তা যুষ্মাকং ভক্তিশালিনাম্।
সমুদ্ধরামি মদ্ভক্তান্ দুঃখসংসারসাগরাৎ।
ইতি প্রতিজ্ঞাং মে সত্যাং জানীধ বিবুধোত্তমাঃ॥ ৫৬॥
ইতি প্রেমাকুলাং বাণীং শ্রুত্বা সন্তুষ্টমানসাঃ।
নির্ভয়া নির্জ্জরা বাজন্ন্ চুঃর্ং়খং স্বকীয়কম্॥ ৫৭॥

দেবা উচুঃ।

নাজ্ঞাতং কিঞ্চিদপ্যত্র ভবত্যাস্তি জগত্রয়ে।
সর্ব্বজ্ঞয়া সর্ব্বসাক্ষিরূপিণ্যা পরমেশ্বরি॥ ৫৮॥
তারকেণাসুরেন্দ্রেণ পীড়িতাঃ স্মো দিবানিশম্।
শিবাঙ্গজাদ্বধস্তস্য নির্ম্মিতো ব্রহ্মণা শিবে॥ ৫৯॥
শিবাঙ্গনা তু নৈবাস্তি জানাসি ত্বং মহেশ্বরি।।
সর্ব্বজ্ঞপুরতঃ কিংবা বক্তব্যঃ পামবৈর্জ্জনৈঃ॥ ৬০॥

—

হইয়াছ, তাহা বল, আমি সর্ব্বদাই ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতব এবং ববদাত্রী, তোমাদের বাঞ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হইবে॥ ৫৫॥

তোমরা ভক্তিশালী, সুতরাং (ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু) আমি বিদ্যমান থাকিতে তোমাদেব চিন্তা কি? হে দেবগণ। আমি আমাব ভক্তগণকে দুঃখ-সংসার-সাগর হইতে উদ্ধাব করিয়া থাকি, ইহা আমার সত্য প্রতিজ্ঞা বলিয়া জান॥ ৫৬॥

হে বাজন্ জনমেজয়। দেবগণ দেবীর এতাদৃশ প্রেমপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইলেন এবং নির্ভয়ে আপনাদেব দুঃখ নিবেদন করিতে লাগিলেন॥ ৫৭॥

দেবগণ বলিলেন, আপনি পবমেশ্বরী সর্ব্বজ্ঞা এবং নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষিস্বরূপিণী, অতএব এই ত্রিলোকে কিছুই অপনার অপবিজ্ঞাত নাই॥৫৮॥

শিবে! তারকনামক অসুরেন্দ্র দিবারাত্র আমাদিগকে পীড়িত কবিতেছে। (অথচ আমরা তাহার কিছুই প্রতীকাব কবিতে সমর্থ নহি কাবণ) ব্রহ্মা-শিবের ঔরসপুত্র হইতে তাহাব বিনাশ নির্দিষ্ট করিয়াছেন। ৫৯॥

হে মহেশ্বরি। সম্প্রতি শিবাঙ্গনা দেহ পরিত্যাগ কবিয়াছেন (সুতরাং আমাদেব দুঃখ-নিবারণের কোনই উপায় নাই।) আপনি সর্ব্বজ্ঞা, সকলই আপনার বিদিত আছে, আপনাব নিকট মাদৃশ পামরগণ কি বলিবে॥ ৬০॥

এতদুদ্দেশতঃ প্রোক্তমপরং তর্কয়াম্বিকে।
সর্ব্বদা চরণাম্ভোজে ভক্তিঃ স্যাত্তব নিশ্চলা॥ ৬১॥
প্রার্থনীয়মিদং মুখ্যমপরং দেহহেতবে। ৬২॥
ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা প্রোবাচ পরমেশ্বরী।
মম শক্তিস্তু যা গৌরী ভবিষ্যতি হিমালয়ে। ৬৩॥
শিবায় সা প্রদেয়া স্যাৎ সা বঃ কার্য্যং বিধাস্যতি।
ভক্তিশ্মচ্চরণাম্ভোজে ভূয়াদ্যুষ্মাকমাদরাৎ॥ ৬৪॥
হিমালয়ো হি মনসা মামুপাস্তেঽতিভক্তিতঃ।
ততস্তস্য গৃহে জন্ম মম প্রিয়করং মতম্॥ ৬৫॥

ব্যাস উবাচ।

হিমালয়োঽপি তচ্ছ্রুত্বেত্যনুগ্রহকরং বচঃ।
বাষ্পৈঃ সংরুদ্ধকণ্ঠাক্ষো মহারাজ্ঞীং বচোঽব্রবীৎ॥ ৬৬॥
মহত্তরং তং কুরুষে যস্যানুগ্রহমিচ্ছসি।
নোচেৎ কাহং জড়ঃ স্থাণুঃ ক ত্বং সচ্চিৎস্বরূপিণী॥ ৬ ॥

আমরা সংক্ষেপে এই দুঃখবৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম। আপনি সর্ব্বজ্ঞা, অপর সমস্ত দুঃখই জানিতে পারিতেছেন। অধিক কি বলিব, আপনার চরণ-কমলে যেন সর্ব্বদাই অবিচলা ভক্তি থাকে, ইহাই আমাদের মুখ্য প্রার্থনীয় বিষয় এবং শিব-সুতোৎপত্তির নিমিত্ত আপনি দেহ ধারণ করুন, ইহাও অপর প্রার্থনীয়॥ ৬ ৬২॥

পরমেশ্বরী দেবগণের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, আমার যে শক্তি হিমালয়ে গৌরীরূপে আবির্ভূতা হইবেন, তিনিই শিবের নিকট প্রদেয়া অর্থাৎ শিবানী হইয়া পুত্রোৎপত্তিপূর্ব্বক তদ্দারা তারকাসুরবধরূপ তোমাদের কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। পরন্তু আমার চরণ-সরোজে তোমাদের অতিশয় ভক্তি হইবে॥ ৬৩-৬৪॥

তোমাদের ন্যায় হিমালয়ও আমাকে অতি ভক্তিপূর্ণ মনে উপাসনা করিতেছে, অতএব তাহার গৃহে আমার জন্ম অতীব প্রিয়কর জানিও ৬৫।

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! হিমালয় তাঁহার অনুগ্রহসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ হইয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে রাজরাজেশ্বরীকে বলিতে লাগিলেন॥ ৬৬॥

দেবি! আপনি যাহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, সেই ব্যক্তিকে

অসম্ভাব্যং জন্মশতৈস্ত্বৎপিতৃত্বং মমানঘে।
অশ্বমেধাদিপুণ্যৈর্ব্বা পুণ্যৈর্ব্বা তৎসমাধিজৈঃ ॥ ৬৮ ॥
অদ্য প্রপঞ্চে কীর্ত্তিঃ স্যাজ্জগন্মাতা সুতাভবৎ।
অহো হিমালয়স্যাস্য ধন্যোঽসৌ ভাগ্যবানিতি ॥ ৬৯ ॥
যস্যাস্ত্ব জঠরে সন্তি ব্রহ্মাণ্ডানাঞ্চ কোটয়ঃ।
সৈব যস্য সুতা জাতা কো বা স্যাত্তৎসমো ভুবি ॥ ৭০ ॥
ন জানেঽস্মৎপিতৃণাং কিং স্থানং স্যান্নির্ম্মিতং পরম্।
এতাদৃশানাং বাসায় যেষাং বংশেঽস্তি মাদৃশঃ ॥ ৭১ ॥
ইদং যথা চ দত্তং মে কৃপয়া প্রেমপূর্ণয়া।
সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধঞ্চ ত্বদ্রূপং ব্রূহি মে তথা ॥ ৭২ ॥
যোগঞ্চ ভক্তিসহিতং জ্ঞানঞ্চ শ্রুতিসম্মতম্।
বদস্ব পরমেশানি ত্বমেবাহং যতো ভবেঃ ॥ ৭৩ ॥

অতিশয় মহান করিয়া থাকেন, নতুবা সচ্চিদানন্দরূপিণী আপনাকে পুত্রী-রূপে লাভ করা জড় পর্ব্বতস্বরূপ আমার পক্ষে অসম্ভব। ৬৭ ॥

নির্ম্মলে। তোমার অনুগ্রহেই ত্বদীয় পিতৃত্ব লাভ করিলাম, নতুবা অনন্ত জন্মসঞ্চিত অশ্বমেধাদি-যাগ-জনিত পুণ্য বা সামাধিজ পুণ্য দ্বারা ইহা লাভ করা আমার পক্ষে সম্ভাব্য নহে ॥ ৬৮।

অহো। আমি ধন্য ও ভাগ্যবান্ হইলাম। অদ্য হইতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে "জগন্মাতা হিমালয়ের পুত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন," ইহা কীর্ত্তিরূপে বিরাজ করিবে ॥ ৬৯ ॥

যাঁহার জঠর-গহ্বরে কোটিব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করিতেছে, তিনি যাহার সুতা রূপে জন্মগ্রহণ করেন, তৎসদৃশ ভাগ্যবান্ ব্যক্তি আর কে আছে? ৭০ ॥

যাঁহাদের বংশে মাদৃশ ব্যক্তি জন্মলাভ করেন, তাদৃশ অস্মৎ-পিতৃগণের বাসের নিমিত্ত যে কিরূপ পরমোৎকৃষ্ট স্থান নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা আমি বলিতে পারি না ॥ ৭১ ॥

আপনি প্রেমপূর্ণা হইয়া কৃপা পূর্ব্বক যেমন স্বীয় পিতৃত্ব প্রদান করিলেন, সেইরূপ সর্ব্ববেদান্তপ্রসিদ্ধ আপনার স্বরূপ আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ॥ ৭২ ॥

হে পরমেশ্বরি। পরন্তু আমার নিকট শ্রুতি-সম্মত ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ বলুন। তৎশ্রবণে আমি যেন আপনার সহিত অভিন্নতা লাভে সমর্থ হই ॥ ৭৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রসন্নমুখপঙ্কজা।
বক্তুমারভতাম্বা সা রহস্যং শ্রুতিগূহিতম্॥ ৭৪॥

ইতি শ্রীদেবীগীতায়াং হিমালয়গৃহে পার্ব্বত্যা জন্মকথনবর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীদেব্যুবাচ।

শৃণ্বন্তু নির্জ্জরাঃ সর্ব্বে ব্যাহরন্ত্যা বচো মম।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ মদ্রূপত্বং প্রপদ্যতে॥ ১।
অহমেবাস পূর্ব্বন্তু নান্যৎ কিঞ্চিন্নগাধিপ।
তদাত্মরূপং চিৎসংবিৎ পরব্রহ্মৈকনামকম্॥ ২॥
অপ্রতর্ক্যমনির্দ্দেশ্যমনৌপম্যমনাময়ম।
তস্য কাচিৎ স্বতঃ সিদ্ধা শক্তির্মায়েতি বিশ্রুতা॥ ৩॥

ব্যাসদেব বলিলেন, জগদম্বা হিমালয়ের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্নমুখে শ্রুতিগুহ্য রহস্য বলিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৭৪॥

ইতি শ্রীদেবীগীতায় প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দেবী বলিলেন, দেবগণ! যাহা শ্রবণমাত্রেই জীবগণ আমার স্বরূপত্ব লাভ করিতে পারে, সেই বিষয় বর্ণন করিতেছি, তোমরা শ্রবণ কর॥১॥

গিরিবর! সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আমিই আত্মস্বরূপে বিদ্যমানা ছিলাম, আমার আত্মস্বরূপকে চিৎ,সংবিৎ ও পরব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে॥২॥

সেই সর্ব্ববেদপ্রতিপাদ্য আত্মস্বরূপ শ্রুতিগোচর পদার্থ, তাহা অনুমানাদি প্রমাণের অবিষয়। পরন্তু শ্রুতিও আত্মপদার্থকে জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও সংজ্ঞাদিদ্বারা নির্দ্দেশে সমর্থ নন, তাই আত্মতত্ত্ব অনির্দ্দেশ্য এবং তৎসদৃশ দ্বিতীয় পদার্থের অভাববশতঃ উপমারহিত ও জন্ম মরণাদি ষড়্ভাব-বিকার-

ন সতী সা নাসতী সা নোভয়াত্মা বিরোধতঃ।
এতদ্বিলক্ষণা কাচিৎ বস্তুভূতাস্তি সর্ব্বদা ॥ ৪ ॥
পাবকস্যোষ্ণতেবেয়মুষ্ণাংশোরিব দীধিতিঃ।
চন্দ্রস্য চন্দ্রিকেবেয়ং মমেয়ং সহজা ধ্রুবা ॥ ৫ ॥
তস্যাং কর্ম্মাণি জীবানাং জীবাঃ কালাশ্চ সঞ্চরে।
অভেদেন বিলীনাঃ স্যুঃ সুষুপ্তৌ ব্যবহারবৎ ॥ ৬ ॥
স্বশক্তেশ্চ সমাযোগাদহং বীজাত্মতাং গতা।
স্বাধারাবরণাত্তস্যা দোষত্বঞ্চ সমাগতম্ ॥ ৭ ॥

শূন্য পদার্থ। এই আত্মার স্বতঃসিদ্ধা এক শক্তি আছে, তিনি মায়া নামে বিখ্যাতা। ৩ ॥

এই মায়ার স্বরূপ বলিতেছি, শ্রবণ কর,—মায়া ব্রহ্মের ন্যায় কালত্রয়-বর্ত্তিনী নহে কারণ, আত্মজ্ঞান হইলেই ইহার বিলয় হইয়া থাকে, আবার বন্ধ্যা-পুত্রের ন্যায় অসৎ পদার্থও নহে, কারণ, জগদুপাদানরূপে সর্ব্বদাই ইহার সত্তা অনুভূত হইতেছে। পরন্তু ইহাকে সত্ত্বাসত্ত্ববিশিষ্ট বস্তু বলিয়াও স্বীকার করা যাইতে পারে না, কারণ, সত্ত্বাসত্ত্বরূপ বিরুদ্ধধর্ম্ম এক দ্রব্যে একদা থাকিতে পারে না। অতএব সত্ত্ব, অসত্ত্ব এবং সত্ত্বাসত্ত্ব হইতে বিলক্ষণ কোন অনির্ব্বচনীয় অনাদি বস্তু মায়া নামে বিখ্যাত ॥ ৪ ॥

যেমন অগ্নির উষ্ণতা, সূর্য্যের মরীচি এবং চন্দ্রের জ্যোৎস্না তদুৎসঙ্গজাত, তেমনি মায়াও আত্মার সহজা এবং মোক্ষপর্য্যন্ত-স্থায়িনী ॥ ৫ ॥

যেমন দৈনন্দিন সুষুপ্তি অবস্থায় কর্ম্মাদি সমস্তই বিলীন অবস্থায় থাকে, সেই প্রকার প্রলয়কালে জীবের কর্ম্ম, জীব ও কাল ইহারা মায়ায় বিলীন হইয়া যায়, তৎপর প্রলয়াবসানে জীবের কর্ম্ম অনুসারে আমি নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকি। জীব সকল কর্ম্মবশতই এই প্রকার উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট ফলভাগী হয়, অতএব আমার কোনই বৈষম্যাদি দোষ নাই ॥ ৬ ॥

আমি নির্গুণা হইয়াও তাদৃশী মায়া-সমাযোগ বশতঃ জগতের কারণত্ব প্রাপ্ত হইতেছি। কিন্তু এই মায়াই অবিদ্যা শক্তি দ্বারা আত্মাকে আবৃত করে বলিয়া মায়াতে স্বাশ্রয়ব্যামোহকতা দোষ বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ৭ ॥

চৈতন্যস্য সমাযোগান্নিমিত্তত্বঞ্চ কথ্যতে।
প্রপঞ্চপরিণামাচ্চ সমবায়িত্বমুচ্যতে॥ ৮॥
কেচিত্তাং তপ ইত্যাহুস্তমঃ কেচিজ্জড়ং পরে।
জ্ঞানং মায়াং প্রধানঞ্চ প্রকৃতিং শক্তিমপ্যজাম্॥ ৯॥
বিমর্শ ইতি তাং প্রাহুঃ শৈবশাস্ত্রবিশারদাঃ।
অবিদ্যামিতরে প্রাহুর্বেদতত্ত্বার্থচিন্তকাঃ॥ ১০॥
এবং নানাবিধানি স্যুর্নামানি নিগমাদিষু।
তস্যা জড়ত্বং দৃশ্যত্বাজ্জ্ঞাননাশাত্ততোঽসতী
চৈতন্যস্য ন দৃশ্যত্বং দৃশ্যত্বে জড়মেব তৎ॥ ১১॥

প্রত্যেক কার্য্যের সম্বন্ধেই উপাদান ও নিমিত্তভেদে দ্বিবিধ কারণ দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব তুমি একাকিনী কেমন করিয়া জগতের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণতা প্রাপ্ত হইবে, এই আপত্তিতে বলিলেন, আমার মায়া-শক্তি চৈতন্য-সহযোগে জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, অতএব আমার চৈতন্যই জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং আমার মায়াশক্তি প্রপঞ্চরূপে পরিণত হইয়া জগৎ নির্ম্মাণ করে, অতএব মায়াই জগতের সমবায়ী বা উপাদান-কারণ। এই প্রকারে এক আমিই অংশদ্বয়ের দ্বারা জগতের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণরূপে বর্ত্তমানা রহিয়াছি॥ ৮॥

আমার সেই মায়াকে কোন কোন বেদবিদ্গণ তপ বলেন, কেহ কেহ তম, অপর কেহ কেহ জড় এবং কেহ জ্ঞান, মায়া, প্রধান, প্রকৃতি, শক্তি ও অজা নামে অভিহিত করেন, আর শৈবশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ উহাকে বিমর্শ ও বেদতত্ত্বাভিজ্ঞ মনীষিগণ অবিদ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন॥ ৯-১০॥

এই প্রকারে নিগমাদি শাস্ত্রে ইহার বিবিধ নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু এই মায়া পদার্থটি জড় এবং অসৎ। যাহা কিছু দৃশ্য পদার্থ, তাহাই জড় এই প্রকার অনুমান-প্রমাণ দ্বারা দৃশ্যা মায়ারও জড়ত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছে। ইহার দৃষ্টান্ত যথা,—ঘটপটাদি। যেমন ঘটপটাদি দৃশ্য, অতএব জড়, মায়াও তাদৃশী জড়াত্মিকা, ইহা বুঝিতে হইবে। আমার যখন তত্ত্বজ্ঞান বিজ্ঞপ্তি হয়, তখন মায়ার অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না, অতএব মায়াকে প্রকৃত সত্তাশালী পদার্থও বলা যায় না। কিন্তু চৈতন্য দৃশ্য পদার্থ নহেন, অতএব তাঁহাকে জড় বলা যায় না। যদি চৈতন্য দৃশ্য হইতেন, তবে তাঁহারও জড়ত্ব প্রসক্ত হইত॥ ১১॥

স্বপ্রকাশঞ্চ চৈতন্যং ন পরেণ প্রকাশিতম্।
অনবস্থাদোষসত্ত্বান্ন স্বেনাপি প্রকাশিতম্॥ ১২॥
কর্ম্মকর্তৃবিরোধঃ স্যাত্তস্মাত্তদ্দীপবৎ স্বয়ম্॥ ১৩
প্রকাশমানমন্যেষাং ভাসকং বিদ্ধি পর্ব্বত।
অতএব চ নিত্যত্বং সিদ্ধং সংবিত্তনোর্ম্ম॥ ১৪
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদৌ দৃশ্যস্য ব্যভিচারতঃ।
সংবিদো ব্যভিচারশ্চ নানুভূতোঽস্তি কর্হিচিৎ॥ ১৫
যদি তস্যাপ্যনুভবস্তর্হ্যয়ং যেন সাক্ষিণা।
অনুভূতঃ স এবাত্র শিষ্টঃ সংবিদ্বপুঃ পুরা॥ ১৬॥

চৈতন্য স্বপ্রকাশ বস্তু, তিনি অন্যের দ্বারা প্রকাশিত হয়েন না। কারণ, চৈতন্য অন্য দ্বারা প্রকাশিত হয়েন,ইহা স্বীকার করিলে চৈতন্যপ্রকাশক আবার অন্য দ্বারা প্রকাশিত হয়, সে আবার অন্য দ্বারা প্রকাশিত হয়, এই প্রকারে অনবস্থাদোষ সজ্ঘটিত হয়, স্বয়ংপ্রকাশ পদার্থের স্থিরতা হয় না, আবার চৈতন্য নিজে নিজের দ্বারাই প্রকাশিত হয়েন, ইহাও বলা যায় না, কারণ, যাহাতে কর্ম্মকর্ত্তার বিরোধ হয়, এক পদার্থেই এককালে কর্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব থাকিতে পারে না, অতএব দীপের ন্যায় চৈতন্যকে স্বপ্রকাশ পদার্থ স্বীকার করিতে হইবে॥ ১২-১৩

হে গিরে! চৈতন্য স্বয়ং প্রকাশমান পদার্থ হইয়াই অন্য চন্দ্রসূর্য্যাদি পদার্থকে প্রকাশ করেন,অতএব আমার সংবিৎরূপ তনুর নিত্যত্ব সিদ্ধ হইল। কারণ, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত্যাদি অবস্থায় পদার্থের ব্যভিচার হইতেছে, কিন্তু কোন অবস্থায়ই সংবিৎ চৈতন্যের ব্যভিচার অনুভূত হয় না, কারণ, যে আমি জাগ্রৎ অবস্থার অনুভব করিয়াছি, সেই আমিই স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থার অনুভব করিতেছি, এই প্রকার প্রত্যভিজ্ঞার দ্বারা চৈতন্যের সত্তা সর্ব্ব অবস্থায়ই এক প্রকার অনুভূত হইতেছে॥ ১৪-১৫॥

বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন যে, সংবিদেরও অভাব অনুভূত হইয়া থাকে, অতএব যাহা সৎ, তাহাই ক্ষণিক, এই প্রকার অনুমান দ্বারা জ্ঞানেরও অনিত্যতা প্রতিপাদন করেন, বস্তুতঃ তাহা ভ্রান্তিমূলক, কারণ, যদিও সংবিৎ বা জ্ঞানরূপের অভাব অনুভূত হয়, তথাপি যে সাক্ষী দ্বারা সেই অভাবের অনুভব হয়, সেই সংবিৎরূপ সাক্ষীর অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, নতুবা সংবিদের অভাব গ্রাহ্য হইতে পারে না॥ ১৬॥

অতএব চ নিত্যত্বং প্রোক্তং সচ্ছাস্ত্রকোবিদৈঃ।
আনন্দরূপতা চাস্যাঃ পরপ্রেমাস্পদত্বতঃ॥ ১৭॥
মা ন ভূবং হি ভূয়াসমিতি প্রেমাত্মনি স্থিতম।
সর্ব্বস্যান্যস্য মিথ্যাত্বদসঙ্গত্বং স্ফুটং মম॥ ১৮॥
অপরিচ্ছিন্নতাপ্যেবমত এব মতা মম।
তচ্চ জ্ঞানং নাত্মধর্ম্মো ধর্ম্মত্বে জড়তাত্মনঃ॥ ১৯॥
জ্ঞানস্য জড়শেষত্বং ন দৃষ্টং ন চ সম্ভবি।
চিদ্ধর্ম্মত্বং তথা নাস্তি চিতশ্চিন্ন হি ভিদ্যতে॥ ২০॥
তস্মাদাত্মা জ্ঞানরূপঃ সুখরূপশ্চ সর্ব্বদা।
সত্যঃ পূর্ণোঽপ্যসঙ্গশ্চ দ্বৈতজালবিবর্জ্জিতঃ॥ ২১॥

অতএব সৎশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ সংবিদের নিত্যত্ব অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। পরন্তু যখন সংবিৎ পরমা প্রেমাস্পদ বলিয়া প্রতীত হয়, তখন উহাকে সুখস্বরূপ স্বীকার করিতে হইবে, কারণ, অসুখকর পদার্থ কখনই প্রেমাস্পদ হইতে পারে না॥ ১৭॥

কিন্তু আত্মবিষয়ক প্রেম সকলেরই অনুভাব্য বিষয়, আমার যেন অভাব হয় না, আমি যেন সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকি, আত্মাতে এতাদৃশ প্রেম সর্ব্বদাই অবস্থিত রহিয়াছে। পরন্তু অন্য সমস্ত পদার্থই মায়া-কল্পিত, সুতরাং রজ্জুতে সর্প-জ্ঞানের ন্যায় উহা মিথ্যা। অতএব রজ্জুতে কল্পিত সর্পের যে প্রকার সম্বন্ধ হয় না, তেমনি মিথ্যাভূত প্রপঞ্চের সহিত আত্মার সম্বন্ধ নাই, অতএব আত্মা অসঙ্গ, ইহা সুব্যক্তরূপেই স্থিরীকৃত হইল এবং পরিচ্ছেদক সকল পদার্থই যখন মিথ্যা, তখন আত্মার অপরিচ্ছিন্নত্বও সকলেরই সম্মত। কেহ বলেন, আত্মা জ্ঞানস্বরূপ নহে, কিন্তু জ্ঞান আত্মার ধর্ম্ম, বাস্তবিক তাহা নহে, কারণ, জ্ঞান যদি আত্মার ধর্ম্ম হয়, তবে আত্মার জড়ত্ব অঙ্গীকার করিতে হয়, কারণ, জ্ঞ ব্যতিরিক্ত সকল পদার্থই জড়, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব জ্ঞান আত্মার ধর্ম্ম নহে॥ ১৮-১৯॥

পরন্তু জ্ঞানের জড়ত্ব কদাপি পরিদৃষ্ট হয় না, তাহা সম্ভবপরও নহে এবং আত্মা যখন চিৎস্বরূপ, তখন চিৎ তাহার ধর্ম্ম হইতে পারে না, কারণ, সর্ব্বত্রই ধর্ম্ম-ধর্ম্মীর ভেদ প্রতীতি হইয়া থাকে, কিন্তু চিৎ চিৎ হইতে ভিন্ন, ইহা প্রতীতি হয় না। অতএব সর্ব্বদাই আত্মা জ্ঞান ও সুখস্বরূপ এবং সত্য, পূর্ণ, অসঙ্গ ও দ্বৈতবর্জ্জিত। ইনি ইচ্ছা, অদৃষ্ট ও জীবযুক্ত স্বীয় মায়াদ্বারা পূর্ব্বা-

স পুনঃ কামকর্ম্মাদিযুক্তয়া স্বীয়মায়য়া।
পূর্ব্বানুভূতসংস্কারাৎ কালকর্ম্মবিপাকতঃ॥ ২২॥
অবিবেকাচ্চ তত্ত্বস্য সিসৃক্ষাবান প্রজায়তে।
অবুদ্ধিপূর্ব্বঃ সর্গোঽয়ং কথিতস্তে নগাধিপ॥ ২৩॥
এতদ্ধি যন্ময়া প্রোক্তং মম রূপমলৌকিকম্।
অব্যাকৃতং তদব্যক্তং মায়াশবলমিত্যপি। ২৪॥
প্রোচ্যতে সর্ব্বশাস্ত্রেষু সর্ব্বকারণকারণম্।
তত্ত্বানামাদিভূতঞ্চ সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্॥ ২৫।
সর্ব্বকর্ম্মঘনীভূতমিচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াশ্রয়ম্।
হ্রীঙ্কারমন্ত্রবাচ্যন্তদাদিতত্ত্বং তদুচ্যতে। ২৬॥
তস্মাদাকাশ উৎপন্নঃ শব্দতন্মাত্ররূপকঃ।
ভবেৎ স্পর্শাত্মকো বায়ুস্তেজোরূপাত্মকং পুনঃ॥ ২৭॥
জলং রসাত্মকং পশ্চাত্ততো গন্ধাত্মিকা ধরা।
শব্দৈকগুণ আকাশো বায়ুঃ স্পর্শরসান্বিতঃ। ২৮॥

নুভূত সংস্কার বশতঃ কর্ম্মের বিপাক অনুসারে সৃষ্টি করিতে ইচ্ছাবান্ হয়েন। প্রকৃত্যাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অবিবেকজনিতই এই প্রকার সৃষ্টিবিষয়ে ইচ্ছা হইয়া থাকে। হে পর্ব্বতেশ্বর স্বপ্ন পুরুষ যেমন পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ অবুদ্ধিপূর্ব্বক নিদ্রোত্থিত হয়, তেমনি আত্মার এই সৃষ্টিও কালকর্ম্ম-সংস্কার বশতঃ অবুদ্ধি পূর্ব্বকই সংসাধিত হইয়া থাকে॥ ২০-২৩

হে পর্ব্বতেন্দ্র! আমি তোমার নিকট যে মদীয় লোকাতীত রূপের বর্ণনা করিলাম, ইহাই বেদে অব্যাকৃত, অব্যক্ত ও মায়াশবল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এবং সর্ব্বশাস্ত্রেই ইহাকে সর্ব্বকারণকারণ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের আদিভূত এবং সর্ব্বদানন্দমূর্ত্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে॥ ২৪-২৫॥

এই আদিভূত তত্ত্ব হ্রীঙ্কারমন্ত্রবাচ্য, ইহাতে সর্ব্বপ্রাণীর কর্ম্ম সমুদায় বশীভূত হইয়া রহিয়াছে অর্থাৎ ইনিই সর্ব্বসাক্ষী এবং ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ার আশ্রয়॥ ২৬॥

এই হ্রীঁকারবাচ্য আদিতত্ত্ব আত্মা হইতে ক্রমে শব্দতন্মাত্ররূপ আকাশ, আকাশ হইতে স্পর্শাত্মক বায়ু, বায়ু হইতে রূপাত্মক তেজ, তেজ হইতে রসাত্মক জল এবং জল হইতে গন্ধাত্মিকা পৃথিবী উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত উৎপন্ন হইয়া থাকে। আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ

শব্দস্পর্শরূপগুণং তেজ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
শব্দস্পর্শরূপরসৈরাপো বেদগুণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৯ ॥
শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধৈঃ পঞ্চগুণা ধরা।
তেভ্যোঽভবন্ মহৎ সূত্রং যল্লিঙ্গং পরিচক্ষতে ॥ ৩০ ॥
সর্ব্বাত্মকং তৎ সম্প্রোক্তং সূক্ষ্মদেহোঽয়মাত্মনঃ।
অব্যক্তং কারণো দেহঃ স চোক্তঃ পূর্ব্বমেব হি।
যস্মিন্ জগদ্বীজরূপং স্থিতং লিঙ্গোদ্ভবো যতঃ ॥ ৩১ ॥
ততঃ স্থূলানি ভূতানি পঞ্চীকরণমার্গতঃ।
পঞ্চসংখ্যানি জায়ন্তে তৎপ্রকারস্তথোচ্যতে ॥ ৩২ ॥
পূর্ব্বোক্তানি চ ভূতানি প্রত্যেকং বিভজেদ্দ্বিধা।
একৈকং ভাগমেকস্য চতুর্দ্ধা বিভজেদ্গিরে ॥ ৩৩ ॥
স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশে যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে।
তৎ কার্য্যঞ্চ বিরাড়্দেহঃ স্থূলদেহোঽয়মাত্মনঃ ॥ ৩৪ ॥

স্পর্শ ও রস, তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীর গুণ শব্দ, স্পর্শ রূপ, রস ও গন্ধ ॥ ২৭-২৯ ॥

এই সূক্ষ্ম ভূত হইতে ব্যাপক সূত্র উৎপন্ন হয়, ইহাকে পণ্ডিতগণ লিঙ্গদেহ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ॥ ৩০ ॥

এই সূত্র অর্থাৎ লিঙ্গদেহ সর্ব্বাত্মক, ইহাই আত্মার সূক্ষ্মদেহ বলিয়া কথিত হয়। পূর্ব্বে যাহা অব্যক্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা পরমাত্মার কারণ-দেহ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। এই কারণ দেহেই জগৎ-উৎপত্তির বীজ নিহিত আছে এবং ইহা হইতেই লিঙ্গদেহের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

অনন্তর পঞ্চীকরণপ্রণালী অনুসারে সূক্ষ্মভূত হইতে পঞ্চভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এক্ষণে তাহার প্রণালী বলিতেছি ॥ ৩২ ॥

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ মহাভূতের প্রত্যেককে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এবং তাহাদের এক এক ভাগকে পুনর্ব্বার চারিভাগে বিভক্ত করিয়া যে দুই আনা দুই আনা (একের অষ্টাংশ) হইবে, সেই দুই দুই আনা স্ব স্ব ভিন্ন দ্বিতীয়াংশে অর্থাৎ পূর্ব্বস্থিত অর্দ্ধভাগে যোগ করিলে তাহা পঞ্চ পঞ্চ অংশ-সমন্বিত হইয়া একটি একটি স্থূল মহাভূতরূপে পরিণত হয়। এই পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের কার্য্য বিরাট্-দেহ, ইহাই পরমেশ্বরের স্থূল দেহ বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩৩-৩৪ ॥

পঞ্চভূতস্থসত্ত্বাংশৈঃ শ্রোত্রাদীনাং সমুদ্ভবঃ ॥ ৩৫ ॥
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং রাজেন্দ্র প্রত্যেকং মিলিতৈস্তু তৈঃ।
অন্তঃকরণমেকং স্যাৎ বৃত্তিভেদাচ্চতুর্ব্বিধম্ ॥ ৩৬ ॥
যদা তু সঙ্কল্পবিকল্পকৃত্যং, তদা ভবেত্তন্মন ইত্যভিখ্যম্।
স্যাদ্বুদ্ধিসংজ্ঞঞ্চ যদা প্রবেত্তি, সুনিশ্চিতং সংশয়হীনরূপম্ ॥ ৩৭ ॥
অনুসন্ধানরূপং তচ্চিত্তঞ্চ পরিকীর্ত্তিতম্।
অহঙ্কৃত্যাত্মবৃত্ত্যা তু তদহঙ্কারতাং গতম্ ॥ ৩৮ ॥
তেষাং রজোংশৈর্জ্জাতানি ক্রমাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
প্রত্যেকং মিলিতৈস্তৈস্তু প্রাণো ভবতি পঞ্চধা ॥ ৩৯ ॥
হৃদি প্রাণো গুদেঽপানো নাভিস্থস্তু সমানকঃ।
কণ্ঠদেশেঽপ্যুদানঃ স্যাদ্ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ ॥ ৪০ ॥
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
প্রাণাদিপঞ্চকঞ্চৈব ধিয়া চ সহিতং মনঃ ॥ ৪১ ॥
এতৎ সূক্ষ্মশরীরং স্যান্মম লিঙ্গং যদুচ্যতে।
তত্র যা প্রকৃতিঃ প্রোক্তা সা রাজন্ দ্বিবিধা স্মৃতা ॥ ৪২ ॥

এই পঞ্চভূতের প্রত্যেকের সত্ত্বাংশ হইতে শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। উক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সত্ত্বাংশ মিলিত হইয়া অন্তঃকরণের উৎপত্তি করে। এই অন্তঃকরণ এক পদার্থ হইলেও বৃত্তির তারতম্যানুসারে চতুর্ভেদে বিভক্ত। তন্মধ্যে সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকবৃত্তি অন্তঃকরণের নাম মন, সংশয়হীন-নিশ্চয়াত্মকবৃত্তি অন্তঃকরণের নাম বুদ্ধি, অনুসন্ধানাত্মকবৃত্তি অন্তঃকরণের নাম চিত্ত এবং অহঙ্কারাত্মকবৃত্তি অন্তঃকরণের নাম অহঙ্কার॥ ৩৫-৩৮।

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চভূতের প্রত্যেকের রজোংশ হইতে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়, এবং তাহাদের রজোংশ প্রত্যেকে মিলিত হইয়া প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চ বায়ুর উৎপাদন করে। হৃদয়ে প্রাণ, গুহ্যে অপান, নাভিদেশে সমান, কণ্ঠদেশে উদান এবং সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া ব্যান-বায়ু অবস্থিতি করে॥ ৩৯-৪০ ॥

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ বায়ু, বুদ্ধি ও মন এই সপ্তদশ পদার্থ মিলিত হইয়া আমার সূক্ষ্ম-শরীর বা লিঙ্গ-শরীরের উৎপত্তি হয়। (এই প্রকারে দেহত্রয়ের উৎপত্তি বলিয়া অনন্তর জীব ও ঈশ্বর

সত্ত্বাত্মিকা তু মায়া স্যাদবিদ্যাগুণমিশ্রিতা।
স্বাশ্রয়ং যা তু সংরক্ষেৎ সা মায়েতি নিগদ্যতে ॥ ৪৩ ॥
তস্যাং তৎ প্রতিবিম্বং স্যাদ্বিম্বভূতস্য চেশিতুঃ।
স ঈশ্বরঃ সমাখ্যাতঃ স্বাশ্রয়জ্ঞানবান্ পরঃ ॥ ৪৪ ॥
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ত্তা চ সর্ব্বানুগ্রহকারকঃ।
অবিদ্যায়াস্তু যৎ কিঞ্চিৎ প্রতিবিম্বং নগাধিপ ॥ ৪৫ ॥
তদেব জীবসংজ্ঞং স্যাৎ সর্ব্বদুঃখাশ্রয়ং পুনঃ।
দ্বয়োরপীহ সম্প্রোক্তং দেহত্রয়মবিদ্যয়া ॥ ৪৬ ॥
দেহত্রয়াভিমানাচ্চাপ্যভূন্নামত্রয়ং পুনঃ।
প্রাজ্ঞস্তু কারণাত্মা স্যাৎ সূক্ষ্মদেহী তু তৈজসঃ ॥ ৪৭ ॥
স্থূলদেহী তু বিশ্বাখ্যস্ত্রিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
এবমীশোঽপি সম্প্রোক্ত ঈশসূত্রবিরাট্‌পদৈঃ। ৪৮ ॥
প্রথমো ব্যষ্টিরূপস্তু সমষ্ট্যাত্মা পরঃ স্মৃতঃ।
স হি সর্ব্বেশ্বরঃ সাক্ষাজ্জীবানুগ্রহকাম্যয়া ॥ ৪৯ ॥

বিভাগের কারণ দেখাইতেছেন ;—হে রাজন্! পূর্ব্বে যে প্রকৃতি বলা হইয়াছে, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত। সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতিকে মায়া ও মলিনসত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতিকে অবিদ্যা বলে। এই মায়া স্বাশ্রয় আত্মাকে আবৃত করে না, এই মায়া-প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের নাম ঈশ্বর। ইঁহার আত্মজ্ঞান কখনই আবৃত হয় না, ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ত্তা এবং সকলের প্রতি অনুগ্রহে সমর্থ ॥ ৪১-৪৪ ॥

হে নগেশ্বর। অবিদ্যা-প্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে জীব বলে, ইনি সর্ব্বদুঃখের আশ্রয়। এই ঈশ্বর ও জীবের যথাক্রমে মায়া ও অবিদ্যাজনিত পূর্ব্বোক্ত দেহত্রয়াভিমান বশতঃ তিনটি নাম নির্দ্দিষ্ট আছে। কারণদেহাভিমানী জীব প্রাজ্ঞ, সূক্ষ্মদেহাভিমানী জীব তৈজস এবং স্থূলদেহাভিমানী জীব বিশ্বনামে অভিহিত হয়েন। এই প্রকার ঈশ্বরও কারণ-দেহাভিমানী হইয়া ঈশ, সূক্ষ্মদেহাভিমানী হইয়া সূত্র এবং স্থূলদেহাভিমানী হইয়া বিরাট-নামে কথিত হয়েন ॥ ৪৫-৪৮ ॥

পরন্তু জীব ব্যষ্টিদেহত্রয়াভিমানী এবং ঈশ্বর সমষ্টিদেহত্রয়াভিমানী, সুতরাং ইনি সর্ব্বেশ্বর, নিরন্তর আনন্দানুভব দ্বারা নিত্যতৃপ্ত হইয়াও জীব-

করোতি বিবিধং বিশ্বং নানাভোগাশ্রয়ং পুনঃ।
মচ্ছক্তিপ্রেরিতো নিত্যং ময়ি রাজন্‌! প্রকল্পিতঃ॥ ৫০॥

ইতি শ্রীদেবীগীতায়াং জগদম্বায়াঃ স্বমুখেনাত্মতত্ত্ব-
বর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ।

মন্মায়াশক্তিসংকৢপ্তং জগৎ সর্ব্বং চরাচরম্‌।
সাপি মত্তঃ পৃথঙ্মায়া নাস্ত্যেব পরমার্থতঃ॥ ১॥
ব্যবহারদৃশা সেয়ং বিদ্যা মায়েতি বিশ্রুতা।
তত্ত্বদৃষ্ট্যা তু নাস্ত্যেব তত্ত্বমেবাস্তি কেবলম্‌॥ ২॥

গণের মুক্তি হইবে, এই ইচ্ছা বশতঃ নানাবিধ ভোগাশ্রয় এই বিশ্ব রচনা করেন, এই কারণেই তাঁহাকে করুণাসাগর বলে। হে রাজন্‌! এই ঈশ্বরও ব্রহ্মরূপিণী আমার মায়াশক্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়াই অখিল বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কারণ, এই ঈশ্বরও রজ্জু সর্পবৎ ব্রহ্মরূপিণী আমাতেই কল্পিত হইয়া থাকেন, অতএব তাঁহাকেও আমারই শক্তির অধীন বলিয়া জানিবে॥ ৪৯-৫০॥

ইতি দেবীগীতার দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

দেবী বলিলেন, হে গিরে! এই চরাচর সমস্ত জগৎ আমারই মায়া-শক্তি দ্বারা কল্পিত হইয়া থাকে, কিন্তু সেই মায়া শক্তি পরমার্থ দৃষ্টিতে মদ্‌-ব্যতিরিক্ত কোন অন্য পদার্থ নহে, কারণ, সেই মায়া আমাতেই কল্পিত হইয়া থাকে, উহা মিথ্যা পদার্থ, সুতরাং আশ্রয়ের সত্তাতিরিক্ত মিথ্যা পদার্থের স্বতন্ত্র সত্তা নাই, সুতরাং পরমার্থরূপে একমাত্র আমিই আছি, অন্য কোন পদার্থই প্রকৃত সত্তাশালী নহে॥ ১॥

ব্যবহারিক দৃষ্টিতে উহা মায়াবিদ্যাদি স্বতন্ত্র নামে কথিতা হয় সত্য, কিন্তু তত্ত্ব বা ব্রহ্মজ্ঞান হইলে উহার অস্তিত্ব থাকে না, তখন একমাত্র তত্ত্ব বা ব্রহ্মই বিদ্যমান থাকেন॥ ২॥

সাহং সর্ব্বং জগৎ সৃষ্ট্বা তদন্তঃ প্রবিশাম্যহম।
মায়াকর্ম্মাদিসহিতা গিরে প্রাণপুরঃসরা॥ ৩॥
লোকান্তরগতির্নোচেৎ কথং স্যাদিতি হেতুনা।
যথা যথা ভবন্ত্যেব মায়াভেদাস্তথা তথা।
উপাধিভেদাৎ ভিন্নাহং ঘটাকাশাদয়ো যথা॥
উচ্চনীচাদিবস্তূনি ভাসয়ন্ ভাস্করঃ সদা
ন দুষ্যতি তথৈবাহং দোষৈর্লিপ্তা কদাপি ন। ৫
ময়ি বুদ্ধ্যাদিকর্ত্তৃত্বমধ্যস্যৈবাপরে জনাঃ।
বদন্তি চাত্মা কর্ত্তেতি বিমূঢ়া ন সুবুদ্ধয়ঃ॥ ৬।
অজ্ঞানভেদতস্তদ্বন্মায়ায়া ভেদতস্তথা।
জীবেশ্বরবিভাগশ্চ কল্পিতো মায়য়ৈব তু॥ ৭॥

কূটস্থ ব্রহ্মরূপিণী আমিই মায়া, অবিদ্যা এবং নানা সংস্কারের দ্বারা সংযুক্ত হইয়া এই অনন্ত জগৎ সৃষ্টি করত প্রাণের সহিত তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকি॥ ৩॥

আমি প্রাণাভিমানিনী হইয়া প্রবেশ করি, এই নিমিত্তই লোকান্তরগতি হইয়া থাকে, নচেৎ ব্যাপিকা আমার লোকান্তরগমন কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? বাস্তবিক কল্পে প্রাণেরই পরলোকগমনাদি হইয়া থাকে। এবং আকাশ যেমন এক হইয়াও ঘটাদি উপাধিভেদে ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ আমিও মায়া দ্বারা নানারূপে বিরাজ করিয়া থাকি। ৪।

যেমন সূর্য্য উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট বিবিধ বস্তুকে আপন কিরণমালা দ্বারা উদ্ভাসিত করিয়া দূষিত হয়েন না, সেই প্রকার আমি জগদন্তঃপাতিনী হইয়াও জগৎ-দোষে দূষিত হই না॥ ৫॥

যাহারা বিমূঢ়, তাহারাই বুদ্ধ্যাদির কর্তৃত্ব আমাতে আরোপিত করিয়া, আত্মস্বরূপিণী আমি কর্ত্রী, এই কথা বলিয়া থাকে, কিন্তু যাহারা বিবেকী, তাঁহারা আমাকে স্বপ্নবৎ সাক্ষিরূপেই দেখিতে পান, সুতরাং আমাকে কর্ত্রী বলিয়া মনে করেন না॥ ৬॥

যেমন মায়া দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের বিভাগ হইয়া থাকে, তেমন মায়া দ্বারাই ঈশ্বরের ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিরূপ বহুত্ব এবং অবিদ্যাদ্বারা মনুষ্যপশ্বাদিরূপে জীবের বহুত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে॥ ৭॥

ঘটাকাশমহাকাশবিভাগঃ কল্পিতো যথা।
তথৈব কল্পিতো ভেদো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ ॥ ৮ ॥
যথা জীববহুত্বঞ্চ মায়য়ৈব ন চ স্বতঃ।
তথেশ্বরবহুত্বঞ্চ মায়য়া ন স্বভাবতঃ ॥ ৯ ॥
দেহেন্দ্রিয়াদিসংঘাতবাসনাভেদভেদিতা।
অবিদ্যা জীবভেদস্য হেতুর্নান্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১০ ॥
গুণানাং বাসনাভেদভেদিতা যা ধরাধর।
মায়া সা পরভেদস্য হেতুর্নান্যঃ কদাচন ॥ ১১ ॥
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতমোতঞ্চ ধরণীধর।
ঈশ্বরোঽহঞ্চ সূত্রাত্মা বিরাডাত্মাহমস্মি চ ॥ ১২ ॥
ব্রহ্মাহং বিষ্ণুরুদ্রৌ চ গৌরী ব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী ॥ ১৩॥
সূর্য্যোঽহং তারকাশ্চাহং তারকেশস্তথাস্ম্যহম্।
পশুপক্ষিস্বরূপাহং চাণ্ডালোঽহঞ্চ তস্করঃ ॥ ১৪ ॥
ব্যাধোঽহং ক্রূরকর্ম্মাহং সৎকর্ম্মাহং মহাজনঃ।
স্ত্রীপুংনপুংসকাকারোঽপ্যহমেব ন সংশয়ঃ ॥ ১৫ ॥

যেমন ঘটাকাশ-মহাকাশের বিভাগ কল্পিত হয়, সেই প্রকার জীব ও পরমাত্মার পূর্ব্বোক্ত নিয়মে বিভাগ হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

যেমন অবিদ্যা দ্বারাই জীবের বহুত্ব কল্পিত হয়, বাস্তবিক নহে, তেমন মায়া দ্বারাই ঈশ্বরেরও ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিরূপে বহুত্ব প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে ঈশ্বরের বহুত্ব নাই ॥ ৯ ॥

দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি এবং বাসনা দ্বারা ভেদপ্রাপ্ত অবিদ্যাই জীবভেদের কারণ, অন্য আর কিছু নহে এবং সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক বাসনা দ্বারা ভিন্ন মায়াই ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি ঈশ্বরভেদের কারণ, তদ্ব্যতীত অন্য নহে ॥ ১০-১১ ॥

হে ধরণীধর! এই অখিল জগৎ ওতপ্রোতভাবে আমাতেই অবস্থিত রহিয়াছে, অতএব আমিই কারণ-দেহাভিমানী ঈশ্বর, লিঙ্গদেহাভিমানী সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভ এবং স্থূলদেহাভিমানী বিরাট্‌ নামে অভিহিত ॥ ১২ ॥

আমিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এবং আমিই ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও রৌদ্রী শক্তি, আমিই সূর্য্য, আমিই তারকা, আমিই চন্দ্র এবং আমিই পশু, পক্ষী,

যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদ্বস্তু দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্যাহং সর্ব্বদা স্থিতা॥ ১৬॥
ন তদস্তি ময়া ত্যক্তং বস্তু কিঞ্চিচ্চরাচরম্।
যদ্যস্তি চেত্তচ্ছূন্যং স্যাদ্বন্ধ্যাপুত্রোপমং হি তৎ॥ ১৭॥
রজ্জুর্যথা সর্পমালাভেদৈরেকা বিভাতি হি।
তথৈবেশাদিরূপেণ ভাম্যহং নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৮॥
অধিষ্ঠানাতিরেকেণ কল্পিতং তন্ন ভাসতে।
তস্মান্মৎসত্তয়ৈবৈতৎ সত্তাবন্নান্যথা ভবেৎ॥ ১৯॥
হিমালয় উবাচ।
যথা বদসি দেবেশি! সমষ্ট্যাত্মবপুস্ত্বিদম্।
তথৈব দ্রষ্টুমিচ্ছামি যদি দেবি! কৃপা ময়ি॥ ২০॥
ব্যাস উবাচ।
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সর্ব্বে দেবাঃ সবিষ্ণবঃ।
ননন্দুর্মুদিতাত্মানঃ পূজয়ন্তশ্চ তদ্বচঃ॥ ২১॥

চণ্ডাল ও তস্করস্বরূপিণী, আমিই ব্যাধ, আমিই ক্রূরকর্ম্মা, আমিই সৎকর্ম্মশালী মহাজন এবং আমিই স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক, তাহাতে সন্দেহ নাই॥ ১৩-১৫।

যে কোন দেশে যে কোন বস্তু দৃষ্ট ও শ্রুত হইয়া থাকে, আমি সেই সমস্ত বস্তু পরিব্যাপ্ত করিয়া তাহার অন্তর ও বাহিরে অবস্থিতা রহিয়াছি॥ ১৬।

আমি ব্যতীত এই চরাচরে আর কোন বস্তুরই অস্তিত্ব নাই, যদি কিছু থাকে, তবে তাহা বন্ধ্যাপুত্র-সদৃশ অসৎ। যেমন একমাত্র রজ্জু সর্প ও মালাদিরূপে প্রতিভাত হয়, সেই প্রকার ব্রহ্মরূপিণী একমাত্র আমিই ঈশ্বরাদি বিবিধরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকি, ইহাতে সন্দেহ নাই॥ ১৭-১৮॥

কল্পিত কোন বস্তুরই অধিষ্ঠান হইতে অতিরিক্ত সত্তা নাই, অতএব আমাতে কল্পিত এই জগৎও আমার সত্তা দ্বারাই সত্তাবান্ হইয়া থাকে, এতদ্ব্যতীত ইহার স্বতন্ত্র সত্তা নাই॥ ১৯॥

হিমালয় বলিলেন, দেবি! আপনি কৃপা পূর্ব্বক যেমন আপনার সমষ্টিস্বরূপ বিরাট্-রূপের বর্ণনা করিয়া আমাকে বলিলেন, সেই প্রকার উহা দর্শন করাইয়া কৃতার্থ করুন। আমি ঐ রূপ দেখিবার নিমিত্ত ইচ্ছাবান্ হইয়াছি॥ ২০॥

ব্যাস বলিলেন, গিরিবরের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু প্রভৃতি

অথ দেবমতং জ্ঞাত্বা ভক্তকামদুঘা শিবা।
অদর্শয়ন্নিজং রূপং ভক্তকামপ্রপূরিণী ॥ ২২ ॥
অপশ্যংস্তে মহাদেব্যা বিরাড়্রূপং পরাৎপরম্।
দ্যৌর্ম্মস্তকং ভবেদ্যস্য চন্দ্রসূর্য্যৌ চ চক্ষুষী ॥ ২৩ ॥
দিশঃ শ্রোত্রে বচো বেদাঃ প্রাণো বায়ুঃ প্রকীর্ত্তিতঃ
বিশ্বং হৃদয়মিত্যাহুঃ পৃথিবী জঘনং স্মৃতম ॥ ২৪ ॥
নভস্তলং নাভিসরো জ্যোতিশ্চক্রমুরঃস্থলম্।
মহর্লোকস্ত গ্রীবা স্যাজ্জনোলোকো মুখং স্মৃতম্ ॥ ২৫ ।
তপোলোকো ররাটিস্তু সত্যলোকাদধঃ স্থিতঃ।
ইন্দ্রাদয়ো বাহবঃ স্যুঃ শব্দঃ শ্রোত্রং মহেশিতুঃ ॥ ২৬ ॥
নাসত্যদস্রৌ নাসে স্তো গন্ধো ঘ্রাণং স্মৃতো বুধৈঃ।
মুখমগ্নিঃ সমাখ্যাতো দিবারাত্রৌ চ পক্ষ্মণী ॥ ২৭ ॥
ব্রহ্মস্থানং ভ্রূবিজৃম্ভোঽপ্যাপস্তালুঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
রসো জিহ্বা সমাখ্যাতা যমো দংষ্ট্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২৮ ॥

সমস্ত দেবগণ হৃষ্টচিত্তে সেই বাক্যকে সাধু সাধু বলিয়া অভিনন্দন করিলেন ॥ ২১ ॥

অনন্তর ভক্তবাঞ্ছা-পূরিণী, ভক্তগণের কামদুঘা ও কল্যাণরূপিণী দেবী স্বীয় রূপ-দর্শনে দেবগণের ঔৎসুক্য জানিয়া নিজের বিরাট্‌রূপ প্রদর্শন করাইলেন ॥ ২২ ॥

তাঁহারা বক্ষ্যমাণরূপে মহাদেবীর সেই পরাৎপর বিরাট্‌রূপ অবলোকন করিতে লাগিলেন।—সর্ব্বোপরিস্থিত সত্যলোকই এই বিরাট্‌রূপিণীর মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য্য দুই চক্ষু, দিক সকল শ্রোত্র, বেদ সকল বাক্য, বায়ু প্রাণ, বিশ্ব তাঁহার হৃদয়, পৃথিবী জঘনস্থল, নভস্তল নাভিদেশ, জ্যোতিশ্চক্রমণ্ডল উরঃস্থল, মহর্লোক গ্রীবাদেশ, জনলোক মুখমণ্ডল, সত্যলোকের অধঃস্থিত তপোলোক তাঁহার ললাটফলক, ইন্দ্রাদি তাঁহার বাহু, শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়স্বরূপ, অশ্বিনী-কুমারদ্বয় তাঁহার নাসিকা, গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়স্থানীয়, অগ্নি মুখাভ্যন্তর, দিবা ও রাত্রি তাঁহার নয়নপক্ষ্মদ্বয়রূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥ ২৩-২৭ ॥

ব্রহ্মস্থান তাঁহার ভ্রূবিকাশস্বরূপ, জল তালু, তদ্গত রস তাঁহার রসনা, যমরাজ দংষ্ট্রা, স্নেহবিলাসই দন্ত, মায়াই তাঁহার হাস্য, ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টি কটাক্ষ,

দংষ্ট্রাঃ স্নেহকলা যস্য হাসো মায়া প্রকীর্ত্তিতা।
সর্গস্ত্বপাঙ্গমোক্ষঃ স্যাদ্‌ব্রীড়োর্দ্ধোষ্ঠো মহেশিতুঃ॥ ২৯॥
লোভঃ স্যাদধরোষ্ঠোঽস্যা ধর্ম্মমার্গস্তু পৃষ্ঠভূঃ।
প্রজাপতিশ্চ মেঢ্রং স্যাদ্যঃ স্রষ্টা জগতীতলে॥ ৩০॥
কুক্ষিঃ সমুদ্রা গিরয়োঽস্থীনি দেব্যা মহেশিতুঃ।
নদ্যো নাড্যঃ সমাখ্যাতা বৃক্ষাঃ কেশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৩১
কৌমারযৌবনজরাবয়োঽস্য গতিরুত্তমা।
বলাহকাস্তু কেশাঃ স্যুঃ সন্ধ্যে তে বাসসী বিভোঃ॥ ৩২॥
রাজন্ শ্রীজগদম্বায়াশ্চন্দ্রমাস্তু মনঃ স্মৃতঃ।
বিজ্ঞানশক্তিস্তু হরী রুদ্রোঽন্তঃকরণং স্মৃতম্॥ ৩৩॥
অশ্বাদিজাতয়ঃ সর্ব্বাঃ শ্রোণিদেশে স্থিতা বিভোঃ।
অতলাদিমহালোকাঃ কট্যধোভাগতাং গতা॥ ৩৪॥
এতাদৃশং মহারূপং দদৃশুঃ সুরপুঙ্গবাঃ।
জ্বালামালাসহস্রাঢ্যং লেলিহানঞ্চ জিহ্বয়া॥ ৩৫॥
দংষ্ট্রাকটকটারাবং বমন্তং বহ্নিমক্ষিভিঃ।
নানায়ুধধরং বীরং ব্রহ্মক্ষৌদনঞ্চ যৎ॥ ৩৬॥

স্নেহ উর্দ্ধ ওষ্ঠ, লোভ অধর এবং অধর্ম্ম তাঁহার পৃষ্ঠভাগ। যিনি জগন্মণ্ডলের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই তাঁহার মেঢ়্রদেশ, সমুদ্র সকল উদর, পর্ব্বত সমূহ সেই মহেশ্বরীর অস্থি, সমস্ত নদীই তাঁহার নাড়ী এবং বৃক্ষাবলী কেশরূপে প্রকাশ পাইতেছে॥ ২৮-৩১॥

রাজেন্দ্র! কৌমার, যৌবন ও জরাই তাঁহার উত্তমা গতি, মেঘ সমূহ কেশজাল, উভয় সন্ধ্যা সেই বাপিকা দেবীর বসন, চন্দ্রমা জগদম্বার মন, হরি বিজ্ঞানশক্তি এবং রুদ্র সংহারশক্তি॥ ৩২-৩৩॥

সেই বিভু জগদম্বিকার শ্রোণিদেশে অশ্বাদি জাতি এবং অতলাদি পাতাল পর্য্যন্ত সমস্ত লোক কটিদেশের অধোভাগে বিরাজ করিতে লাগিল। সুরবরগণ জগদম্বার এতাদৃশ বিরাট্-মূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন, তাঁহার সেই মূর্ত্তি হইতে সহস্র সহস্র অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল। সেই মূর্ত্তি যেন জিহ্বা দ্বারা অনন্ত জগতের আস্বাদ করিতেছে, দশনপংক্তির কটকটা শব্দে ভীষণতা ধারণ করিয়াছে। সেই বিরাট্-মূর্ত্তির অক্ষি সমূহ অগ্ন্যুদ্গীরণ করিতেছে, সেই আকৃতি নানাবিধ আয়ুধধারী ও অতীব বলসম্পন্ন, ব্রাহ্মণ

সহস্রশীর্ষনয়নং সহস্রচরণং তথা।
কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং বিদ্যুৎকোটিসমপ্রভম্॥ ৩৭॥
ভয়ঙ্করং মহাঘোরং হৃদক্ষোস্ত্রাসকারকম্।
দদৃশুস্তে সুরাঃ সর্ব্বে হাহাকারঞ্চ চক্রিরে॥ ৩৮॥
বিকম্পমানহৃদয়া মূর্চ্ছামাপুর্দুরত্যয়াম্।
স্মরণঞ্চ গতং তেষাং জগদম্বেয়মিত্যপি॥ ৩৯॥
অথ তে যে স্থিতা বেদাশ্চতুর্দ্দিক্ষু মহাপ্রভোঃ।
বোধয়ামাসুরত্যুগ্রং মূর্চ্ছাতো মূর্চ্ছিতান্ সুরান্
অথ তে ধৈর্য্যমালম্ব্য লব্ধা চ শ্রুতিমুত্তমাম্
প্রেমাশ্রুপূর্ণনয়না রুদ্ধকণ্ঠাস্তু নির্জ্জরাঃ।
বাষ্পগদগদয়া বাচা স্তোতুং সমুপচক্রিরে॥ ৪১

দেবা উচুঃ।

অপরাধং ক্ষমস্বাম্ব পাহি দীনাংস্ত্বদুদ্ভবান্।
কোপং সংহর দেবেশি। সভয়া রূপদর্শনাৎ॥ ৪২॥

ও ক্ষত্রিয় তাঁহার অঙ্গস্বরূপ। সেই আকৃতির সহস্র মস্তক, সহস্র নয়ন, সহস্র চরণ, কোটি-সূর্য্যের ন্যায় জাজ্বল্যমান এবং কোটি কোটি বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। অতীব ভয়ঙ্কর, মন ও নয়নের ত্রাসজনক সেই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সমস্ত দেবগণ ভয়ে হাহাকার করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের হৃদয়দেশ বিকম্পিত হইতে লাগিল, তাঁহারা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। "ইনিই যে আমাদের পালয়িত্রী জগদম্বা," এই জ্ঞানও তাঁহাদের বিনষ্ট হইয়া গেল॥ ৩৪-৩৯॥

অনন্তর দেবীর চতুর্দ্দিগবস্থিত মূর্ত্তিমান্ চতুর্ব্বেদ মূর্চ্ছিত সুরগণকে মূর্চ্ছা অপনয়ন পূর্ব্বক বোধিত করিলেন। অনন্তর সেই দেবগণ উত্তম শ্রুতিবাক্যের দ্বারা প্রবোধিত হইয়া ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক অন্তর্জনিত বাষ্পভরে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া প্রেমবিগলিত-অশ্রুপূর্ণনয়নে বাষ্পদ্বারা গদ্গদবাক্যে জগদম্বিকার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৩৫-৪১

দেবগণ বলিলেন, মাতঃ। আমরা অতি দীন, আপনার তনয়। আপনি আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি কোপ পরিত্যাগ করুন। আমরা আপনার এই বিরাট্রূপ দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়াছি॥ ৪২॥

কা তে স্তুতিঃ প্রকর্ত্তব্যা পামরৈর্নির্জ্জরৈরিহ।
স্বস্যাপ্যজ্ঞেয় এবাসৌ যাবান্ যশ্চ স্ববিক্রমঃ। ৪৩ ॥
তদর্ব্বাক্ জায়মানানাং কথং স বিষয়ো ভবেৎ। ৪ ॥
নমস্তে ভুবনেশানি! নমস্তে প্রণবাত্মিকে।।
সর্ব্ববেদান্তসংসিদ্ধে। নমো হ্রীঙ্কারমূর্ত্তয়ে।। ৪৫।
যস্মাদগ্নিঃ সমুৎপন্নো যস্মাৎ সূর্য্যশ্চ চন্দ্রমাঃ।
যস্মাদোষধয়ঃ সর্ব্বাস্তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ ॥ ৪৬ ॥
যস্মাচ্চ দেবাঃ সম্ভূতাঃ সাধ্যাঃ পক্ষিণ এব চ।
পশবশ্চ মনুষ্যাশ্চ তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ ॥ ৪৭ ॥
প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপঃ শ্রদ্ধা ক্রতুস্তথা।
ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চৈব যস্মাত্তস্মৈ নমো নমঃ ॥ ৪৮ ॥
সপ্তপ্রাণাচ্চিষো যস্মাৎ সমিধঃ সপ্ত এব চ।
হোমাঃ সপ্ত তথা লোকাস্তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ ॥ ৪৯ ॥
যস্মাৎ সমুদ্রা গিরয়ঃ সিন্ধবঃ প্রচরন্তি চ।
যস্মাদোষধয়ঃ সর্ব্বা রসস্তস্মৈ নমো নমঃ ॥ ৫০ ॥

দেবি! পামর দেবগণ আপনার কি স্তুতি করিবে? আপনি স্বয়ং যখন আপনার পরাক্রমের ইয়ত্তা করিতে পারেন না, তখন আমরা আপনার পশ্চাৎ উৎপন্ন হইয়া কিরূপে তাহা জানিতে পারিব? ৪৪।

হে প্রণবাত্মিকে ভুবনেশ্বরি! আমরা আপনাকে নমস্কার করি। আপনি সমস্ত বেদান্তপ্রসিদ্ধা, আপনি হ্রীঙ্কারমূর্ত্তি, আপনাকে নমস্কার। যাঁহা হইতে অগ্নি, যাঁহা হইতে সূর্য্য ও চন্দ্রমা এবং যাঁহা হইতে ওষধি সকল উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সর্ব্বাত্মরূপিণী আপনাকে নমস্কার ॥ ৪৫-৪৬ ॥

যাঁহা হইতে সমস্ত দেবগণ, সাধ্যগণ, পশুগণ, পক্ষিগণ ও মানবগণ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সর্ব্বাত্মরূপিণীকে নমস্কার। যাঁহা হইতে প্রাণ, অপান, ধান্য, যব এবং তপস্যা, শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য ও ইতিকর্ত্তব্যতারূপ বিধি সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে, আমরা সেই বিরাট্‌রূপিণীকে বার বার নমস্কার করি। যাঁহা হইতে সপ্ত প্রাণ, সপ্ত দীপ্তি, সপ্ত সমিধ্, সপ্ত হোম এবং সপ্তলোক উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সর্ব্বাত্মিকা দেবীকে নমস্কার। যাঁহা হইতে সমস্ত সমুদ্র, সমস্ত পর্ব্বত, সমস্ত নদী, সকল ওষধি এবং সমস্ত রস উৎপন্ন হইয়াছে, আমরা

যস্মাদ্‌যজ্ঞঃ সমুদ্ভূতো দীক্ষা যূপশ্চ দক্ষিণাঃ।
ঋচো যজূংষি সামানি তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ॥ ৫১॥
নমঃ পুরস্তাৎ পৃষ্ঠে চ নমস্তে পার্শ্বয়োর্দ্বয়োঃ।
অধ ঊর্দ্ধং চতুর্দ্দিক্ষু মাতর্ভূয়ো নমো নমঃ॥ ৫২॥
উপসংহর দেবেশি! রূপমেতদলৌকিকম্‌।
তদেব দর্শয়াস্মাকং রূপং সুন্দরসুন্দরম্‌॥ ৫৩॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি ভীতান্‌ সুরান্‌ দৃষ্ট্বা জগদম্বা কৃপার্ণবা।
সংহৃত্য রূপং ঘোরং তদ্দর্শয়ামাস সুন্দরম্‌॥ ৫৪॥
পাশাঙ্কুশবরাভীতিধরং সর্ব্বাঙ্গকোমলম্‌।
করুণাপূর্ণনয়নং মন্দস্মিতমুখাম্বুজম্‌॥ ৫৫॥
দৃষ্ট্বা তৎ সুন্দরং রূপং তদা ভীতিবিবর্জ্জিতাঃ।
শান্তচিত্তাঃ প্রণেমুস্তে হর্ষগদ্‌গদনিস্বনাঃ॥ ৫৬॥

ইতি শ্রীদেবীগীতায়াং জগদম্বায়া বিরাট্‌মূর্ত্তিবর্ণনং নাম
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

সেই দেবীকে বারংবার নমস্কার করি। যাঁহা হইতে যজ্ঞ, যূপ (পশুবন্ধন দারুবিশেষ) ও দক্ষিণা এবং ঋক, যজু ও সামবেদ সমুৎপন্ন হইয়াছে, আমরা সেই সর্ব্বাত্মিকা ভুবনেশ্বরীকে প্রণাম করি॥ ৪৭-৫১॥

মাতঃ! আপনার পুরোভাগে নমস্কার, আপনার পৃষ্ঠভাগে নমস্কার, আপনার উভয় পার্শ্বে নমস্কার, আপনার ঊর্দ্ধ, অধঃ এবং চতুর্দ্দিকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার। হে দেবেশি! আপনি আপনার এই অলৌকিক বিরাট্‌রূপ উপসংহৃত করিয়া সেই পরম সুন্দর রূপে আমাদিগকে দর্শন দিউন॥ ৫২-৫৩॥

ব্যাস বলিলেন, করুণা-সাগররূপিণী জগদম্বা সুরগণকে ভীত অবলোকন করিয়া সেই ভয়ঙ্কর রূপের উপসংহার পূর্ব্বক সুন্দর রূপ প্রদর্শন করাইলেন। এই মূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গ অতীব কোমল, ইনি পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অভয়-ধারিণী, করুণাপূর্ণনেত্রা ও স্মেরাননী। দেবগণ জগদম্বার এতাদৃশ সুন্দর মূর্ত্তি অবলোকন করত ভীতিরহিত হইয়া শান্তচিত্তে হর্ষগদ্‌গদস্বরে প্রণাম করিতে লাগিলেন॥ ৫৪-৫৬॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীদেব্যুবাচ।

ক যূয়ং মন্দভাগ্যা বৈ কেদং রূপং মহাদ্ভুতম্।
তথাপি ভক্তবাৎসল্যাদীদৃশং দর্শিতং ময়া॥ ১॥
ন বেদাধ্যয়নৈর্যোগৈর্ন দানৈস্তপসেজ্যয়া।
রূপং দ্রষ্টুমিদং শক্যং কেবলং মৎকৃপাং বিনা॥ ২॥
প্রকৃতং শৃণু রাজেন্দ্র। পরমাত্মাত্র জীবতাম্।
উপাধিযোগাৎ সংপ্রাপ্তঃ কর্তৃত্বাদিকমপ্যুত॥ ৩॥
ক্রিয়াঃ করোতি বিবিধা ধর্ম্মাধর্ম্মৈকহেতবঃ।
নানাযোনীস্ততঃ প্রাপ্য সুখদুঃখৈশ্চ যুজ্যতে॥ ৪॥
পুনস্তৎসংস্কৃতিবশান্নানাকর্ম্মরতঃ সদা।
নানাদেহান্ সমাপ্নোতি সুখদুঃখৈশ্চ যুজ্যতে॥ ৫॥
ঘটিযন্ত্রবদেতস্য ন বিরামঃ কদাপি হি।
অজ্ঞানমেব মূলং স্যাত্ততঃ কামঃ ক্রিয়াস্ততঃ॥ ৬॥

দেবী বলিলেন, সুরগণ। তোমাদের ন্যায় অল্পভাগ্য ব্যক্তিগণের পক্ষে আমার এই অদ্ভুত মহৎ রূপ দর্শন করা অতীব দুষ্কর, তথাপি ভক্তগণের প্রতি বাৎসল্য বশতঃ আমি তোমাদিগকে এই রূপ দর্শন করাইলাম॥ ১।

আমার কৃপা ব্যতীত বেদাধ্যয়ন, যোগ, দান, যজ্ঞ কিংবা তপস্যা ইহার কোন সাধন দ্বারাই কোন ব্যক্তি আমার এই মূর্ত্তি দর্শন করিতে পারেন না॥ ২॥

হে গিরীন্দ্র। এক্ষণে প্রকৃত উপদেশ শ্রবণ কর। এই মায়াময় সংসারে পরমাত্মাই উপাধিযোগ বশতঃ জীবত্ব এবং কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি প্রাপ্ত হইয়া প্রথমতঃ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের হেতুভূত বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহার পর নানাবিধ যোনি প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্মফলানুসারে সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন॥ ৩ ৪॥

পুনরপি সেই সুখদুঃখের সংস্কার বশতঃ নানাবিধ কর্ম্মে নিরত ও নানা দেহ প্রাপ্ত হইয়া সুখদুঃখ দ্বারা সংযুক্ত হয়েন॥ ৫॥

ঘটিযন্ত্রের ন্যায় জন্ম-জরা-মরণ-রূপ এই সংসারের কদাপি বিরাম হয় না। ইহা অনাদি ও অনন্তকাল হইতেই প্রবাহিত হইতেছে। অজ্ঞান বা অবিদ্যাই

তস্মাদজ্ঞাননাশায় যতেত নিয়তং নরঃ।
এতদ্ধি জন্মসাফল্যং যদজ্ঞানস্য নাশনম্॥ ৭
পুরুষার্থসমাপ্তিশ্চ জীবন্মুক্তদশাপি চ।
অজ্ঞাননাশনে শক্তা বিদ্যৈব চ পটীয়সী॥ ৮।
ন কর্ম্ম তজ্জং নোপাস্তির্ব্বিরোধাভাবতো গিরে
প্রত্যুতাশাঃ জ্ঞাননাশে কর্ম্মণা নৈব ভাব্যতাম॥
অনর্থদানি কর্ম্মাণি পুনঃ পুনরুশন্তি হি।
ততো রাগস্ততো দোষস্ততোঽনর্থো মহান্ ভবেৎ॥ ১০।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন জ্ঞানং সম্পাদয়েন্নরঃ।
কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণীত্যতঃ কর্ম্মাপ্যাবশ্যকম্॥ ১১॥
জ্ঞানাদেব হি কৈবল্যমতঃ স্যাত্তৎসমুচ্চয়ঃ।
সহায়তাং ব্রজেৎ কর্ম্ম জ্ঞানস্য হিতকারি চ॥ ১২॥

এই সংসারের মূল, ইহা হইতে কাম ও কাম হইতে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে॥ ৬॥

অতএব অজ্ঞাননাশের নিমিত্ত সততই মানব সত্বপর হইবে। এই অজ্ঞান নাশ করিতে পারিলেই জন্মের সাফল্য হইল॥ ৭॥

জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ করিতে পারিলেই পুরুষার্থ সমাপ্তি হয়, তখন আর পুরুষের কর্ত্তব্য কিছুই থাকে না। এই অজ্ঞান-নাশ-বিষয়ে একমাত্র বিদ্যাই সমর্থ। হে গিরিবর। যেমন অন্ধকার অন্ধকারকে বিনাশ করিতে সমর্থ নয়, সেই প্রকার অজ্ঞানজনিত কর্ম্ম অজ্ঞানকে নষ্ট করিতে পারে না এবং উপাসনাও কর্ম্মস্বরূপ, সুতরাং তদ্দ্বারাও অজ্ঞাননাশের সম্ভব নাই, অতএব কর্ম্ম দ্বারা অজ্ঞাননাশবিষয়ে কদাচ আশা করিও না॥ ৮-৯॥

কর্ম্মসকল একান্ত অনর্থকর, এই কর্ম্মবশেই জীবগণ পুনঃ পুনঃ বিষয়-কামনা করে, এই কামনা হইতে বিষয়ানুরাগ, অনুরাগ হইতে ক্রোধাদি দোষ এবং দোষ হইতে মহান্ অনর্থ সজ্ঘটিত হইয়া থাকে॥ ১০॥

অতএব জ্ঞান উপার্জ্জনের নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে মানবগণের যত্ন করা কর্ত্তব্য। কেহ বলেন,—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা এবং "জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যং" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা জ্ঞানের আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে, অতএব জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই মুক্তির কারণ, তন্মধ্যে কর্ম্ম জ্ঞানের সহায় ও হিতকারী। বাস্তবিক পক্ষে এই মত স্থিরীকৃত

ইতি কেচিদ্বদন্ত্যত্র তদ্বিরোধান্ন সম্ভবেৎ।
জ্ঞানাদ্ধৃদ্গ্রন্থিভেদঃ স্যাদ্ধৃদ্গ্রন্থৌ কর্ম্মসম্ভবঃ॥ ১৩॥
যৌগপদ্যং ন সম্ভাব্যং বিরোধাত্তু ততস্তয়োঃ।
তমঃপ্রকাশয়োর্যদ্বদ্যৌগপদ্যং ন সম্ভবি॥ ১৪॥
তস্মাৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি বৈদিকানি মহামতে।
চিত্তশুদ্ধ্যন্তমেব স্যুস্তানি কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ॥ ১৫॥
শমো দমস্তিতিক্ষা চ বৈরাগ্যং সত্ত্বসম্ভবঃ।
তাবৎ পর্য্যন্তমেব স্যুঃ কর্ম্মাণি ন ততঃ পরম্॥ ১৬॥
তদন্তে চৈব সংন্যস্য সংশ্রয়েদ্গুরুমাত্মবান্।
শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠঞ্চ ভক্ত্যা নির্ব্যাজয়া পুনঃ॥ ১৭॥
বেদান্তশ্রবণং কুর্য্যান্নিত্যমেবমতন্দ্রিতঃ।
তত্ত্বমস্যাদিবাক্যস্য নিত্যমর্থং বিচারয়েৎ॥ ১৮॥

হইতে পারে না, কারণ, জ্ঞানের অনন্তর যদি কর্ম্মের সম্ভব হইত, তবে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েরই কারণতা সিদ্ধ হয়, ফলতঃ তাহা হয় না। জ্ঞান উৎপন্ন হইলেই হৃদগ্রন্থি অর্থাৎ আত্মার সহিত অন্তঃকরণাদির তাদাত্ম্যভাব বিদূরিত হইয়া যায়, সুতরাং তখন কর্ম্মের সম্ভব থাকে না। হৃদ্গ্রন্থি অর্থাৎ আমি মনুষ্য, আমি ব্রাহ্মণ, আমি পরলোকের ইচ্ছু, ইত্যাদি ভেদজ্ঞান থাকিলেই লোক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। অতএব তম ও আলোকের যেমন একত্র অবস্থিতি সম্ভব নহে, সেই প্রকার জ্ঞান ও কর্ম্মের একত্র স্থিতি হইতে পারে না, সুতরাং কর্ম্ম প্রতিপাদিকা শ্রুতি অজ্ঞানীর পক্ষে, ইহা বুঝিতে হইবে॥ ১১-১৪॥

অতএব হে মহামতে! যাবৎ চিত্তশুদ্ধি হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত অতি যত্ন পূর্ব্বক বৈদিক সমস্ত কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিবে॥ ১৫॥

যে পর্য্যন্ত শম (অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহ), দম (বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহ), তিতিক্ষা (শীতোষ্ণাদিসহিষ্ণুতা), বৈরাগ্য (ঐহিক-পারত্রিক-ফলভোগবিরাগ) এবং সত্ত্বসম্ভব (অন্তঃকরণগত সত্ত্বগুণের শুদ্ধি) না হয়, তাবৎ পর্য্যন্তই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, তৎপর আর কর্ম্মের আবশ্যকতা নাই॥ ১৬॥

তৎপর সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ পূর্ব্বক আত্মবান্ অর্থাৎ সংযতেন্দ্রিয় হইয়া বেদাধ্যয়নসম্পন্ন শ্রোত্রিয় (অধীতবেদবেদার্থ) ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট উপসন্ন হইয়া অকপট ভক্তি সহকারে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে এবং আলস্যাদি

তত্ত্বমস্যাদিবাক্যন্তু জীবব্রহ্মৈক্যবোধকম্।
ঐক্যে জ্ঞাতে নির্ভয়স্তু মদ্রূপো হি প্রজায়তে ॥ ১৯॥
পদার্থাবগতিঃ পূর্ব্বং বাক্যার্থাবগতিস্ততঃ।
তৎপদস্য চ বাচ্যার্থো গিরেঽহং পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২০ ॥
ত্বংপদস্য চ বাচ্যার্থো জীব এব ন সংশয়ঃ।
উভয়োরৈক্যমসিনা পদেন প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥ ২১ ॥
বাচ্যার্থয়োর্ব্বিরুদ্ধত্বাদৈক্যং নৈব ঘটেত হ
লক্ষণাতঃ প্রকর্ত্তব্যা তত্ত্বমোঃ শ্রুতিসংস্থয়োঃ ॥ ২২ ॥
চিন্মাত্রন্তু তয়োর্লক্ষ্যং তয়োরৈক্যস্য সম্ভবঃ।
তয়োরৈক্যং তথা জ্ঞাত্বা স্বাভেদেনাদ্বয়ো ভবেৎ ॥ ২৩॥

দোষ পরিহার পূর্ব্বক নিত্য বেদান্তবাক্য শ্রবণ ও "তত্ত্বমস্যাদি" বেদ-বাক্যের অর্থ বিচার করিবে॥ ১৭ ১৮ ॥

তত্ত্বমস্যাদি বাক্য জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদন করিয়াছেন, অতএব ঐ বাক্য দ্বারা জীব ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান সাধিত হইলে তখন পুরুষ নির্ভয় এবং মৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হয় ॥ ১৯ ॥

প্রথমতঃ তৎ ও ত্বং পদের অর্থ অবগত হইবে, তৎপর "তত্ত্বমসি" এই সমস্ত বাক্যের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবে। হে গিরে! তত্ত্বমসি বাক্যস্থ তৎপদের অর্থ আমি অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বরী, ত্বংপদের অর্থ জীব, আর অসি পদের অর্থ জীব ও ঈশ্বরের ঐক্য, ইহাতে আর সংশয় নাই ॥ ২০-২১ ॥

এখন জিজ্ঞাসা এই যে, জীব ও ঈশ্বর সম্পূর্ণ বিভিন্ন-ধর্ম্মবিশিষ্ট, অতএব শ্রুতি উভয়ের ঐক্য কেমন করিয়া প্রতিপাদন করিলেন? জীব অসর্ব্বজ্ঞত্ব ও ব্যাপকত্বাদি উৎকৃষ্ট-গুণসম্পন্ন, অতএব বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্ট জীব ও ঈশ্বরের ঐক্য কদাচ সংঘটিত হইতে পারে না, অতএব ঐক্য-প্রতিপাদনের নিমিত্ত শ্রুতিস্থিত তৎ ও ত্বংপদের লক্ষণা * করিতে হইবে ॥ ২২ ॥

সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট ব্রহ্ম চৈতন্যই ঈশ্বর এবং অসর্ব্বজ্ঞত্বাদি-বিশিষ্ট ব্রহ্ম চৈতন্যই জীব, সুতরাং চৈতন্যাংশে উভয়েরই ঐক্য আছে, কেবলমাত্র ধর্ম্ম দ্বারাই পরস্পরের ভিন্নতা হইয়াছে, অতএব উভয়ের ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক লক্ষণা দ্বারা চৈতন্যমাত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, কারণ, ঐ পদদ্বয়ের চৈতন্যই মুখ্য

---

* শব্দের মুখ্য অর্থ দ্বারা যদি তাৎপর্য্যের অসঙ্গতি হয়, তবে যে বৃত্তির দ্বারা মুখ্যার্থের সংশ্রব রাখিয়া অর্থান্তর কল্পিত হয়, সেই বৃত্তির নাম লক্ষণাবৃত্তি।

দেবদত্তঃ স এবায়মিতিবৎ লক্ষণা স্মৃতা।
স্থূলাদিদেহরহিতো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে নরঃ॥ ২৪॥
পঞ্চীকৃতমহাভূতসম্ভূতঃ স্থূলদেহকঃ।
ভোগালয়ো জরাব্যাধিসংযুতঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্॥ ২৫॥
মিথ্যাভূতোঽয়মাভাতি স্ফুটং মায়াময়ত্বতঃ।
সোঽয়ং স্থূল উপাধিঃ স্যাদাত্মনো মে নগেশ্বর॥ ২৬॥
জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়যুতং প্রাণপঞ্চকসংযুতম্।
মনোবুদ্ধিযুতঞ্চৈতৎ সূক্ষ্মং তৎ কবয়ো বিদুঃ॥ ২৭॥
অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মদেহোঽয়মাত্মনঃ।
দ্বিতীয়োঽয়মুপাধিঃ স্যাৎ সুখাদেববোধকঃ॥ ২৮॥

লক্ষ্যার্থ সুতরাং লক্ষ্যার্থ গ্রহণ করিলেই উভয়ের ঐক্য প্রতিপাদিত হইল এই প্রকারে ঐক্যজ্ঞান সাধিত হইলে ব্রহ্মের সহিত অভেদজ্ঞান হইয়া জীব অদ্বয় প্রাপ্ত হয়॥ ২৩।

এই লক্ষণা-বিষয়ে লৌকিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন।—"স এবায়ং দেবদত্ত' এই কথা বলিলে তৎকালদৃষ্ট দেবদত্ত এবং বর্ত্তমানকালদৃষ্ট দেবদত্ত এইরূপ অর্থ বুঝায়। সুতরাং তৎকালবিশিষ্ট দেবদত্ত এবং এতৎকালবিশিষ্ট দেবদত্তের অভেদ হইতে পারে না, অতএব তৎকালবিশিষ্টত্ব ও এতৎকালবিশিষ্টত্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম-দ্বয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবলমাত্র দেবদত্তরূপ ব্যক্তির গ্রহণ করিয়া অভেদ-প্রতীতি হইয়া থাকে। এই প্রকার অনুভবের দ্বারা মানব স্থূলাদি-দেহত্রয়বিবর্জিত হইয়া ব্রহ্মরূপে সম্পন্ন হইতে পারেন॥ ২৪॥

অনন্তর দেহত্রয় স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইতেছে।—এই স্থূলদেহ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চীকৃত মহাভূত হইতে সম্ভূত হয়, ইহা সমস্ত কর্ম্মের ভোগভূমি এবং জরা-ব্যাধিসংযুক্ত। এই দেহ মায়া-কল্পিত, সুতরাং মিথ্যা বলিয়া স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়। হে নগেশ্বর। ইহাই আত্মরূপিণী আমার স্থূল উপাধি বলিয়া জানিবে ২৫-২৬॥

পণ্ডিতগণ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ এবং মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ পদার্থকে সূক্ষ্মদেহ বলিয়া থাকেন, ইহা অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন, ইহাই আত্মার সূক্ষ্মদেহ এবং দ্বিতীয় উপাধি, ইহা দ্বারা আত্মার সুখাদি-জ্ঞান হইয়া থাকে॥ ২৭-২৮॥

অনাদ্যনির্ব্বাচ্যমিদমজ্ঞানন্তু তৃতীয়কঃ।
দেহোঽয়মাত্মনো ভাতি কারণাত্মা নগেশ্বর।
উপাধিবিলয়ে জাতে কেবলাত্মাবশিষ্যতে॥ ২৯॥
দেহত্রয়ে পঞ্চকোশা অন্তঃস্থাঃ সন্তি সর্ব্বদা।
পঞ্চকোশপরিত্যাগে ব্রহ্মপুচ্ছং হি লভ্যতে॥ ৩০॥
নেতি নেতীত্যাদিবাক্যৈর্ম্মম রূপং যদুচ্যতে॥ ১॥
ন জায়তে ম্রিয়তে তৎ কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ন ভবিতা কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো,
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ৩২॥
হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ ৩৩॥

হে নগেশ্বর! অনাদি অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞান আত্মার তৃতীয় দেহ, ইহাকে কারণদেহ বলে, ইহাও আত্মার উপাধি। এই উপাধি সকল বিলয় পাইলে কেবলমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন॥ ২৯॥

এই পূর্ব্বোক্ত দেহত্রয়াভ্যন্তরেই অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় এই পঞ্চ কোশ অন্তর্ভূত আছে, এই পঞ্চকোশ পরিত্যাগ করিতে পারিলে ব্রহ্মলাভ হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মই আমার স্বরূপ, ইহাই শ্রুতিতে "নেতি নেতি" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে অর্থাৎ দৃশ্য শ্রব্যাদি যাহা কিছু, তৎসমস্তই আত্মা নহে, এইরূপে নিষেধের অবধি-স্বরূপে আত্মা নিরূপিত হইয়াছেন॥ ৩০-৩১॥

এই পরব্রহ্মের কথনও জন্ম বা বিনাশ হয় না এবং ইনি উৎপন্ন হইয়া বিদ্যমান থাকেন না; কিন্তু সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছেন, কারণ, ইনি অজ, নিত্য, সনাতন ও পুরাতন. এই শরীর বিনষ্ট হইলেও ইনি কদাচ বিনষ্ট হন না॥ ৩২॥

যিনি কোন ব্যক্তিকে হত করিয়া "আত্মা হন্তা" ইহা মনে করেন এবং যিনি হত হইয়া "আত্মা হত হইয়াছেন," এই প্রকার মনে করেন, তাঁহারা উভয়েই প্রকৃত তত্ত্বের অনভিজ্ঞ, কারণ, আত্মা কখনই কাহারও বধ করার কর্ত্তা হইতে পারেন না এবং কখন বধ্যও হইতে পারেন না॥ ৩৩॥

অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ানাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো, ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমস্য ॥ ৩৪ ॥
আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিস্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগহমেব চ ॥ ৩৫ ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৩৬ ॥
যস্ত্ববিদ্বান্ ভবতি চামনস্কশ্চ সদাঽশুচিঃ।
ন তৎ পদমবাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদাশুচিঃ।
স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে ॥ ৩৮ ॥
বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি মদীয়ং যৎ পরং পদম্। ৩৯ ॥

এই আত্মা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর এবং মহান্ হইতে মহত্তর, ইনি বুদ্ধিরূপ গুহাতে নিহিত আছেন অর্থাৎ একমাত্র বুদ্ধিগম্য পদার্থ। যিনি চিত্তশুদ্ধি-সম্পন্ন এবং সংকল্পবিকল্পরহিত, তিনিই তাঁহার মহিমা অবগত হইতে পারেন এবং ইঁহাকে জানিয়া শোকরহিত হয়েন ॥ ৩৪ ॥

এই আত্মা রথী, শরীর রথ, বুদ্ধি সারথি, মন মুখরজ্জু (লাগাম) এবং ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব বলিয়া জানিবে। এই ইন্দ্রিয়-অশ্বগণের বিষয় সকলই গন্তব্যমার্গ। মনীষিগণ আত্মা অর্থাৎ চিদাভাস, ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত কূটস্থ পুরুষকেই ভোক্তা বা রথী বলিয়া থাকেন ॥ ৩৫-৩৬ ॥

যে পুরুষ অবিবেকী, অসংযতেন্দ্রিয় এবং সর্ব্বদা সৎকর্ম্মবিরহিত, সে ব্যক্তি পরমাত্মপদ প্রাপ্ত হইতে পারে না, পরন্তু জন্মাদিরূপ সংসার প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

যিনি বিবেকী, সংযতেন্দ্রিয় এবং সৎকর্ম্মশালী, তিনি সেই আত্মপদ প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহার আর সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না ॥ ৩৮ ॥

বিবেকজ্ঞান যাঁহার সারথি এবং মন যাহার প্রগ্রহ (মুখরজ্জু) অর্থাৎ মনোরজ্জু দ্বারা যিনি বিষয়-অশ্বকে সংবদ্ধ করিয়াছেন, তিনি এই সংসার-সমুদ্রের পরপারে গমন করিয়া আমার সচ্চিদানন্দরূপ পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারেন ॥ ৩৯ ॥

ইত্থং শ্রুত্যা চ মত্যা চ নিশ্চিত্যাত্মানমাত্মনা।
ভাবয়েন্মামাত্মরূপাং নিদিধ্যাসনতোঽপি চ ॥ ৪০ ॥
যোগবৃত্তেঃ পুরা স্বস্মিন্ ভাবয়েদক্ষরত্রয়ম্।
দেবীপ্রণবসংজ্ঞস্য ধ্যানার্থং মন্ত্রবাচ্যয়োঃ ॥ ৪১ ॥
হকারঃ স্থূলদেহঃ স্যাদ্রকারঃ সূক্ষ্মদেহকঃ।
ঈকারঃ কারণাত্মাসৌ হ্রীঙ্কারোঽহং তুরীয়কম্ ॥ ৪২ ॥
এবং সমষ্টিদেহেঽপি জ্ঞাত্বা বীজত্রয়ং ক্রমাৎ।
সমষ্টিব্যষ্ট্যোরেকত্বং ভাবয়েন্মতিমান্নরঃ ॥ ৪৩ ॥
সমাধিকালাৎ পূর্ব্বন্তু ভাবয়িত্বৈবমাদৃতঃ।
ততো ধ্যায়েন্নিলীনাক্ষো দেবীং মাং জগদীশ্বরীম্ ॥ ৪৪ ॥
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ।
নিবৃত্তবিষয়াকাঙ্ক্ষো বীতদোষো বিমৎসরঃ ॥ ৪৫ ॥
ভক্ত্যা নির্ব্যাজয়া যুক্তো গুহায়াং নিঃস্বনে স্থলে।
হকারং বিশ্বমাত্মানং রকারে প্রবিলাপয়েৎ ॥ ৪৬ ॥

এই প্রকারে বেদান্তশ্রবণ এবং শ্রুতিবাক্যের মনন দ্বারা সংশয়বিপর্য্যাস-রহিতভাবে আত্মাকে পরোক্ষরূপে জানিয়া সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত একাগ্র-চিত্তে অন্তঃকরণের দ্বারা আত্মরূপিণী আমাকে ভাবনা করিবে ॥ ৪০ ॥

এই প্রকার ভাবনার অভ্যাস দ্বারা যখন চিত্ত সমাধিতে উপযুক্ত হইবে, সেই কালে নিজের শরীরে মায়াবীজ ও তাহার বাচ্য বিষয়কে ধ্যান করার নিমিত্ত মায়াবীজের অক্ষরত্রয়কে বক্ষ্যমাণরূপে ভাবনা করিবে ॥ ৪১ ॥

হকার স্থূলদেহ, রকার সূক্ষ্মদেহ, ঈকার কারণদেহ এবং তুরীয় ব্রহ্ম-রূপিণী আমিই বিন্দুরূপে অবস্থিতি করিতেছি ॥ ৪২ ॥

এই প্রকারে ব্যষ্টিদেহে অক্ষরত্রয়ের চিন্তা করিয়া সমষ্টি-দেহেও যথা-ক্রমে পূর্ব্বোক্ত অক্ষরত্রয়ের চিন্তা করিবে। অনন্তর মতিমান ব্যক্তি সমষ্টি ও ব্যষ্টির অর্থাৎ এই স্থূলপিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের একত্ব ভাবনা করিবে॥ ৪৩ ॥

সমাধির পূর্ব্বে যত্ন পূর্ব্বক এই প্রকার ভাবনা করিয়া লোচনদ্বয় নিমীলিত করত দ্যোতনশীলা জগদীশ্বরী আমাকে ধ্যান করিবে ॥ ৪৪ ॥

সমস্ত বিষয়বাসনা হইতে নিরাকাঙ্ক্ষ, ক্রোধাদিদোষপরিশূন্য এবং মৎ-সরবিহীন হইয়া প্রাণায়ামের অভ্যাস দ্বারা নাসাভ্যন্তরবর্ত্তী প্রাণ ও অপান বায়ুর সমতা সম্পাদন পূর্ব্বক অকপট ভক্তি সহকারে নিঃস্বন স্থানে বৈখা-

রকারং তৈজসং দেবমীকারে প্রবিলাপয়েৎ।
ঈকারং প্রাজ্ঞমাত্মানং হ্রীঙ্কারে প্রবিলাপয়েৎ ॥ ৪৭ ॥
বাচ্যবাচকতাহীনং দ্বৈতভাববিবর্জ্জিতম্।
অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং ভাবয়েত্তচ্ছিখান্তরে ॥ ৪৮ ॥
ইতি ধ্যানেন মাং রাজন্ সাক্ষাৎকৃত্য নরোত্তমঃ।
মদ্রূপ এব ভবতি দ্বয়োরপ্যেকতা যতঃ ॥ ৪৯ ॥
যোগযুক্ত্যানয়া দৃষ্ট্বা মামাত্মানং পরাৎপরম্।
অজ্ঞানস্য সকার্য্যস্য তৎক্ষণে নাশকো ভবেৎ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীদেবীগীতায়াং মোক্ষজ্ঞানোৎপত্তি-বর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

হিমালয় উবাচ।

যোগং বদ মহেশানি! সাঙ্গং সংবিৎপ্রদায়কম্।
কৃতেন যেন যোগ্যোঽহং ভবেয়ং তত্ত্বদর্শনে ॥ ১ ॥

নরাত্মক হকারবাচ্য স্থূলদেহকে যকারবাচ্য সূক্ষ্মদেহে বিলীন করিবে। অনন্তর তৈজসাত্মক রকারবাচ্য সূক্ষ্মদেহকে ঈকারবাচ্য কারণদেহে বিলীন করিয়া প্রাজ্ঞাত্মক ঈকারবাচ্য কারণদেহকে হ্রীঙ্কারে বিলীন করিবে। পরে বাচ্য-বাচকভাববিহীন, দ্বৈতবর্জ্জিত, অখণ্ড, সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে চৈতন্যাগ্নি দীপশিখার মধ্যে ভাবনা করিবে॥ ৪৫ ৪৮ ॥

হে গিরিরাজ! নরোত্তম ব্যক্তি এইরূপ ধ্যান দ্বারা আমার সাক্ষাৎকার করত জীবব্রহ্মের একতাজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া মৎস্বরূপতা লাভ করিয়া থাকেন এবং পূর্ব্বোক্ত যোগানুষ্ঠান দ্বারা পরাৎপরা আত্মরূপিণী আমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান ও তদীয় কার্য্যাবলীর বিনাশ করিয়া থাকেন ॥ ৪৯-৫০ ॥

হিমালয় বলিলেন, মহেশ্বরি! যে যোগ দ্বারা ব্রহ্মলাভ করিতে পারা যায়, সর্ব্বাঙ্গসমন্বিত সেই যোগের বিষয় কীর্ত্তন করুন। আমি তাদৃশ যোগের অনুষ্ঠান করত তত্ত্বদর্শনের অধিকারী হইব ॥ ১ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

ন যোগো নভসঃ পৃষ্ঠে ন ভূমৌ ন রসাতলে।
ঐক্যং জীবাত্মনোরাহুর্যোগং যোগবিশারদাঃ ॥ ২ ॥
তৎপ্রত্যূহাঃ ষডাখ্যাতা যোগবিঘ্নকরানঘ।
কামক্রোধৌ লোভমোহৌ মদমাৎসর্য্যসংজ্ঞকৌ ॥ ৩ ॥
যোগাঙ্গৈরেব ভিত্ত্বা তান্ যোগিনো যোগমাপ্নুয়ুঃ।
যমং নিয়মমাসনপ্রাণায়ামৌ ততঃ পরম্ ॥ ৪ ॥
প্রত্যাহারং ধারণাখ্যং ধ্যানং সার্দ্ধং সমাধিনা।
অষ্টাঙ্গান্যাহুরেতানি যোগিনাং যোগসাধনে ॥ ৫ ॥
অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং দয়ার্জ্জবম্।
ক্ষমা ধৃতির্মিতাহারঃ শৌচং চেতি যমা দশ ॥ ৬ ॥
তপঃ সন্তোষ আস্তিক্যং দানং দেবস্য পূজনম্।
সিদ্ধান্তশ্রবণঞ্চৈব হ্রীর্মতিশ্চ জপো হুতম্।
দশৈতে নিয়মাঃ প্রোক্তা ময়া পর্ব্বতনায়ক ॥ ৭ ॥

দেবী বলিলেন, আকাশতল, ভূমিতল বা পাতালাদি স্থান বিশেষে যোগ থাকে না, যোগবিশারদগণ জীবাত্মা আর পরমাত্মার অভেদবিষয়ক চিত্তবৃত্তি-কেই যোগ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

হে অনঘ! কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য্য এই ছয়টি যোগের শত্রু, ইহারা যোগের বিঘ্নসাধন করে ॥ ৩ ॥

অতএব যোগিগণ বক্ষ্যমাণ যোগাঙ্গের দ্বারা উল্লিখিত যোগ-শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া যোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি এই আটটিকে যোগাঙ্গ বলে, ইহারাই যোগীর যোগসাধনে সহায় ॥ ৪-৫ ॥

অহিংসা, সত্য, চৌর্য্যমাত্রাভাব, ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, ঋজুতা, ক্ষমা, ধৃতি (সর্ব্বস্ব বিনাশ হইলেও ধীরতা) পরিমিতাহার এবং শৌচ এই দশটিকে যম বলে ॥ ৬ ॥

হে পর্ব্বত-প্রবর! তপস্যা, সন্তোষ, আস্তিক্য (বেদ, দেব, দ্বিজ ও গুরুতে বিশ্বাস), দান, দেবতাপূজা, বেদান্তবাক্য-শ্রবণ, হ্রী (অকার্য্যকরণে লজ্জা), মতি (সৎকর্ম্ম ও সৎশাস্ত্রবিষয়ে জ্ঞান), জপ এবং নিত্য হোমাদি এই দশটিকে নিয়ম বলে ॥ ৭ ॥

পদ্মাসনং স্বস্তিকঞ্চ ভদ্রং বজ্রাসনং তথা।
বীরাসনমিতি প্রোক্তং ক্রমাদাসনপঞ্চকম্॥ ৮॥
উর্ব্বোরুপরি বিন্যস্য সম্যক্ পাদতলে শুভে॥ ৯॥
অঙ্গুষ্ঠৌ চ নিবধ্নীয়াদ্ধস্তাভ্যাং ব্যুৎক্রমাত্ততঃ।
পদ্মাসনমিতি প্রোক্তং যোগিনাং হৃদয়ঙ্গমম্॥ ১০॥
জানূর্ব্বোরন্তরে সম্যক্ কৃত্বা পাদতলে শুভে।
ঋজুকায়ো বিশেদ্‌যোগী স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষতে॥ ১১॥
সীবন্যাঃ পার্শ্বয়োর্ন্যস্য গুল্‌ফযুগ্মং সুনিশ্চিতম্।
বৃষণাধঃ পাদপার্ষ্ণী পাণিভ্যাং পরিবন্ধয়েৎ॥ ১২॥
ভদ্রাসনমিতি প্রোক্তং যোগিভিঃ পরিপূজিতম।
উর্ব্বোঃ পাদৌ ক্রমান্ন্যস্য জান্বোঃ প্রত্যঙ্মুখাঙ্গুলী॥ ১৩॥
করৌ বিদধ্যাদাখ্যাতং বজ্রাসনমনুত্তমম্।
একং পাদমধঃ কৃত্বা বিন্যস্যৈকং তথোত্তরে।
ঋজুকায়ো বিশেদ্‌যোগী বীরাসনমিতীরিতম্॥ ১৪॥

পদ্মাসন, স্বস্তিক, ভদ্র, বজ্রাসন ও বীরাসন এই পাঁচটিকে আসন বলে॥৮॥

পদতলদ্বয় উরুদ্বয়ের উপরিভাগে সম্যক্‌রূপে বিন্যস্ত করিয়া দক্ষিণহস্ত দক্ষিণপার্শ্ব দিয়া পৃষ্ঠবেষ্টন পূর্ব্বক বামপার্শ্বে আনিয়া দক্ষিণপদের অঙ্গুষ্ঠ ধারণ এবং বামহস্ত বামপার্শ্ব দিয়া পৃষ্ঠবেষ্টন পূর্ব্বক দক্ষিণপার্শ্বে আনিয়া বামপদের অঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিয়া উপবেশনের নাম পদ্মাসন। এই আসন যোগিগণের অতি প্রিয়॥ ৯-১০॥

জানু ও উরুর অভ্যন্তরে পদতলদ্বয় সম্যক্‌ভাবে সংস্থাপন করত সরলভাবে সুখে উপবেশন করাকে স্বস্তিকাসন কহে॥ ১১॥

অণ্ডাধঃস্থিত শিরার উভয় পার্শ্বে গুল্‌ফদ্বয় (পায়ের দুই গোড়ালি) উত্তমরূপে স্থাপিত করিয়া দুই হস্ত দ্বারা অণ্ডকোষের অধোভাগে পাদদ্বয়ের পার্ষ্ণিভাগ দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া উপবেশনের নাম ভদ্রাসন। যোগিগণ এই আসনের বিশেষ আদর করিয়া থাকেন। পাদদ্বয় যথাক্রমে উরুদ্বয়ের উপরে বিন্যস্ত করিয়া জানুদ্বয়ের নিম্নভাগে অঙ্গুলী স্থাপন পূর্ব্বক করদ্বয় স্থাপন করিয়া উপবেশন করাকে বজ্রাসন কহে। যোগিগণ এক উরুর অধোভাগে এক পদ এবং অন্য উরুর অধোভাগে অন্য পদ স্থাপন পূর্ব্বক সরলকায়ে যে উপবেশন করেন, তাহাকে বীরাসন কহে॥ ১২-১৪॥

ইড়য়া কর্ষয়েদ্বায়ুং বাহ্যং ষোড়শমাত্রয়া ॥ ১৫ ॥
ধারয়েৎ পূরিতং যোগী চতুঃষষ্ট্যা তু মাত্রয়া।
সুষুম্নামধ্যগং সম্যগ্ দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া শনৈঃ ॥ ১৬ ॥
নাড্যা পিঙ্গলয়া চৈব রেচয়েদ্‌যোগবিত্তমঃ।
প্রাণায়ামমিমং প্রাহুর্যোগশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥ ১৭ ॥
ভূয়ো ভূয়ঃ ক্রমাত্তস্য বাহ্যমেবং সমাচরেৎ।
মাত্রাবৃদ্ধিঃ ক্রমেণৈব সম্যগ্ দ্বাদশ ষোড়শ ॥ ১৮ ॥
জপধ্যানাদিভিঃ সার্দ্ধং সগর্ভং তং বিদুর্বুধাঃ।
তদপেতং বিগর্ভঞ্চ প্রাণায়ামং পরে বিদুঃ ॥ ১৯ ॥
ক্রমাদভ্যস্যতঃ পুংসো দেহে স্বেদোদ্গমোঽধমঃ।
মধ্যমঃ কম্পসংযুক্তো ভূমিত্যাগঃ পরো মতঃ।
উত্তমস্য গুণাবাপ্তির্যাবচ্ছীলনমিষ্যতে ॥ ২০ ॥

যোগবিৎ ব্যক্তি প্রথমতঃ ষোড়শবার প্রণব উচ্চারণ করিয়া ইড়া অর্থাৎ বামনাসিকা দ্বারা বাহ্যবায়ুর আকর্ষণ করিবেন, তৎপরে চতুঃষষ্টিবার প্রণব উচ্চারণকাল পর্য্যন্ত ঐ আকৃষ্ট বায়ু ধারণ করিয়া কুম্ভক করিবেন, তৎপরে দ্বাত্রিংশদ্বার প্রণব উচ্চারণ করিয়া দক্ষিণনাসাপুট দ্বারা ক্রমে রেচন করিবেন। যোগশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ ইহাকেই প্রাণায়াম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ॥ ১৫-১৭ ॥

এই প্রকারে পুনঃ পুনঃ বাহ্যবায়ু গ্রহণ পূর্ব্বক পূরক ও রেচকাত্মক প্রাণায়ামের অভ্যাস করিবে এবং ক্রমে প্রণবোচ্চারণের সংখ্যারও বৃদ্ধি করিবে। এই প্রাণায়াম প্রথমতঃ দ্বাদশবার, তৎপরে ষোড়শবার, ক্রমে আরও অধিকবার করিবে ॥ ১৮ ॥

সগর্ভ ও বিগর্ভভেদে প্রাণায়াম দুই প্রকার। ইষ্টমন্ত্র জপধ্যানাদি পূর্ব্বক যে প্রাণায়াম করা হয়, তাহার নাম সগর্ভ আর ইষ্টমন্ত্রের জপধ্যানাদি-বিরহিত প্রাণায়ামকে বিগর্ভ বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করেন ॥ ১৯ ॥

এই প্রকারে ক্রমে প্রাণায়ামের অভ্যাস করিতে করিতে দেহে ঘর্ম্মোদ্গম হইলে সেই প্রাণায়ামকে অধম, কম্প সমুৎপন্ন হইলে মধ্যম এবং যে প্রাণায়ামে সাধক ভূমিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হন, তাহাকে উত্তম বলিয়া জানিবে। যাবৎ পর্য্যন্ত উত্তম প্রাণায়ামের ফললাভ না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত প্রাণায়ামের অনুশীলন করিবে ॥ ২০ ॥

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষু নিরর্গলম্।
বলাদাহরণং তেভ্যঃ প্রত্যাহারোঽভিধীয়তে ২১ ॥
অঙ্গুষ্ঠগুল্ফজানূরুমূলাধারলিঙ্গনাভিষু।
হৃদ্‌গ্রীবাকণ্ঠদেশেষু লম্বিকায়াং ততো নসি ॥ ২২ ॥
ভ্রূমধ্যে মস্তকে মূর্দ্ধ্নি দ্বাদশান্তে যথাবিধি।
ধারণং প্রাণমরুতো ধারণেতি নিগদ্যতে ॥ ২৩
সমাহিতেন মনসা চৈতন্যান্তরবর্ত্তিনা।
আত্মন্যভীষ্টদেবানাং ধ্যানং ধ্যানমিহোচ্যতে ॥ ২৪
সমত্বভাবনা নিত্যং জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
সমাধিমাহুর্ম্মুনয়ঃ প্রোক্তমষ্টাঙ্গলক্ষণম্ ॥ ২৫ ॥
ইদানীং কথয়ে তেঽহং মন্ত্রযোগমনুত্তমম্ ॥ ২৬।
বিশ্বং শরীরমিত্যুক্তং পঞ্চভূতাত্মকং নগ।
চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিতেজোভির্জীবব্রহ্মৈক্যরূপকম্ ॥ ২৭ ॥
তিস্রঃ কোট্যস্তদর্দ্ধেন শরীরে নাড়য়ো মতাঃ।
তাসু মুখ্যা দশ প্রোক্তাস্তাভ্যস্তিস্রো ব্যবস্থিতাঃ ॥ ২৮।

ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয়ে সর্ব্বদাই অবাধিতভাবে বিচরণ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করাকে প্রত্যাহার বলে ॥২১॥

অঙ্গুষ্ঠ, গুল্ফ, জানু, উরু, মূলাধার, লিঙ্গ, নাভি, হৃদয়, গ্রীবা, কণ্ঠ, লম্বিকা, নাসিকা, ভ্রূমধ্য, মস্তক, মূর্দ্ধা (ব্রহ্মরন্ধ্র) এবং দ্বাদশান্ত স্থানে যথাবিধি প্রাণবায়ুকে নিরুদ্ধ করিয়া রাখার নাম ধারণা ॥ ২২-২৩ ॥

প্রথমতঃ ধ্যানের দ্বারা অন্তঃকরণকে চৈতন্যবর্ত্তী অর্থাৎ আত্মসংস্থ করিয়া তাহাতে অভীষ্টদেবের চিন্তার নাম ধ্যান ॥ ২৪ ॥

মুনিগণ জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য ভাবনা অর্থাৎ অভেদ-ভাবনাকে সমাধি কহেন। এই পর্য্যন্ত অষ্টাঙ্গলক্ষণ যোগ কথিত হইল, এক্ষণে অত্যুৎকৃষ্ট মন্ত্রযোগের বিষয় তোমার নিকট বলিতেছি ॥ ২৫-২৬ ॥

হে গিরে! ব্যষ্টি-সমষ্টির একতা নিবন্ধন এই শরীরই বিশ্ব বা ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া উক্ত হয়, ইহা পঞ্চভূতাত্মক এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিযুক্ত, ইহাতেই জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

এই শরীরে সার্দ্ধত্রিকোটি নাড়ী অবস্থিত আছে, তন্মধ্যে দশটি প্রধান, আবার এই দশটির মধ্যে তিনটি অতিশয় প্রধান, এই তিনটির মধ্যে

প্রধানা মেরুদণ্ডস্থা চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপিণী।
ইড়া বামে স্থিতা নাড়ী শুভ্রা তু চন্দ্ররূপিণী
শক্তিরূপা তু সা নাড়ী সাক্ষাদমৃতবিগ্রহা
দক্ষিণে যা পিঙ্গলাখ্যা পুংরূপা সূর্য্যবিগ্রহা।
সর্ব্বতেজোময়ী সা তু সুষুম্না বহ্নিরূপিণী ॥ ৩০ ॥
তস্যা মধ্যে বিচিত্রাখ্যে ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াত্মকম্।
মধ্যে স্বয়ম্ভূলিঙ্গন্তু কোটিসূর্য্যসমপ্রভম্ ॥ ৩১ ॥
তদূর্দ্ধং মায়াবীজন্তু হরাত্মা বিন্দুনাদকম্ ॥ ৩২ ॥
তদূর্দ্ধন্তু শিখাকারা কুণ্ডলী রক্তবিগ্রহা।
দেব্যাত্মিকা তু সা প্রোক্তা মদভিন্না নগাধিপ ॥ ৩৩ ॥
তদ্বাহ্যে হেমরূপাভং বাদিসান্তচতুর্দ্দলম্।
দ্রুতহেমসমপ্রখ্যং পদ্মং তত্র বিচিন্তয়েৎ।
মূলমাধারষট্কানাং মূলাধারং ততো বিদুঃ ॥ ৩৪ ॥
তদূর্দ্ধে অনলপ্রখ্যং ষড়্দলং হীরকপ্রভম্।
বাদিলান্তষড়্বর্ণেন স্বাধিষ্ঠানমনুত্তমম্ ॥ ৩৫ ॥

যেটি প্রধান, তাহার নাম সুষুম্না। চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিরূপিণী এই নাড়ী মেরুদণ্ডের মধ্যভাগে অবস্থিতা হইয়া মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। ইহার বামভাগে শুভ্রবর্ণ চন্দ্ররূপিণী শক্তিরূপা অমৃতময়ী ইড়ানাড়ী অবস্থিতা এবং ইহার দক্ষিণভাগে পুংস্বরূপিণী সূর্য্যস্বরূপা পিঙ্গলা নাড়ী অবস্থিতা রহিয়াছে। উল্লিখিত বহ্নিপ্রধান সুষুম্না নাড়ী সর্ব্বতেজোময়ী। ইহার মধ্যদেশস্থিত চিত্রাখ্যা নাড়ীর অভ্যন্তরে ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াত্মক, কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী স্বয়ম্ভূলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁহার উপরিভাগে হকার, রেফ, ঈকার ও বিন্দুনাদাত্মক মায়াবীজ অবস্থিত আছে ॥ ২৮-৩২ ॥

তাহার ঊর্দ্ধভাগে দীপশিখাকৃতি রক্তবর্ণা দেবীরূপিণী কুণ্ডলিনী শক্তি বিরাজিতা আছেন। হে নগেশ্বর। ইনি আমার সহিত অভিন্না ॥ ৩৩ ॥

তাহার বহিঃপ্রদেশে পীতবর্ণ, গলিত-স্বর্ণসমদ্যুতি পদ্মের চিন্তা করিবে। এই পদ্ম চতুর্দ্দল, ইহার দল হইতে ব, শ, ষ, স, এই চারিটি বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। এই পদ্ম ষট্পদ্মের মূল বলিয়া ইহাকে মূলাধার-পদ্ম বলে ॥ ৩৪ ॥

তাহার ঊর্দ্ধপ্রদেশে অনলসদৃশদ্যুতি, ষড়্দল, হীরকবৎ, প্রভাবিশিষ্ট অত্যুত্তম স্বাধিষ্ঠানপদ্ম অবস্থিত আছে। এই পদ্ম ব, ভ, ম, য, র, ল, এই

স্বশব্দেন পরং লিঙ্গং স্বাধিষ্ঠানং ততো বিদুঃ॥ ৩৬॥
তদূর্দ্ধং নাভিদেশে তু মণিপূরং মহাপ্রভম্।
মেঘাভং বিদ্যুদাভঞ্চ বহুতেজোময়ং ততঃ॥ ৩৭॥
মণিভিন্নস্থ তৎপদ্মং মণিপদ্মং তথোচ্যতে।
দশভিশ্চ দলৈর্যুক্তং ডাদিফান্তাক্ষরান্বিতম্।
বিষ্ণুনাধিষ্ঠিতং পদ্মং বিষ্ণ্বালোকনকারণম্॥ ৩৮॥
তদূর্দ্ধেঽনাহতং পদ্মমুদ্যদাদিত্যসন্নিভম্॥ ৩৯॥
কাদিঠান্তদলৈরর্কপত্রৈশ্চ সমধিষ্ঠিতম।
তন্মধ্যে বাণলিঙ্গন্তু সূর্য্যাযুতসমপ্রভম্॥ ৪০॥
শব্দব্রহ্মময়ং শব্দানাহতং তত্র দৃশ্যতে।
অনাহতাখ্যং তৎপদ্মং মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতম।
আনন্দসদনং তত্তু পুরুষাধিষ্ঠিতং পরম॥ ৪১॥
তদূর্দ্ধন্তু বিশুদ্ধাখ্যং দলষোড়শপঙ্কজম্॥ ৪২॥

বর্ণ ও ষড়্দলবিশিষ্ট। স্ব শব্দে পরলিঙ্গ বুঝায়, তাঁহার অধিষ্ঠান স্থান বলিয়া পণ্ডিতগণ ইহাকে স্বাধিষ্ঠানপদ্ম বলেন॥ ৩৫-৩৬॥

তদূর্দ্ধপ্রদেশে নাভিস্থানে বিদ্যুদ্বিলসিত মেঘের ন্যায় প্রভা ও প্রভূত তেজোবিশিষ্ট দশদলযুক্ত মণিপুর-নামক মহাকান্তিশালী পদ্ম প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহার দশদলে ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, এই দশটি বর্ণ বিরাজমান আছে। এই পদ্ম মণির ন্যায় বিকসিত অর্থাৎ শোভাশালী, এই নিমিত্ত ইহাকে মণিপদ্ম বলে। এই পদ্ম বিষ্ণুদ্বারা অধিষ্ঠিত, ইহার ধ্যান করিলে বিষ্ণুর সাক্ষাৎকারলাভ হয়॥ ৩৭-৩৮॥

এই পদ্মের ঊর্দ্ধভাগে সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট অনাহতপদ্ম প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, এই দ্বাদশ বর্ণযুক্ত, দ্বাদশ দল এবং দ্বাদশপত্রসমন্বিত। ইহার মধ্যপ্রদেশে অযুত সূর্য্যের ন্যায় প্রভা সম্পন্ন বাণলিঙ্গ বিরাজমান আছেন॥ ৩৯ ৪০॥

অনাহত হইয়াই অর্থাৎ কোন তাড়না ব্যতীতই ইহা হইতে শব্দ-ব্রহ্মের উৎপত্তি হয় বলিয়া মুনিগণ ইহাকে অনাহত-পদ্ম বলিয়া থাকেন। এই পদ্ম আনন্দধাম, ইহাতে রুদ্ররূপী পুরুষ বিদ্যমান আছেন॥ ৪১॥

তাহার ঊর্দ্ধভাগে ষোড়শদল-সমন্বিত, ধূম্রবর্ণ, মহাপ্রভাবিশিষ্ট বিশুদ্ধ-নামক পদ্ম অবস্থিত আছে, ইহার ষোড়শ দলে অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ,

স্বরৈঃ ষোড়শভির্যুক্তং ধূম্রবর্ণং মহাপ্রভম্।
বিশুদ্ধং তনুতে যস্মাজ্জীবস্য হংসলোকনাৎ।
বিশুদ্ধং পদ্মমাখ্যাতং আকাশাখ্যং মহাদ্ভুতম্ ॥ ৪৩ ॥
আজ্ঞাচক্রং তদূর্দ্ধে তু আত্মনাধিষ্ঠিতং পরম্ ॥ ৪৪ ॥
আজ্ঞাসংক্রমণং তত্র তেনাজ্ঞেতি প্রকীর্ত্তিতম্।
দ্বিদলং হক্ষসংযুক্তং পদ্মং তৎ সুমনোহরম্ ॥ ৪৫ ॥
কৈলাসাখ্যং তদূর্দ্ধস্থ রোধিনীতি তদদ্ধতঃ।
এবং ত্বাধারচক্রাণি প্রোক্তানি তব সুব্রত ॥ ৪৬ ॥
সংস্রাবযুতং বিন্দুস্থানং তদূর্দ্ধমীরিতম্।
ইত্যেতৎ কথিতং সর্ব্বং যোগমার্গমনুত্তমম ॥ ৪৭ ॥
আদৌ পূরকযোগেনাপ্যাধারে যোজয়েন্মনঃ।
গুদমেঢ্রান্তরে শক্তিস্তামাকুঞ্চ্য প্রবোধয়েৎ ॥ ৪৮ ॥

ঃ, . এ, ঐ, ও ঔ, অং, অঃ এই ষোড়শ বর্ণ বিরাজমান রহিয়াছে। এই পদ্মে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদে সাক্ষাৎকার হয়, তখন জীব বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত ইহাকে বিশুদ্ধ-পদ্ম বলে। এই মহাদ্ভুত পদ্ম আকাশ নামে অভিহিত হইয়াছে ॥ ৪২-৪৩ ॥

তাহার ঊর্দ্ধপ্রদেশে অর্থাৎ ভ্রূমধ্যে হ, ক্ষ এই বর্ণদ্বয়বিশিষ্ট, দ্বিদল-সমন্বিত, মনোহর আজ্ঞাচক্র সংস্থিত আছে। এই পদ্মে আত্মা অধিষ্ঠিত আছেন। ইহাতে নিহিতচিত্ত পুরুষের সমস্ত পদার্থের সাক্ষাৎকার হওয়ায় ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান পদার্থের জ্ঞান হেতু আজ্ঞাসংক্রমণ হইয়া থাকে, অর্থাৎ "ইহার পর ইহাই তোমার কর্ত্তব্য" এই প্রকার পরমেশ্বরাজ্ঞার সংক্রমণ হয়, এই কারণে ইহাকে আজ্ঞাপদ্ম বলে ॥ ৪১-৪৫ ॥

তাহার ঊর্দ্ধদেশে কৈলাসচক্র, তদূর্দ্ধে রোধিনী-চক্র। হে সুব্রত ! এই আমি তোমার নিকট সমস্ত আধারচক্রের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৪৬ ॥

যোগিগণ বলিয়া থাকেন যে, তাহার ঊর্দ্ধভাগে সহস্রার চক্র, ইহা বিন্দুস্থান অর্থাৎ পরমাত্মার স্থান। হে গিরে! এই আমি তোমার নিকট সমস্ত অনুত্তম যোগমার্গ কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৪৭

এই সমস্ত জানিয়া পরে কি কর্ত্তব্য, তাহা বলিতেছি। প্রথমে পূরকা- প্রাণায়ামের দ্বারা আধারপদ্মে মনকে সংযোজিত করিবে, অনন্তর গুহ্য ও

লিঙ্গভেদক্রমেণৈব বিন্দুচক্রঞ্চ প্রাপয়েৎ।
শম্ভুনা তাং পরাং শক্তিমেকীভূতাং বিচিন্তয়েৎ ॥ ৪৯ ॥
তত্রোত্থিতামৃতং যত্তু দ্রুতলাক্ষারসোপমম্॥
পায়য়িত্বা তু তাং শক্তিং মায়াখ্যাং যোগসিদ্ধিদাম্ ॥ ৫০ ॥
ষট্‌চক্রদেবতাস্তত্র সন্তর্প্যামৃতধারয়া।
আনয়েত্তেন মার্গেণ মূলাধারং ততঃ সুধীঃ ॥ ৫১ ॥
এবমভ্যসমানস্যাপ্যহন্যহনি নিশ্চিতম্ ;
পূর্ব্বোক্তদূষিতা মন্ত্রাঃ সর্ব্বে সিধ্যন্তি নান্যথা ॥ ৫২ ॥
জরামরণদুঃখাদ্যৈর্মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ।
যে গুণাঃ সন্তি দেব্যা মে জগন্মাতুর্যথা তথা ॥ ৫৩ ॥
তে গুণাঃ সাধকবরে ভবন্ত্যেব ন চান্যথা।
ইত্যেবং কথিতং তাত বায়ুধারণমুত্তমম্ ॥ ৫৪ ॥

মেঢ্রের অভ্যন্তরে অর্থাৎ মূলাধারচক্রে বিদ্যমান কুণ্ডলিনী শক্তিকে মূলাধার-গত বায়ু দ্বারা আকুঞ্চিত করত প্রবোধিতা করিবে ॥ ৪৮ ॥

অনন্তর লিঙ্গভেদক্রমে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত চক্রস্থিত তেজোময় স্বয়ম্ভু প্রভৃতি লিঙ্গ সমূহের ভেদ করত সেই সেই পথে সেই কুণ্ডলিনী শক্তিকে সহস্রারস্থানে আনয়ন করিবে, তৎপরে সেই পরম শক্তিকে সহস্রারস্থিত শম্ভুর সহিত একীভূতারূপে চিন্তা করিবে ॥ ৪৯ ॥

অনন্তর শিবশক্তির সঙ্গম বশতঃ গলিত লাক্ষারসের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট যে অমৃত উত্থিত হয়, সেই আনন্দস্বরূপ অমৃত দ্বারা যোগসিদ্ধিকরী মায়ানাম্নী কুণ্ডলিনী শক্তিকে পরিতৃপ্ত করিবে এবং ষট্‌চক্রস্থিত দেবসমূহকে সেই অমৃত-ধারা দ্বারা সন্তর্পিত করিয়া অনন্তর পূর্ব্বোক্ত পথে উক্ত শক্তিকে মূলাধার-পদ্মে আনয়ন করিবে ॥ ৫০ ৫১ ॥

যিনি প্রত্যেক দিন এই প্রকার যোগের অভ্যাস করেন, তাঁহার সম্বন্ধে ছিন্নাদি-দোষদূষিত মন্ত্র সকল সিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহাতে অন্যথা নাই এবং তদ্দ্বারা জরামরণাদিদুঃখসঙ্কুল সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়। পরন্তু জগন্মাতা আমাতে যে সমস্ত গুণ বিদ্যমান আছে, এতাদৃশ সাধকের হস্তেও সেই সমস্ত গুণই বিরাজ করিতে থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৎস! এই আমি তোমার নিকট অত্যুত্তম বায়ুধারণযোগ কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৫২-৫৪ ॥

ইদানীং ধারণাখ্যন্তু শৃণুষ্বাবহিতো মম।
দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্নদেব্যাং চেতো বিধায় চ।
তন্ময়ো ভবতি ক্ষিপ্রং জীবব্রহ্মৈক্যযোজনাৎ॥ ৫৫॥
অথবা সমলং চেতো যদি ক্ষিপ্রং ন সিধ্যতি।
তদাবয়বযোগেন যোগী যোগান্ সমভ্যসেৎ॥ ৫৬॥
মদীয়হস্তপাদাদাবঙ্গে তু মধুরে নগ।
চিত্তং সংস্থাপয়েন্মন্ত্রী স্থানস্থানজয়াৎ পুনঃ ৫৭॥
বিশুদ্ধচিত্তঃ সর্ব্বস্মিন্ রূপে সংস্থাপয়েন্মনঃ॥ ৫৮॥
যাবন্মনোলয়ং যাতি দেব্যাং সংবিদি পর্ব্বত।
তাবদিষ্টমন্ত্রং মন্ত্রী জপহোমৈঃ সমভ্যসেৎ॥ ৫৯
মন্ত্রাভ্যাসেন যোগেন জ্ঞেয়জ্ঞানায় কল্পতে।
ন যোগেন বিনা মন্ত্রো ন মন্ত্রেণ বিনা হি সঃ।
দ্বয়োরভ্যাসযোগো হি ব্রহ্মসংসিদ্ধিকারণম্॥ ৬০॥
তমঃ-পরিবৃতে গেহে ঘটো দীপেন দৃশ্যতে।
এবং মায়াবৃতো হ্যাত্মা মনুনা গোচরীকৃতঃ। ৬১॥

এক্ষণে অবহিত হইয়া আমার নিকট চিত্তধারণাখ্য যোগ শ্রবণ কর। দিক্, কাল ও দেশাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্না দেবীমূর্ত্তিতে চিত্ত নিহিত করিয়া থাকিতে পারিলেই জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান হইয়া থাকে, তখন সাধক ব্রহ্মময় হইয়া যান। আর যদি চিত্ত রজস্তমোমল দ্বারা অবিশুদ্ধ থাকে, তবে শীঘ্র যোগসিদ্ধি হইতে পারে না। তাহা হইলে মন্ত্রযোগপরায়ণ ব্যক্তি কোন অবয়বে ধারণা করত যোগাভ্যাস করিবে অর্থাৎ আমার হস্তপাদাদি কোন এক মনোহর অঙ্গে চিত্ত সংস্থাপিত করিয়া ঐ এক এক স্থান জয় করত চিত্তের বিশুদ্ধতা সম্পাদিত হইলে আমার সর্ব্বস্বরূপ রূপে মনকে সংস্থাপিত করিবে। হে নগেন্দ্র! যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মরূপিণী আমাতে চিত্তের লয় না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত মন্ত্রযোগপরায়ণ সাধক জপ ও হোমের দ্বারা ইষ্টমন্ত্র সাধনাভ্যাস করিবে॥ ৫৫-৫৯॥

মন্ত্রাভ্যাসযোগ অর্থাৎ মন্ত্রযোগ দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান সম্পাদিত হইয়া থাকে। যোগ ভিন্ন মন্ত্র সিদ্ধ হয় না, আবার মন্ত্র ভিন্নও যোগ সিদ্ধ হয় না, কিন্তু মন্ত্র ও যোগ এই দুইয়ের অভ্যাসই ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ॥ ৬০॥

অন্ধকার দ্বারা আবৃত গৃহমধ্য-স্থিত ঘট যেমন প্রদীপ দ্বারা দৃষ্ট হয়, সেই

ইতি যোগবিধিঃ কৃৎস্নঃ সাঙ্গঃ প্রোক্তো ময়াধুনা।
গুরূপদেশতো জ্ঞেয়ো নান্যথা শাস্ত্রকোটিভিঃ ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীদেবীগীতায়াং যোগমন্ত্রসিদ্ধিপ্রকারবর্ণনং
নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীদেব্যুবাচ।

ত্যাদিযোগযুক্তাত্মা ধ্যায়েন্মাং ব্রহ্মরূপিণীম্।
ভক্ত্যা নির্ব্যাজয়া রাজন্নাসনে সমুপস্থিতঃ ॥ ১ ॥
আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরং নাম মহৎ পদম্।
অত্রৈতৎ সর্ব্বমর্পিতমেজৎ প্রাণন্নিমিষচ্চ যৎ ॥ ২ ॥

প্রকাব মায়া-পরিবৃত জীবাত্মাও মন্ত্র দ্বারা প্রকাশ পাইয়া থাকে অর্থাৎ মন্ত্র মায়ান্ধকার অন্তর্হিত করিয়া আমার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেয়। ৬১।

এই আমি তোমাব নিকট অঙ্গের সহিত সমস্ত যোগবিধি কীর্ত্তন করিলাম, ইহা গুরুর নিকট উপদিষ্ট হইয়া জানিতে হয়, নতুবা কোটি শাস্ত্র দ্বারাও যথার্থভাবে ইহা লাভ করিতে পারা যায় না। ৬২।

দেবী বলিলেন, গিরিরাজ! যোগিগণ এইরূপে যোগসম্পন্ন হইয়া পূর্ব্বোক্ত আসনে উপবেশন পূর্ব্বক অকপট ভক্তি সহকারে ব্রহ্মরূপিণী আমাকে ধ্যান করিবে। ১॥

এক্ষণে ব্রহ্মস্বরূপ বলিতেছি, শ্রবণ কর।—এই ব্রহ্ম আমি অর্থাৎ প্রকাশমান বস্তু, অতি সমীপবর্ত্তী ও গুহাচর অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক হইয়াও কেবলমাত্র বুদ্ধিরূপ গুহাতেই ইহাঁর উপলব্ধি হয়, ইনি যোগাদি সাধনগম্য, এই ব্রহ্মেই আকাশাদি সমস্ত পদার্থ কল্পিত হইয়া থাকে, ইহাঁতেই পক্ষী প্রভৃতি, মনুষ্যাদি ও নিমেষাদিক্রিয়াবান্ সমস্ত পদার্থ সংস্থাপিত আছে ॥ ২ ॥

এতজ্জানথ সদসদ্বরেণ্যং,
পরং বিজ্ঞানাদ্‌যদ্বরিষ্ঠং প্রজানাম্‌ ।
যদর্চ্চিমদযদণুভ্যোঽণু চ,
যস্মিঁল্লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ ॥ ৩ ॥

তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদু বাঙ্মনঃ।
তদেতৎ সত্যমমৃতন্তদ্বোদ্ধব্যং সৌম্য বিদ্ধি ॥ ৪ ॥

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং, শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত।
আযম্য তদ্ভাগবতেন চেতসা,
লক্ষ্যন্তদেবাক্ষরং সৌম্য বিদ্ধি ॥ ৫ ॥

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বোদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥ ৬ ॥

হে দেবগণ! আমার এই ব্রহ্মরূপ অবগত হও, যাহা মায়া ও জগৎ এই উভয় হইতেই শ্রেষ্ঠ, লোকের জ্ঞানাতীত ও বাপক অর্থাৎ সকল-বুদ্ধিগম্য নহে, যাহা সূর্য্যাদি-তেজেরও প্রকাশ করিয়া থাকেন, অতএব সূর্য্যাদি তেজ হইতেও অতিশয় দীপ্তিশালী এবং অণু হইতে ও অণুতর অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম, যাঁহাতে ভূরাদি লোক ও তত্তল্লোকবাসী জনেরা অবস্থিত রহিয়াছে, সেই অক্ষর (অবিনাশী) পদার্থই ব্রহ্ম, তিনিই প্রাণ ও বাঙ্মনঃস্বরূপ, তিনিই সত্য ও অমৃতস্বরূপ। হে সৌম্য! মনঃ-শর দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিবে অর্থাৎ তাঁহাতে মনঃসমাধান করিবে ॥ ৩-৪।

হে সৌম্য! তাঁহাকে বিদ্ধ করিবার উপায় বলিতেছি। উপনিষদ্ শাস্ত্র-জ্ঞানরূপ মহাস্ত্র শরাসন গ্রহণ করিয়া তাহাতে সতত অভিধ্যানাদি উপাসনা দ্বারা নিশিত শরসন্ধান এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয় হইতে বিনিবর্ত্তনরূপ আকর্ষণপূর্ব্বক তদ্গতচিত্তে সেই ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিবে ॥ ৫ ॥

যে ধনুরাদির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই বিশেষরূপে বলিতেছি,—পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যবেধবিষয়ে ওঙ্কার বা দেবী-প্রণবই ধনু, যেমন লক্ষ্যে শরপ্রবেশবিষয়ে ধনুই কারণ, সেই প্রকার চিত্তরূপ লক্ষ্যে প্রবেশ সম্বন্ধে প্রণবই কারণ, প্রণবের অভ্যাস করিতে করিতে তদ্দ্বারা সংস্কৃত হইয়া প্রণবকে অবলম্বন পূর্ব্বক অপ্রতিবন্ধভাবে ব্রহ্মে অবস্থিতি করিতে পারা যায়। আর আত্মা অর্থাৎ অন্তঃকরণই শর। যেমন শরলক্ষ্যকে বিদ্ধ করে, সেই প্রকার

যস্মিন্ দ্যৌশ্চ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ
তমেবৈকং জানথাত্মানমন্যা, বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ ॥৭॥

অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ।
স এষোঽন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ ॥ ৮ ॥

ওমিত্যেবং ধ্যায়থাত্মানং স্বস্তি বঃ
পারায় তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯ ॥

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদযস্যৈষ মহিমা ভুবি।
দিব্যে ব্রহ্মপুরে ব্যোম্নি আত্মা সম্প্রতিষ্ঠিতঃ।

অন্তঃকরণই আত্মাকে বিদ্ধ করে, এই নিমিত্ত অন্তঃকরণকে শর বলা হইল, আর এই স্থলে ব্রহ্মই লক্ষ্য বস্তু, সাধক অপ্রমত্ত-চিত্তে এই লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিবেন। তাহা হইলেই বাণ যেমন লক্ষ্যভেদ করিয়া তাহার সহিত একাত্মতা প্রাপ্ত হয়, তেমনি সাধকও ব্রহ্মের সহিত ঐকাত্ম্য প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ॥ ৬ ॥

সেই ব্রহ্ম-পদার্থ অতীব দুর্লক্ষ্য বস্তু, এই কারণে সুন্দররূপে লক্ষ্য করার নিমিত্ত পুনর্ব্বার বলিতেছেন। যাঁহাতে স্বর্গ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সহিত মন অবস্থিত আছে, তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া জান হে দেবগণ। ইহাঁকে জানিয়া অন্য অপরবিদ্যারূপ বাক্য পরিত্যাগ কর। এই ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তির সেতু অর্থাৎ সংসারসাগর-তারণের হেতু ॥ ৭ ॥

যেমন রথ-নাভিতে সমর্পিত অরসকল মিলিত হইয়া তাহাতে প্রবেশ করে, সেইরূপ যে হৃদয়ে নাড়ী সমূহ প্রবিষ্ট হইয়াছে, সেই হৃদয়মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষীভূত আত্মা বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা বহুরূপে সম্পন্ন হইয়া বিরাজ করেন ॥ ৮ ॥

ওঙ্কারকে অবলম্বন করিয়া যথোক্ত প্রকারে সেই আত্মাকে চিন্তা কর। সংসার-সাগরের পরপারপ্রাপ্তি-বিষয়ে তোমাদের নির্ব্বিঘ্ন হউক, তোমরা অবিদ্যাবিরহিত ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হও ॥ ৯ ॥

সেই ব্রহ্ম যে স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাহা শ্রবণ কর। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, যিনি সর্ব্ববিৎ, যাঁহার জগৎস্রষ্টাদিরূপ বিভূতি পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, সেই আত্মা প্রকাশশালী হৃদয়-পুণ্ডরীকে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উপলব্ধ হয়েন। সেই আত্মা মনোবৃত্তিদ্বারা বিভাবিত হয়েন, তাই তাঁহাকে মনোময় বলে।

মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা, প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়।
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥ ১০ ॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ ১১ ॥
হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্যদাত্মবিদোবিদুঃ ॥ ১২ ॥
ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং,
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং,
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ ১৩ ॥
ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ ব্রহ্মপশ্চাদব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বং বরিষ্ঠম্ ॥ ১৪ ॥

ইনি প্রাণ ও শরীরের নেতা, ইনি অন্নময় হৃদয়পিণ্ডে বুদ্ধিকে সমবস্থিত করিয়া প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। বিবেকী ব্যক্তি তাঁহাকে পূর্ণরূপে জানিতে পারেন। তিনি আনন্দরূপ অর্থাৎ দুঃখ দ্বারা অসংস্পৃষ্টস্বরূপ এবং অবিনাশী-রূপে প্রকাশ পাইতেছেন ॥ ১০ ॥

এক্ষণে আত্মজ্ঞানের ফল বলিতেছি। সেই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলে হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ চৈতন্য ও অহঙ্কারের তাদাত্ম্যভাব নষ্ট হইয়া যায় সমস্ত জ্ঞেয়-বস্তু-বিষয়ক সন্দেহ বিদূরিত হয় এবং প্রারব্ধ ব্যতীত অন্য সমস্ত কর্ম্মই বিনষ্ট হইয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত বিষয়ই আবার সংক্ষেপে বলিতেছেন।—এই ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময় পরকোশে, অর্থাৎ আনন্দময় কোশে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইনি সত্ত্বাদি-গুণত্রয়-রহিত, নিষ্কল অর্থাৎ মায়াবিরহিত এবং স্বচ্ছ বস্তু, ইনি সর্ব্বপ্রকাশক সূর্য্যাদিরও প্রকাশক। আত্মবিদগণ মহৎ আয়াস দ্বারা ইহাকে জানিয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

সেই ব্রহ্মকে সূর্য্য প্রকাশিত করিতে পারেন না এবং চন্দ্র, তারা, বিদ্যুৎ বা অগ্নিও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। অধিক আর কি বলিব. এই সমস্ত জগৎ স্বপ্রকাশ সেই আত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই প্রকাশ পায়, তাঁহার প্রকাশ দ্বারাই সমস্ত প্রকাশিত হয় ॥ ১৩ ॥

এই অমৃত ব্রহ্মই, অগ্র, পশ্চাৎ, দক্ষিণ, উত্তর, অধ এবং উর্দ্ধভাগে অবস্থিত রহিয়াছেন, অধিক আর কি বলিব, এই সমস্ত জগৎই ব্রহ্মময় জানিবে ॥ ১৪ ॥

এতাদৃগনুভবো যস্য স কৃতার্থো নরোত্তমঃ।
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ॥ ১৫ ॥
দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং রাজংস্তদভাবাদ্বিভেতি ন।
ন তদ্বিয়োগো মেঽপ্যস্তি মদ্বিয়োগোঽপি তস্য ন ॥ ১৬ ॥
অহমেব স সোঽহং বৈ নিশ্চিতং বিদ্ধি পর্ব্বত।
মদ্দর্শনন্তু তত্র স্যাদ্যত্র জ্ঞানী স্থিতো মম ॥ ১৭ ॥
নাহং তীর্থে ন কৈলাসে বৈকুণ্ঠে বা ন কর্হিচিৎ।
বসামি কিন্তু মজ্‌জ্ঞানিহৃদয়াম্ভোজমধ্যমে ॥ ১৮ ॥
মৎপূজাকোটিফলদং সকৃন্মজ্‌জ্ঞানিনোঽর্চ্চনম্।
কুলং পবিত্রং তস্যাস্তি জননী কৃতকৃত্যকা।
বিশ্বম্ভরা পুণ্যবতী চিল্লয়ো যস্য চেতসঃ ॥ ১৯ ॥
ব্রহ্মজ্ঞানস্থ যৎ পৃষ্টং ত্বয়া পর্ব্বতসত্তম।
কথিতং তন্ময়া সর্ব্বং নাতো বক্তব্যমস্তি হি ॥ ২০ ॥

হে গিরে! যে নরবর এই প্রকার অনুভব করিতে পারেন, তিনিই কৃতার্থ ব্যক্তি, সেই ব্রহ্মস্বরূপ প্রসন্নস্বভাব পুরুষ শোক ও বিষয়াকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্য হয়েন ॥ ১৫ ॥

হে গিরিরাজ! দ্বৈতভাবই ভয়ের কারণ, দ্বৈতভাবের অপগম হইলে আর সংসারভয় থাকে না। অদ্বৈতভাবাপন্ন ব্যক্তির সহিত কখনই আমি বিযুক্ত হই না, এবং তিনিও আমার সহিত বিযুক্ত হয়েন না ॥ ১৬ ॥

হে গিরে! তুমি নিশ্চয় জানিও যে, আমিই সেই জ্ঞানী ব্যক্তি এবং সেই জ্ঞানী ব্যক্তিই আমি। যেখানেই জ্ঞানী অবস্থিতি করুন না কেন, সেই খানেই আমার দর্শন লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

আমি তীর্থে অবস্থান করি না, আমি কৈলাসে অবস্থিতি করি না এবং বৈকুণ্ঠেও অবস্থিতি করি না, আমি কেবলমাত্র মৎপরায়ণ জ্ঞানী জনের হৃৎপদ্মমধ্যেই বসতি করিয়া থাকি ॥ ১৮ ॥

যে ব্যক্তি মন্নিষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তির একবারমাত্র পূজা করে, সেই ব্যক্তি মদীয় পূজার কোটিগুণ ফল প্রাপ্ত হয়। যাঁহার চিত্ত চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মে বিলীন হইয়াছে, তাঁহার বংশ পবিত্র এবং তাঁহার জননী কৃতকৃত্যা হইয়া থাকে ও পৃথিবী তদ্দ্বারা পুণ্যশালিনী হয় ॥ ১৯ ॥

হে পর্ব্বতবর! তুমি ব্রহ্মজ্ঞানবিষয়ে আমার নিকট যাহা কিছু প্রশ্ন

ইদং জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় ভক্তিযুক্তায় শীলিনে।
শিষ্যায় চ যথোক্তায় বক্তব্যং নান্যথা ক্বচিৎ॥ ২১॥
যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ ২২॥
যেনোপদিষ্টা বিদ্যেয়ং স এব পরমেশ্বরঃ।
যস্যায়ং সুকৃতং কর্ত্তুমসমর্থস্ততো ঋণী॥ ২৩॥
পিত্রোরপ্যধিকঃ প্রোক্তো ব্রহ্মজন্মপ্রদায়কঃ।
পিতৃজাতং জন্ম নষ্টং নেত্থং জাতং কদাচন॥ ২৪॥
তস্মৈ ন দ্রুহ্যেদিত্যাদিনিগমোঽপ্যবদৎপরম্॥ ২৫॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রস্য সিদ্ধান্তে ব্রহ্মদাতা গুরুঃ পরঃ।
শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন শঙ্করঃ॥ ২৬॥

করিয়াছিলে, তৎসমস্তই আমি তোমার নিকট বলিলাম, এই বিষয়ে অতঃপর আর কিছু বক্তব্য নাই॥ ২০॥

এই ব্রহ্মবিদ্যা ভক্তিযুক্ত ও সৎ-স্বভাবান্বিত জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং শাস্ত্রোক্ত লক্ষণযুক্ত শিষ্যকেই প্রদান করিবে, কদাচ ইহার অন্যথা করিবে না। অর্থাৎ অসৎ শিষ্যকে প্রদান করিবে না॥ ২১॥

যাঁহার ইষ্টদেবের প্রতি পরমা ভক্তি থাকে এবং ইষ্টদেবতা-নির্বিশেষে গুরুর প্রতিও যাহার অচলা ভক্তি থাকে, মহাত্মগণ তাঁহার নিকটই এই ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশ করিবেন॥ ২২॥

যিনি এই ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করেন, তিনি সাক্ষাৎ পরমেশ্বরস্বরূপ, যে শিষ্য এতাদৃশ গুরুর উপকার করিতে সমর্থ নয়, সে যাবজ্জীবনই তাঁহার নিকট ঋণী থাকে॥ ২৩॥

যিনি ব্রহ্মরূপে সম্পন্ন করিয়া দেন, সেই ব্রহ্মজন্মদাতা গুরু পিতা-মাতা হইতেও অধিকতর পূজ্য, কারণ, পিতৃজাত জন্ম মৃত্যু হইলেই বিনষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু ব্রহ্মরূপে জন্ম কখনই বিনাশ পায় না॥ ২৪॥

হে গিরে! শ্রুতিও এই বিষয়ে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মদাতা গুরুর কার্য্য স্মরণ করিয়া কখনই তাঁহার অনিষ্ট করিবে না॥ ২৫॥

অতএব শাস্ত্রসিদ্ধান্তানুসারে ব্রহ্মদাতা গুরুই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ, শিব রুষ্ট হইলে গুরু কৃপা পূর্ব্বক শিবের রোষ অপনয়ন করত ত্রাণ করিতে পারেন, কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে শিব কখনই তাহার পরিত্রাণ করিতে সমর্থ

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন শ্রীগুরুং তোষয়েন্নগ।
কায়েন মনসা বাচা সর্ব্বদা তৎপরো ভবেৎ।
অন্যথা তু কৃতঘ্নঃ স্যাৎ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ॥ ২৭॥
ইন্দ্রেণাথর্ব্বণায়োক্তা শিরশ্ছেদপ্রতিজ্ঞয়া।
অশ্বিভ্যাং কথনে তস্য শিরশ্ছিন্নঞ্চ বজ্রিণা॥ ২৮॥
অশ্বীয়ং তচ্ছিরো নষ্টং দৃষ্ট্বা বৈদ্যৌ সুরোত্তমৌ।
পুনঃ সংযোজিতং স্বীয়ং তাভ্যাং মুনিশিরস্তদা॥ ২৯॥

নহেন। হে নগেন্দ্র! অতএব কায়, মন ও বাক্যে সর্ব্বদাই অতিযত্নে শ্রীগুরুর সন্তোষসাধন করিবে এবং সর্ব্বদা গুরুপরায়ণ হইয়া থাকিবে। ইহার অন্যথাকারীকে কৃতঘ্ন বলে। কৃতঘ্ন ব্যক্তির কদাপি নিষ্কৃতি নাই॥ ২৬-২৭॥

গুরুবাক্যলঙ্ঘনকারী ব্যক্তির যে প্রকার দুর্গতি হইয়া থাকে, তৎপ্রদর্শনের নিমিত্ত একটি উপাখ্যান বলিতেছেন।—দধ্যঙ নামক এক আথর্ব্বণ মুনি ইন্দ্রের সমীপে গমন করিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, আপনি আমাকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করুন। ইন্দ্র বলিলেন, আমি তোমাকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিব, কিন্তু তুমি যদি এই বিদ্যা অন্য কাহাকেও প্রদান কর, তাহা হইলে আমি তোমার মস্তকচ্ছেদন করিব। তিনি তাহা স্বীকার করিলে ইন্দ্র তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা দিলেন। অনন্তর কিছু কাল অতীত হইলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় সেই মুনির নিকট আগমন করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা প্রার্থনা করিলেন। মুনি বলিলেন, আমি যদি তোমাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করি, তাহা হইলে ইন্দ্র আমার শিরশ্ছেদন করিবেন। তৎশ্রবণে অশ্বিনীকুমারদ্বয় বলিলেন, আপনার এই মস্তকচ্ছেদন করিয়া অন্যত্র স্থাপনপূর্ব্বক আপনার দেহে অশ্বের মস্তক সংযোজিত করিয়া দেই, এই অশ্বীয় মস্তক দ্বারা আপনি আমাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দান করুন। যখন ইন্দ্র আপনার শিরশ্ছেদন করিবেন, তখন আমরা আপনার এই মস্তক পুনরায় সংযোজিত করিয়া দিব। অশ্বিনীকুমারদ্বয় এই প্রকার বলিলে সেই মুনি তাঁহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিলেন। তখন ইন্দ্র আসিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলে অশ্বিনীকুমার তাঁহার নিজ মস্তক তদীয় দেহে সংযোজিত করিয়া দিলেন। এই উপাখ্যান সর্ব্ববেদে প্রসিদ্ধ আছে॥ ২৮-২৯॥

ইতি সঙ্কটসম্পাদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা নগাধিপ।
লব্ধা যেন স ধন্যঃ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভূধর ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীদেবীগীতায়াং জগদম্বায়াঃ স্বমুখেনাত্মতত্ত্ববর্ণনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

হিমালয় উবাচ।

স্বীয়াং ভক্তিং বদস্বাম্ব। যেন জ্ঞানং সুখেন হি
জায়েত মনুজস্যাস্য মধ্যমস্যাবিরাগিণঃ ॥ ১ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

মার্গাস্ত্রয়ো ম বিখ্যাতা মোক্ষপ্রাপ্তৌ নগাধিপ।
কর্ম্মযোগো জ্ঞানযোগো ভক্তিযোগশ্চ সত্তম ॥ ২ ॥
ত্রয়াণামপ্যয়ং যোগ্যঃ কর্ত্তুং শক্যোঽস্তি সর্ব্বথা।
সুলভত্বান্মানসত্বাৎ কায়চিত্তাদ্যপীডনাৎ ॥ ৩ ॥
গুণভেদান্মনুষ্যাণাং সা ভক্তিস্ত্রিবিধা মতা ॥ ৪ ॥

হে নগেন্দ্র। এইরূপ দুর্লভ ব্রহ্মবিদ্যা যে ব্যক্তি প্রাপ্ত হন, তিনি ধন্য ও কৃতকৃত্য হয়েন ॥ ৩০ ॥

হিমালয় বলিলেন, হে মাতঃ। অবিরাগী মধ্যম অধিকারী মনুষ্যের যাহাতে সুখে জ্ঞানলাভ হইতে পারে, এক্ষণে আপনি সেই স্বীয় ভক্তিযোগ বলুন ॥ ১ ॥

দেবী বলিলেন, হে নগেন্দ্র। মুক্তিপ্রাপ্তির পক্ষে তিনটি পথ কথিত হইয়া থাকে,—কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ ॥ ২ ॥

উক্ত যোগত্রয়ের মধ্যে ভক্তিযোগই অনায়াসসাধ্য, কারণ এই যোগ দ্রব্য-ব্যয় এবং শারিরীক আয়াস ব্যতীত কেবল মনোবৃত্তি দ্বারাই সম্পাদিত হইতে পারে, সুতরাং এই যোগই সুলভ জানিবে ॥ ৩ ॥

সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন প্রকার গুণভেদে মনুষ্যের ভক্তিও তিন প্রকার —সাত্ত্বিকী, রাজসিকী ও তামসিকী ॥ ৪ ॥

পরপীড়াং সমুদ্দিশ্য দম্ভং কৃত্বা পুরঃসরম্‌।
মাৎসর্য্যক্রোধযুক্তো যস্তস্য ভক্তিস্তু তামসী ॥ ৫ ॥
পরপীড়াদিরহিতঃ স্বকল্যাণার্থমেব চ।
নিত্যং সকামো হৃদয়ে যশোহর্থী ভোগলোলুপঃ ॥ ৬ ॥
তত্তৎফলসমাবাপ্ত্যৈ মামুপাস্তেঽতিভক্তিতঃ।
ভেদবুদ্ধ্যা তু মাং স্বস্মাদন্যাং জানাতি পামরঃ।
তস্য ভক্তিঃ সমাখ্যাতা নগাধিপ তু রাজসী ॥ ৭ ॥
পরমেশার্পণং কর্ম্ম পাপসংক্ষালনায় চ।
বেদোক্তত্বাদবশ্যন্তৎ কর্ত্তব্যন্তু ময়ানিশম্‌ ॥ ৮ ॥
ইতি নিশ্চিতবুদ্ধিস্তু ভেদবুদ্ধিমুপাশ্রিতঃ।
করোতি প্রীতয়ে কর্ম্ম ভক্তিঃ সা নগ সাত্ত্বিকী ॥ ৯ ॥
পরভক্তেঃ প্রাপিকেয়ং ভেদবুদ্ধ্যবলম্বনাৎ।
পূর্ব্বপ্রোক্তে হ্যুভে ভক্তী ন পরপ্রাপিকে মতে ॥ ১০ ॥

যে ব্যক্তি মাৎসর্য্য ও ক্রোধাদিযুক্ত হইয়া দম্ভ প্রকাশ পূর্ব্বক পরপীড়া উদ্দেশে আমার উপাসনা করে, তাহার ভক্তিকে তামসী বলিয়া জানিবে ॥ ৫ ।

যে ব্যক্তি পরপীড়াদি উদ্দেশ না করিয়া নিজের কল্যাণের নিমিত্ত সকাম-ভাবে যশঃপ্রার্থী ও ভোগলোলুপ হইয়া অভীপ্সিত ফলপ্রাপ্তির জন্য অতিভক্তি পূর্ব্বক আমার উপাসনা করে এবং নিজের অজ্ঞতাপ্রযুক্ত ভেদবুদ্ধি দ্বারা আমাকে নিজ আত্মা হইতে অন্যা বলিয়া মনে করে, হে নগেন্দ্র। তাহার ভক্তিকে রাজসী বলিয়া জানিবে ॥ ৬-৭ ॥

"পরমেশার্পিত কর্ম্ম পাপসংক্ষালন করিতে সমর্থ, ইহা বেদে প্রতিপাদিত হইয়াছে, অতএব আমার তাদৃশ কর্ম্ম অবশ্যই অনুষ্ঠেয়" এই প্রকার নিশ্চিত-বুদ্ধি হইয়া যে ব্যক্তি ভেদবুদ্ধি আশ্রয় পূর্ব্বক আমার প্রীতির জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান করে, হে নগ। তাহার ভক্তিকে সাত্ত্বিকী ভক্তি বলে ॥ ৮-৯ ॥

এই সাত্ত্বিকী ভক্তি পরপ্রেমরূপা এবং পর ভক্তির প্রাপিকা, কিন্তু ইহা নিজেই পরা ভক্তি নহে, কারণ, ইহাতে ভেদবুদ্ধি বর্ত্তমান রহিয়াছে। পরন্তু পূর্ব্বোক্ত তামসী ও রাজসী ভক্তি পরভক্তির প্রাপিকা নহে, অতএব তামসী, ও রাজসী ভক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইহাকেই আশ্রয় করিবে ॥ ১০ ॥

অধুনা পরভক্তিস্তু প্রোচ্যমানাং নিবোধ মে।
মদ্‌গুণশ্রবণং নিত্যং মম নামানুকীর্ত্তনম্‌॥ ১১॥
কল্যাণগুণবত্নানামাকরায়াং ময়ি স্থিরম্‌।
চেতসো বর্ত্তনঞ্চৈব তৈলধারাসমং সদা॥ ১২॥
হেতুস্তু তত্র কো বাপি ন কদাচিদ্‌ভবেদপি।
সামীপ্যসার্ষ্টিসাযুজ্যসালোক্যানাং ন চেষণা॥ ১৩॥
মৎসেবাতোঽধিকং কিঞ্চিন্নৈব জানাতি কর্হিচিৎ।
সেব্যসেবকতাভাবাত্তত্র মোক্ষং ন বাঞ্ছতি॥ ১৪॥
পরানুরক্ত্যা মামেব চিন্তয়েদ্‌যোহ্যতন্দ্রিতঃ।
স্বাভেদেনৈব মাং নিত্যং জানাতি ন বিভেদতঃ॥ ১৫॥
মদ্রূপত্বেন জীবানাং চিন্তনং কুরুতে তু যঃ।
যথা স্বস্যাত্মনি প্রীতিস্তথৈব চ পরাত্মনি॥ ১৬॥
চৈতন্যস্য সমানত্বাৎ ন ভেদং কুরুতে তু যঃ।
সর্ব্বত্র বর্ত্তমানাং মাং সর্ব্বরূপাঞ্চ সর্ব্বদা॥ ১৭॥

হে নগেন্দ্র! এক্ষণে আমি পরা ভক্তির বিষয় বলিতেছি, তুমি অবধান কর। যে ব্যক্তি নিয়তই আমার গুণ শ্রবণ ও আমার নাম কীর্ত্তন করে, যাহার মন কল্যাণ ও গুণরত্নের আকর, আমাতেই তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ভাবে সততই অবস্থিত থাকে, কিন্তু তাহাতে কোন প্রকার কারণ বা কোন ফল আকাঙ্ক্ষা করে না, এমন কি, সামীপ্য, সার্ষ্টি, সাযুজ্য ও সালোক্য মুক্তিরও কামনা করেন না, যে ব্যক্তি আমার সেবা অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট আর দ্বিতীয় জানে না, যে ব্যক্তি সেব্য ও সেবকভাব পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষ আকাঙ্ক্ষাও করে না, যে ব্যক্তি অতন্দ্রিত হইয়া পরানুরক্তিপূর্ব্বক আমারই চিন্তা করে এবং আমাকে নিজ হইতে ভিন্ন না করিয়া 'আমিই সচ্চিদানন্দরূপিণী ভগবতী" এই প্রকার জ্ঞান করে, যে ব্যক্তি সমস্ত জীবকে আমার স্বরূপ বলিয়া মনে করে এবং নিজ ও অন্যেতে সমপ্রীতিসম্পন্ন, যে ব্যক্তি চৈতন্যের সমানত্ব বশতঃ সর্ব্বত্র বিদ্যমানা সর্ব্বরূপিণী আমার সহিত সর্ব্বদাই সকল জীবের অভিন্নতা জ্ঞান করে, হে নগেশ্বর! যে ব্যক্তি ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ হেতু চণ্ডালাদি সমস্ত জীবকে নমস্কার ও পূজা করে এবং

নমতে যজতে চৈবাপ্যাচাণ্ডালান্তমীশ্বর।
ন কুত্রাপি দ্রোহবুদ্ধিং কুরুতে ভেদবর্জ্জনাৎ ॥ ১৮ ॥
মৎস্থান-দর্শনে শ্রদ্ধা মদ্ভক্তদর্শনে তথা।
মচ্ছাস্ত্র-শ্রবণে শ্রদ্ধা মন্ত্রতন্ত্রাদিষু প্রভো। ১৯ ॥
ময়ি প্রেমাকুলমতী রোমাঞ্চিততনুঃ সদা।
প্রেমাশ্রুজলপূর্ণাক্ষঃ কণ্ঠগদ্‌গদনিস্বনঃ ॥ ২০ ॥
অনন্যেনৈব ভাবেন পূজয়েদ্‌যো নগাধিপ।
মামীশ্বরীং জগদযোনিং সর্ব্বকারণকারণাম্ ॥ ২১ ॥
ব্রতানি মম দিব্যানি নিত্যনৈমিত্তিকান্যপি।
নিত্যং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ ॥ ২২ ॥
মদুৎসবদিদৃক্ষা চ মদুৎসবকৃতিস্তথা।
জায়তে যস্য নিয়তং স্বভাবাদেব ভূধর। ২৩ ॥
উচ্চৈর্গায়ংশ্চ নামানি মমৈব খলু নৃত্যতি।
অহঙ্কারাদিরহিতো দেহতাদাত্ম্যবর্জ্জিতম ॥ ২৪ ॥
প্রারব্ধেন যথা যচ্চ ক্রিয়তে তত্তথা ভবেৎ।
ন মে চিন্তাস্তি তত্রাপি দেহসংরক্ষণাদিষু ॥ ২৫ ॥

কুত্রাপি যাহার দ্রোহবুদ্ধি নাই, যে ব্যক্তি আমার স্থান দর্শনে, আমার ভক্তগণের দর্শনে, মদীয় শাস্ত্র-শ্রবণে এবং আমার মন্ত্রাদি বিষয়ে শ্রদ্ধাসম্পন্ন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি প্রেমপরিপূর্ণবুদ্ধি, সুতরাং আমার কথা শুনিলেই রোমাঞ্চিতশরীর হয় এবং প্রেমাশ্রু দ্বারা যাহার নয়ন পরিপূর্ণ ও গদগদ-শব্দে কণ্ঠ অবরুদ্ধ হয়, হে নগাধিপতে! যে ব্যক্তি অনন্যভাবে জগদ্যোনি সর্ব্বকারণকারণ পরমেশ্বরী আমাকে পূজা করিয়া থাকে, যে ব্যক্তি বিত্তশাঠ্য না করিয়া অর্থাৎ বিত্তানুসারে ভক্তিপূর্ব্বক আমার নিত্য-নৈমিত্তিক দিব্য ব্রতের অনুষ্ঠান করে, হে ভূধর! যাহার স্বভাবতই মদীয় উৎসব দর্শনে এবং আমার উৎসব করণে ইচ্ছা থাকে, যে ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে আমার নাম গান করিতে করিতে নৃত্য করে, যে ব্যক্তি অহঙ্কারাদি বিবর্জ্জিত এবং দেহাভিমানপরিশূন্য, যে ব্যক্তি সমস্তই প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারে হয়, ইহা জানিয়া আমার চিন্তা ব্যতীত দেহরক্ষাদি

ইতি ভক্তিস্তু যা প্রোক্তা পরা ভক্তিস্তু সা স্মৃতা।
যস্যাং দেব্যতিরিক্তন্তু ন কিঞ্চিদপি ভাব্যতে ॥ ২৬॥
ইত্থং জাতা পরা ভক্তির্যস্য ভূধর তত্ত্বতঃ।
তদৈব তস্য চিন্মাত্রে মদ্রূপে বিলয়ো ভবেৎ ॥ ২৭
ভক্তেস্তু যা পরাকাষ্ঠা সৈব জ্ঞানং প্রকীর্ত্তিতম্।
বৈরাগ্যস্য চ সীমা সা জ্ঞানে তদুভয়ং যতঃ ॥ ২৮।
ভক্তৌ কৃতায়াং যস্যাপি প্রারব্ধবশতো নগ।
ন জায়তে মম জ্ঞানং মণিদ্বীপং স গচ্ছতি ॥ ২৯॥
তত্র গত্বাখিলান্ ভোগাননিচ্ছন্নপি চর্চ্ছতি।
তদন্তে মম চিদ্রূপজ্ঞানং সম্যগ্ ভবেন্নগ।
তেন মুক্তঃ সদৈব স্যাজ্জ্ঞানান্মুক্তির্ন চান্যথা॥ ৩০॥
ইহৈব যস্য জ্ঞানং স্যাদ্ধৃদ্গতপ্রত্যগাত্মনঃ॥ ৩১॥
মম সংবিৎপরতনোস্তস্য প্রাণা ব্রজন্তি ন।
ব্রহ্মৈব সংস্তদাপ্নোতি ব্রহ্মৈব ব্রহ্ম বেদ যঃ॥ ৩২॥

মনেও চিন্তা করে না, তাহার এতাদৃশী ভক্তিই পরা ভক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধা জানিবে। এতাদৃশী ভক্তির উদয় হইলে তাহার চিত্তে দেবী ভিন্ন অন্য আর কোন বিষয়েরই চিন্তা থাকে না। হে ভূধর! যাহার যথার্থরূপে এতাদৃশী ভক্তির উদয় হয়, সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ আমার চিন্মাত্ররূপে বিলীন হইয়া যায় ॥ ২১-২৭॥

যে হেতু জ্ঞান হইলে ভক্তি ও বৈরাগ্যের সম্পূর্ণতা হয়, অতএব বৈরাগ্য ও ভক্তির পরাকাষ্ঠার নামই জ্ঞান, ইহা কথিত হইয়াছে॥ ২৮॥

হে গিরে! যে ব্যক্তি ভক্তি করিয়া ও প্রারব্ধ কর্ম্মবশতঃ আমার জ্ঞানাধিকারী হয় না, সেই ব্যক্তি মণিদ্বীপে গমন করে॥ ২৯॥

হে পর্ব্বত! সেই স্থানে গমন করিয়া ইচ্ছা না করিলেও নানাপ্রকার ভোগ্যবস্তু প্রাপ্ত হয় এবং তদন্তে আমার চিদ্রূপ জ্ঞানলাভ করিয়া সেই জ্ঞান দ্বারা মুক্তি লাভ করে। জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুর দ্বারাই মুক্তিলাভ হয় না॥ ৩০॥

পরন্তু এই স্থানে থাকিয়াই যিনি সংবিৎস্বরূপ হৃদ্গত প্রত্যগাত্মার জ্ঞান-সাধন করিতে পারেন, তাঁহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না, এই শরীরেই বিলীন হইয়া যায়। তিনি ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইয়া যান, তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, "ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি ব্রহ্মরূপেই সম্পন্ন হয়েন" ॥ ৩১-৩২॥

কণ্ঠচামীকরসমমজ্ঞানাত্তু তিরোহিতম্।
জ্ঞানাদজ্ঞাননাশেন লব্ধমেব হি লভ্যতে ॥ ৩৩।
বিদিতাবিদিতাদন্যন্নগোত্তম বপুর্মম।
যথাদর্শে তথাত্মনি যথা জলে তথা পিতৃলোকে ॥ ৩৪
ছায়াতপৌ যথা স্বচ্ছৌ বিবিক্তৌ তদ্বদেব হি।
মম লোকে ভবেজ্জ্ঞানং দ্বৈতভানবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৩৫॥
যস্তু বৈরাগ্যবানেব জ্ঞানহীনো ম্রিয়েত চেৎ।
ব্রহ্মলোকে বসেন্নিত্যং যাবৎ কল্পং ততঃ পরম্। ৩৬॥
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে ভবেত্তস্য জনিঃ পুনঃ।
করোতি সাধনং পশ্চাত্ততো জ্ঞানং হি জায়তে ॥ ৩৭॥
অনেকজন্মভী রাজন্ জ্ঞানং স্যান্নৈকজন্মনা।
ততঃ সর্ব্বপ্রযত্নেন জ্ঞানার্থং যত্নমাশ্রয়েৎ ॥ ৩৮॥

যেমন কণ্ঠস্থ স্বর্ণই ভ্রম বশতঃ নষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, আবার ভ্রম-নিবৃত্তি হইয়া যখন তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন যেন অলব্ধ বস্তুই পাইলাম বলিয়া মনে হয়, সেই প্রকার চিরলব্ধ আত্মাও অজ্ঞান দ্বারা আবৃত থাকেন, অজ্ঞান-বিনাশ হইলে লব্ধ বস্তুকেই লাভ করিলাম বলিয়া মনে হয় ॥ ৩৩ ॥

হে নগসত্তম। আমার স্বরূপ তনু বিদিত ঘটাদি কার্য্য ও অবিদিত মায়া-রূপ হইতে ভিন্ন। যেমন আদর্শে প্রতিবিম্ব পতিত হয়, সেইরূপ এই দেহে আত্মার অনুভব হইয়া থাকে এবং যেমন জলে প্রতিবিম্ব পূর্ব্বাপেক্ষা বিবিক্ত-রূপে প্রকাশ পায় সেই প্রকার পিতৃলোকে দেহ হইতে বিবিক্তভাবে আত্মার অনুভব হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

যে প্রকার ছায়া ও আতপের ভেদ পরিস্ফুটরূপে লক্ষিত হয়, সেই প্রকার মণিদ্বীপে দ্বৈতভানবর্জ্জিত জ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

যে ব্যক্তি বৈরাগ্যশালী হইয়াও জ্ঞানহীন অবস্থায়ই প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তিনি প্রলয় পর্য্যন্ত ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া তৎপরে পবিত্র শ্রীমান্ ব্যক্তির গৃহে জন্ম লাভ করত সাধন করিয়া থাকেন এবং পশ্চাৎ জ্ঞান লাভ করেন ॥ ৩৬-৩৭ ॥

হে পর্ব্বতরাজ! অনেক জন্মের প্রযত্ন দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়, এক জন্মেই জ্ঞানলাভ হয় না, অতএব জ্ঞানলাভের নিমিত্ত অতিশয় যত্ন করিবে ॥ ৩৮ ॥

নোচেন্মহাবিনাশঃ স্যাজ্জন্মৈতদ্দুর্লভং পুনঃ।
তত্রাপি প্রথমে বর্ণে বেদপ্রাপ্তিশ্চ দুর্লভা ॥ ৩৯ ॥
শমাদিষট কসম্পত্তির্যোগসিদ্ধিস্তথৈব চ।
তথোত্তমগুরুপ্রাপ্তিঃ সর্ব্বমেবাত্র দুর্লভম্ ॥ ৪০ ॥
তথেন্দ্রিয়াণাং পটুতা সংস্কৃতত্বং তনোস্তথা।
অনেকজন্মপুণ্যৈস্তু মোক্ষেচ্ছা জায়তে ততঃ ॥ ৪১ ॥
সাধনে সফলেঽপ্যেবং জায়মানেঽপি যো নরঃ।
জ্ঞানার্থং নৈব যততে তস্য জন্ম নিরর্থকম্ ॥ ৪২ ॥
তস্মাদ্রাজন্ যথাশক্ত্যা জ্ঞানার্থং যত্নমাশ্রয়েৎ।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলমাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥ ৪৩ ॥
ঘৃতমিব পয়সি নিগূঢ়ং, ভূতে ভূতে চ বসতি বিজ্ঞানম্।
সততং মন্থয়িতব্যং মনসা মন্থানভূতেন ॥ ৪৪ ॥

এই মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে না পারিলে জন্মটি বিনষ্ট হইল অর্থাৎ মিথ্যা হইল। কারণ, মনুষ্যজন্মই দুর্লভ, তাহাতে আবার প্রথম বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণবর্ণ হওয়া দুর্লভ, ব্রাহ্মণ হইয়াও বেদজ্ঞান অতিশয় দুর্লভ ॥ ৩৯ ॥

শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা এই ষট্সম্পত্তি, যোগসিদ্ধি ও উত্তম-গুরুপ্রাপ্তি ইহলোকে এই সমস্তই দুর্লভ জানিবে ॥ ৪০॥

ইন্দ্রিয়গণের পটুতা ও বেদোক্ত সংস্কার ইহাও দুর্লভ বস্তু। এই পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বিষয়লাভ হইলেও অনেকজন্মীয় সঞ্চিত পুণ্যবলে মোক্ষবিষয়ে ইচ্ছা হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

পূর্ব্বকথিত এই সমস্ত সাধন থাকিতেও যে মানব জ্ঞানলাভের নিমিত্ত যত্নবান্ হয় না, তাহার জন্ম নিরর্থক জানিবে ॥ ৪২ ॥

অতএব হে গিরিরাজ! জ্ঞানলাভের নিমিত্ত যথাশক্তি যত্ন করা কর্ত্তব্য। যিনি জ্ঞানলাভের নিমিত্ত যত্নশীল, তিনি ক্ষণে ক্ষণেই অশ্বমেধযজ্ঞের ফল নিশ্চিত প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৪৩ ॥

ঘৃত যেমন দুগ্ধের অভ্যন্তরে নিগূঢ়ভাবে থাকে, সেই প্রকার প্রত্যেক দেহেই ব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন, অতএব মনকে মন্থনদণ্ড করিয়া সেই বিজ্ঞান-ঘৃতকে সততই মন্থন করা কর্ত্তব্য! মন্থনদণ্ড দ্বারা যেমন দুগ্ধ হইতে ঘৃতকে পৃথক্ করে, তেমন মনোদ্বারা দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিতে হইবে ॥ ৪৪ ॥

জ্ঞানং লব্ধ্বা কৃতার্থঃ স্যাদিতি বেদান্ত-ডিণ্ডিমঃ।
সর্ব্বমুক্তং সমাসেন কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৪৫ ॥

ইতি দেবীগীতায়াং ভক্তি মাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

হিমালয় উবাচ।

কতি স্থানানি দেবেশি দ্রষ্টব্যানি মহীতলে।
মুখ্যানি চ পবিত্রাণি দেবীপ্রিয়তমানি চ ॥ ১ ॥
ব্রতান্যপি তথা যানি তুষ্টিদান্যুৎসবা অপি।
তৎসর্ব্বং বদ মে মাতঃ কৃতকৃত্যো যতো নরঃ ॥ ২ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

সর্ব্বং দৃশ্যং মম স্থানং সর্ব্বে কালা ব্রতাত্মকাঃ।
উৎসবাঃ সর্ব্বকালেষু যতোঽহং সর্ব্বরূপিণী ॥ ৩ ॥

জ্ঞানলাভ করিয়া মানব কৃতার্থ হয়, ইহা বেদান্তশাস্ত্র ডিণ্ডিমবাদ্যের ন্যায় সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতেছেন, অতএব জ্ঞানেরই আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। হে গিরীন্দ্র! আমি সংক্ষেপে সমস্তই তোমার নিকট বলিলাম, পুনর্ব্বার কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? ৪৫ ॥

হিমালয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেবেশি! এই অবনীতলে আপনার প্রিয়তম অতি পবিত্র মুখ্য ও দ্রষ্টব্য কতগুলি স্থান আছে, তাহা আমাকে বলুন ॥ ১ ॥

মাতঃ! যে সকল ব্রত ও উৎসবের অনুষ্ঠান করিলে মানবগণ কৃত-কৃত্য হয়, আপনার প্রীতিপ্রদ সেই সমস্ত ব্রত ও উৎসবের বিষয়ও কীর্ত্তন করুন ॥ ২ ॥

দেবী বলিলেন, হে নগেন্দ্র। যে হেতু, আমি সর্ব্বাধিষ্ঠানস্বরূপিণী, অতএব ভূমণ্ডলমধ্যে যত স্থান বিদ্যমান আছে, তৎসমস্তই আমার

তথাপি ভক্তবাৎসল্যাৎ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদথোচ্যতে।
শৃণুষ্বাবহিতো ভূত্বা নগরাজ বচো মম ॥ ৪ ॥
কোলাপুরং মহাস্থানং যত্র লক্ষ্মীঃ সদা স্থিতা।
মাতুঃ পুরং দ্বিতীয়ঞ্চ রেণুকাধিষ্ঠিতং পরম্ ॥ ৫ ॥
তুলজাপুরং তৃতীয়ং স্যাৎ সপ্তশৃঙ্গং তথৈব চ।
হিঙ্গুলায়া মহাস্থানং জ্বালামুখ্যাস্তথৈব চ ॥ ৬ ॥
শ কম্ভর্য্যাঃ পরং স্থানং ভ্রামর্য্যাঃ স্থানমুত্তমম্।
শ্রীরক্তদন্তিকাস্থানং দুর্গাস্থানং তথৈব চ ॥ ৭ ॥
বিন্ধ্যাচলনিবাসিন্যাঃ স্থানং সর্ব্বোত্তমোত্তমম্।
অন্নপূর্ণামহাস্থানং কাঞ্চীপুরমনুত্তমম্ ৮ ॥
ভীমাদেব্যাঃ পরং স্থানং বিমলাস্থানমেব চ।
শ্রীচন্দ্রলামহাস্থানং কৌশিকীস্থানমেব চ ॥ ৯ ॥
নীলাম্বায়াঃ পরং স্থানং নীলপর্ব্বতমস্তকে।
জাম্বুনদেশ্বরীস্থানং তথা শ্রীনগরং শুভম্ ॥ ১০ ॥

অধিষ্ঠানভূমি এবং আমি সর্ব্বকালময়ী, অতএব সমস্ত কালই আমার ব্রত ও উৎসবাত্মক, অতএব যখন যাহার অনুষ্ঠান করিবে, তৎসমস্তই আমার প্রীতি-প্রদ জানিবে। তথাপি ভক্তগণের বাৎসল্য বশতঃ কিছু কিছু নাম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর ॥ ৩-৪ ॥

দক্ষিণপ্রদেশে কোলাপুর নামক এক মহাস্থান আছে, সেখানে আমি লক্ষ্মীরূপে অবস্থিতা আছি। সহ্য নামক পর্ব্বতে মাতৃপুর নামক দ্বিতীয় স্থান, রেণুকাদেবী তথায় বাস করেন। ৫ ।

তুলজাপুর নামে তৃতীয় স্থান এবং সপ্তশৃঙ্গ নামক স্থানে হিঙ্গুলা ও জ্বালামুখী বাস করেন ॥ ৬ ॥

উহাই শাকম্ভরী, ভ্রামরী, শ্রীরক্তদন্তিকা এবং দুর্গার মহাস্থান ॥ ৭ ॥

সর্ব্বোত্তমোত্তম কাঞ্চিপুরই বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী এবং অন্নপূর্ণার মহাস্থান জানিবে ॥ ৮ ॥

এই কাঞ্চীপুরই ভীমাদেবী, বিমলা, শ্রীচন্দ্রলা এবং কৌশিকীর মহাস্থান জানিবে ॥ ৯ ॥

নীলপর্ব্বতের শৃঙ্গদেশে নীলাম্বার উৎকৃষ্ট স্থান এবং সুন্দর শ্রীনগরই জাম্বূনদেশ্বরীর পরম স্থান জানিবে। ১০ ॥

গুহ্যকাল্যা মহাস্থানং নেপালে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্।
মীনাক্ষ্যাঃ পরমং স্থানং যচ্চ প্রোক্তং চিদম্বরে ॥ ১১ ॥
বেদারণ্যং মহাস্থানং সুন্দর্য্যা সমধিষ্ঠিতম্।
একাম্বরং মহাস্থানং পরশক্ত্যা প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১২ ॥
মহালসা পরং স্থানং যোগেশ্বর্য্যাস্তথৈব
তথা নীলসরস্বত্যাঃ স্থানং চীনেষু বিশ্রুতম্ ॥ ১৩ ॥
বৈদ্যনাথে তু বগলাস্থানং সর্ব্বোত্তমং মতম্।
শ্রীমচ্ছ্রীভুবনেশ্বর্য্যা মণিদ্বীপং মম স্মৃতম্ ॥ ১৪ ॥
শ্রীমৎত্রিপুরভৈরব্যাঃ কামাখ্যাযোনিমণ্ডলম্।
ভূমণ্ডলে ক্ষেত্ররত্নং মহামায়াধিবাসিতম্ ॥ ১৫ ॥
নাতঃ পরতরং স্থানং ক্বচিদস্তি ধরাতলে।
প্রতিমাসং ভবেদ্দেবী যত্র সাক্ষাদ্রজস্বলা ॥ ১৬ ॥
তত্রত্যা দেবতাঃ সর্ব্বাঃ পর্ব্বতাত্মকতাং গতাঃ।
পর্ব্বতেষু বসন্ত্যেব মহত্যো দেবতা অপি ॥ ১৭ ॥

নেপাল-দেশে গুহ্যকালীর উৎকৃষ্ট স্থান প্রতিষ্ঠিত আছে এবং চিদম্বর-দেশে মীনাক্ষীর পরম স্থান কথিত হইয়াছে ॥ ১১ ॥

বেদারণ্য-নামক মহাস্থানে সুন্দরী দেবী অবস্থিতা আছেন এবং একাম্বরাখ্য মহাস্থানে পরশক্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন ॥ ১২ ॥

চীনদেশে মহালসা, যোগেশ্বরী এবং নীলসরস্বতীর স্থান প্রসিদ্ধ আছে ॥১৩॥

বৈদ্যনাথে বগলার সর্ব্বোত্তম স্থান এবং মণিদ্বীপে ভুবনেশ্বরী আমার পরম স্থান প্রসিদ্ধ আছে ॥ ১৪ ॥

যে কামরূপ-দেশে সতীদেবীর যোনিমণ্ডল পতিত হইয়াছিল, সেই কামাখ্যা-যোনিমণ্ডলই ত্রিপুরভৈরবীর মহাস্থান, এই স্থান হইতে উৎকৃষ্ট স্থান আর ধরণীতলে নাই। ভূমণ্ডলে ইহা ক্ষেত্ররত্ন বলিয়া কথিত হইয়াছে, এই স্থানে মহামায়া বাস করিয়া থাকেন এবং প্রত্যেক মাসে রজোবতী হয়েন ॥ ১৫-১৬ ॥

এই পর্ব্বতস্থ দেবতারা পর্ব্বতভাব প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করিতেছেন ॥ ১৭ ॥

তত্রত্যা পৃথিবী সর্ব্বা দেবীরূপা স্মৃতা বুধৈঃ
নাতঃ পরতরং স্থানং কামাখ্যাযোনিমণ্ডলা ॥
গায়ত্র্যাশ্চ পরং স্থানং শ্রীমৎপুষ্করমীরিতম্।
অমরেশে চণ্ডিকা স্যাৎ প্রভাসে পুষ্করেক্ষিণী ॥ ১৯ ॥
নৈমিষে তু মহাস্থানে দেবী সা লিঙ্গধারিণী।
পুরহূতা পুষ্করাখ্যে আষাঢৌ চ রতিস্তথা ॥ ২০ ॥
চণ্ডমুণ্ডী মহাস্থানে দণ্ডিনী পরমেশ্বরী।
ভারভূতৌ ভবেদ্ভূতির্নাকুলে নকুলেশ্বরী ॥ ২১ ॥
চন্দ্রিকা তু হরিশ্চন্দ্রে শ্রীগিরৌ শাঙ্করী স্মৃতা।
জপ্যেশ্বরে ত্রিশূলা স্যাৎ সূক্ষ্মা চাম্রাতকেশ্বরে ॥ ২২ ॥
শাঙ্করী তু মহাকালে সর্ব্বাণী মধ্যমাভিধে।
কেদারাখ্যে মহাক্ষেত্রে দেবী সা মার্গদায়িনী ॥ ২৩ ॥
ভৈরবাখ্যে ভৈরবী সা গয়ায়াং মঙ্গলা স্মৃতা।
স্থাণুপ্রিয়া কুরুক্ষেত্রে স্বায়ম্ভুব্যপি নাকুলে ॥২৪॥
কনখলে ভবেদুগ্রা বিশ্বেশা বিমলেশ্বরে।
অট্টহাসে মহানন্দা মহেন্দ্রে তু মহান্তকা ॥ ২৫ ॥

পণ্ডিতগণ বলেন যে, সেই স্থানের সমস্ত ভূমিই দেবীস্বরূপা, অতএব কামাখ্যা-যোনিমণ্ডল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান আর নাই ॥ ১৮ ॥

পুষ্কর তীর্থ গায়ত্রীর পরম স্থান, অমরেশে চণ্ডিকা এবং প্রভাসে পুষ্করেক্ষিণী অধিষ্ঠিতা আছেন ॥ ১৯ ॥

প্রসিদ্ধা লিঙ্গধারিণী দেবী নৈমিষ-নামক মহাস্থানে বিরাজিতা আছেন। পুষ্করাখ্য স্থানে পুরহূতা এবং আষাঢি স্থানে রতি অবস্থিতা আছেন ॥ ২০ ॥

মহাস্থানে চণ্ডমুণ্ডী, দণ্ডিনী ও পরমেশ্বরী বাস করিয়া থাকেন এবং ভারভূতি স্থানে ভূতি ও নাকুলাখ্য স্থানে নকুলেশ্বরী বিদ্যমানা আছেন ॥ ২১ ॥

হরিশ্চন্দ্র-স্থানে চন্দ্রিকা, শ্রীপর্ব্বতে শাঙ্করী, জপ্যেশ্বরে ত্রিশূলা এবং আম্রাতকেশ্বরে সূক্ষ্মা অবস্থিতা আছেন ॥ ২২ ॥

উজ্জয়িনী-দেশে শাঙ্করী, মধ্যমেশ্বরস্থানে সর্ব্বাণী, কেদার-নামক মহাস্থানে প্রসিদ্ধা মার্গদায়িনী দেবী, ভৈরবস্থানে ভৈরবী, গয়াতে মঙ্গলা, কুরুক্ষেত্রে স্থাণুপ্রিয়া, নাকুলে স্বায়ম্ভুবী, কনখলে উগ্রা, বিমলেশ্বরে বিশ্বেশা, অট্টহাসস্থানে মহানন্দা, মহেন্দ্র-পর্ব্বতে মহান্তকা, ভীমস্থানে ভীমেশ্বরী,

ভীমে ভীমেশ্বরী প্রোক্তা স্থানে বস্ত্রাপথে পুনঃ।
ভবানী শাঙ্করী প্রোক্তা রুদ্রাণী ত্বর্দ্ধকোটিকে ॥ ২৬ ॥
অবিমুক্তে বিশালাক্ষী মহাভাগা মহালয়ে।
গোকর্ণে ভদ্রকর্ণী স্যাদ্ভদ্রা স্যাদ্ভদ্রকর্ণকে ॥ ২৭ ॥
উৎপলাক্ষী সুবর্ণাখ্যে স্থাণ্বীশা স্থাণুসংজ্ঞিকে।
কমলালয়ে তু কমলা প্রচণ্ডা ছগলণ্ডকে ॥ ২৮ ॥
কুরণ্ডকে ত্রিসন্ধ্যা স্যান্মাকোটে মুকুটেশ্বরী।
মণ্ডলেশে শাণ্ডকী স্যাৎ কালী কালঞ্জরে পুনঃ ॥ ২৯ ॥
শঙ্কুকর্ণে ধ্বনিঃ প্রোক্তা স্থূলা স্যাৎ স্থূলকেশ্বরে।
জ্ঞানিনাং হৃদয়াম্ভোজে হৃল্লেখা পরমেশ্বরী ॥ ৩০ ॥
প্রোক্তানীমানি স্থানানি দেব্যাঃ প্রিয়তমানি চ।
তত্তৎক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা পূর্ব্বং নগোত্তম।
তদুক্তেন বিধানেন পশ্চাদ্দেবীং প্রপূজয়েৎ ॥ ৩১ ॥
অথবা সর্ব্বক্ষেত্রাণি কাশ্যাং সন্তি নগোত্তম।
তত্র নিত্যং বসেন্নিত্যং দেবীভক্তিপরায়ণঃ ॥ ৩২ ॥

বস্ত্রাপথ-স্থানে ভবানী, শাঙ্করী, অর্দ্ধকোটিকাখ্য-স্থানে রুদ্রাণী, অবিমুক্তস্থানে বিশালাক্ষী, মহালয়ে মহাভাগা গোকর্ণস্থানে ভদ্রকর্ণী, ভদ্রকর্ণকে ভদ্রা, সুবর্ণাখ্যস্থানে উৎপলাক্ষী, স্থাণু-নামক স্থানে স্থাণ্বীশা, কমলালয়ে কমলা, ছগলণ্ডকস্থানে প্রচণ্ডা, কুরণ্ডকে ত্রিসন্ধ্যা, মাকোট-স্থানে মুকুটেশ্বরী, মণ্ডলেশ-স্থানে শাণ্ডকী, কালঞ্জর-স্থানে কালী, শঙ্কুকর্ণ-স্থানে ধ্বনি, স্থূলকেশ্বর-স্থানে স্থূলা এবং জ্ঞানিগণের হৃৎকমলে দেবী পরমেশ্বরী হৃল্লেখা বাস করিয়া থাকেন ॥ ২৩-৩০ ॥

হে নগসত্তম! এই যে যে স্থান উক্ত হইল, এতৎসমস্তই দেবীর প্রিয়তমা। প্রথমে এই সমস্ত ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তত্তদ্বিধি অনুসারে পশ্চাৎ দেবীর পূজা করিবে ॥ ৩১ ॥

হে নগশ্রেষ্ঠ! অথবা সমস্ত পুণ্যক্ষেত্রই কাশীধামে বিদ্যমান আছে, এই নিমিত্ত দেবীভক্তি-পরায়ণ ব্যক্তিগণ কাশীধামে নিত্য বাস করিয়া থাকেন ॥ ৩২ ॥

তানি স্থানানি সম্পশ্যন্ জপন্ দেবীং নিরন্তরম্।
ধ্যায়ংস্তচ্চরণাম্ভোজং মুক্তো ভবতি বন্ধনাৎ ॥ ৩৩ ॥
ইমানি দেবীনামানি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
ভস্মীভবন্তি পাপানি তৎক্ষণান্নগ সত্বরম্ ॥ ৩৪ ॥
শ্রাদ্ধকালে পঠেদেতান্যমলানি দ্বিজাগ্রতঃ।
মুক্তাস্তৎপিতরঃ সর্ব্বে প্রয়ান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ৩৫ ॥
অধুনা কথয়িষ্যামি ব্রতানি তব সুব্রত।
নারীভিশ্চ নরৈশ্চৈব কর্ত্তব্যানি প্রযত্নতঃ ॥ ৩৬ ॥
ব্রতমনন্ততৃতীয়াখ্যং রসকল্যাণিনীব্রতম্।
আর্দ্রানন্দকরং নাম্না তৃতীয়ায়াং ব্রতঞ্চ যৎ ॥ ৩৭ ॥
শুক্রবারব্রতঞ্চৈব তথা কৃষ্ণচতুর্দ্দশী।
ভৌমবারব্রতঞ্চৈব প্রদোষব্রতমেব চ ॥ ৩৮ ॥
যত্র দেবো মহাদেবো দেবীং সংস্থাপ্য বিষ্টরে।
নৃত্যং করোতি পুরতঃ সার্দ্ধং দেবৈর্নিশামুখে ॥ ৩৯ ॥

সাধক দেবীমন্ত্র জপ করত সেই সমস্ত স্থান দর্শন পূর্ব্বক দেবীর চরণ কমল ধ্যান করিয়া ভব-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়েন ॥ ৩৩ ॥

হে গিরে! পূর্ব্বোক্ত দেবীর নামাবলী যিনি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া পাঠ করেন, তাঁহার সমস্ত পাপরাশি শীঘ্রই ভস্মীভূত হইয়া যায় ॥ ৩৪ ॥

যিনি শ্রাদ্ধ করিবার সময়ে ব্রাহ্মণগণের সম্মুখে এই পবিত্র নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহার পিতৃগণ মুক্ত হইয়া পরমা গতি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩৫ ॥

হে সুব্রত! এক্ষণে তোমার নিকট ব্রতসমূহ বলিতেছি। নারী ও নর-গণের যত্নপূর্ব্বক এই ব্রতের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য ॥ ৩৬ ॥

অনন্ততৃতীয়াখ্য ব্রত, রসকল্যাণিনী-ব্রত এবং আর্দ্রানন্দকরব্রত এই তিনটি ব্রত তৃতীয়াতে করিবে ॥ ৩৭ ॥

শুক্রবার-ব্রত, কৃষ্ণচতুর্দ্দশী-ব্রত, মঙ্গলবার-ব্রত ও প্রদোষ-ব্রত (এই চারি প্রকার ব্রত কথিত আছে) এই ব্রতে প্রদোষকালে দেবদেব মহাদেব দেবীকে আসনে সংস্থাপিত করিয়া দেবগণের সহিত তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিয়া থাকেন। এই ব্রতে উপবাস করিয়া প্রদোষকালে মঙ্গলময়ী দেবীকে পূজা

তত্রোপোষ্য রজন্যাদৌ প্রদোষে পূজয়েচ্ছিবাম্।
প্রতিপক্ষং বিশেষেণ তদ্দেবীপ্রীতিকারকম্ ॥ ৪০ ॥
সোমবারব্রতঞ্চৈব মমাতিপ্রিয়কৃন্নগ।
তত্রাপি দেবীং সম্পূজ্য রাত্রৌ ভোজ· ·ঞ্চরেৎ ॥ ৪১ ॥
নবরাত্রদ্বয়ঞ্চৈব ব্রতং প্রীতিকরং মম ॥ ৪২
এবমন্যান্যপি বিভো নিত্যনৈমিত্তিকানি চ।
ব্রতানি কুরুতে যো বৈ মৎপ্রীত্যর্থং বিমৎসরঃ।
প্রাপ্নোতি মম সাযুজ্যং স মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ৪৩ ॥
উৎসবানপি কুর্ব্বীত দোলোৎসবমুখান্ বিভো॥ ৪৪ ॥
শয়নোৎসবং যথা কুর্য্যাত্তথা জাগরণোৎসবম্।
রথোৎসবঞ্চ মে কুর্য্যাদ্দমনোৎসবমেব চ ॥ ৪৫ ॥
পবিত্রোৎসবমেবাপি শ্রাবণে প্রীতিকারকম্।
মম ভক্তঃ সদা কুর্য্যাদেবমন্যান্ মহোৎসবান্ ॥ ৪৬ ॥

করিবে। বিশেষতঃ প্রতিপক্ষে এইরূপে পূজা করিলে দেবীর অত্যন্ত প্রীতিলাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৮-৪০ ॥

হে গিরে! সোমবারব্রত আমার অত্যন্তই প্রিয়কর জানিবে। এই সোমবার-ব্রতে দেবীকে পূজা করিয়া রাত্রিতে ভোজন করিবে ॥ ৪১ ॥

নবরাত্রদ্বয়নামে আর একটি ব্রত আছে,তাহা আমার অতিশয় প্রীতিপ্রদ, এই ব্রত শরৎকালে ও বসন্তসময়ে কর্ত্তব্য ॥ ৪২ ॥

আমার প্রীতির নিমিত্ত যে ব্যক্তি বিমৎসর হইয়া অন্যান্য নিত্যনৈমিত্তিক উপাঙ্গ ললিতাদি-ব্রতের অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি আমার ভক্ত ও প্রিয়। সে নিশ্চয়ই আমার সাযুজ্যরূপ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

হে গিরীন্দ্র! দোলোৎসব প্রভৃতি উৎসবও কর্ত্তব্য ॥ ৪৪ ॥

আমার ভক্তগণ আষাঢ় মাসের পৌর্ণমাসীতে শয়নোৎসব, কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে জাগরণোৎসব, আষাঢ়ী শুক্লতৃতীয়া তিথিতে রথোৎসব, চৈত্র-পৌর্ণমাসীতে দমনোৎসব এবং শ্রাবণমাসে আমার প্রিয়কর পবিত্রোৎসব ও এই প্রকার অন্যান্য মহোৎসব করিবে ॥ ৪৫-৪৬ ॥

মদ্ভক্তান্ ভোজয়েৎ প্রীত্যা তথা চৈব সুবাসিনীঃ
কুমারীর্ব্বটুকাংশ্চাপি মদ্‌বুদ্ধ্যা তদ্গতান্তরঃ।
বিত্তশাঠ্যেন রহিতো যজেদেতান্ সুমাদিভিঃ॥ ৪৭।
য এবং কুরুতে ভক্ত্যা প্রতিবর্ষমতন্দ্রিতঃ।
স ধন্যঃ কৃতকৃত্যোঽসৌ মৎপ্রীতেঃ পাত্রমঞ্জসা॥ ৪৮।
সর্ব্বমুক্তং সমাসেন মম প্রীতিপ্রদায়কম্।
নাশিষ্যায় প্রদাতব্যং নাভক্তায় কদাচন॥ ৪৯॥

ইতি শ্রীদেবীগীতায়াং দেব্যাঃ স্থানবর্ণনং
নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

হিমাচল উবাচ।

দেবদেবি মহেশানি করুণাসাগরেঽম্বিকে।
ব্রূহি পূজাবিধিং সম্যগ্‌ যথাবদধুনা নিজম্॥ ১॥

এই সমস্ত উৎসবসময়ে প্রীতি পূর্ব্বক আমার ভক্তগণকে, সুবাসিনী কুমারীগণকে ও বালকগণকে আমারই স্বরূপ মনে করিয়া তদ্গতচিত্তে ভোজন করাইবে। ইহাতে বিত্তশাঠ্য অথবা কৃপণতা পরিত্যাগ করিবে এবং ইহাদিগকে কুসুমাদি দ্বারা পূজা করিবে॥ ৪৭॥

যে ব্যক্তি প্রত্যেক বৎসর ভক্তি পূর্ব্বক অনলসভাবে এই প্রকার অনুষ্ঠান করে,সে ব্যক্তি ধন্য ও কৃতকৃত্য হইয়া নিশ্চয়ই আমার প্রীতির পাত্র হয়॥৪৮॥

আমার প্রীতিদায়ক সমস্ত ব্রতাদিবিষয় তোমার নিকট সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম, শিষ্য ব্যতীত অন্যকে অথবা অভক্ত ব্যক্তিকে ইহা প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে॥ ৪৯॥

হিমালয় বলিলেন, মহেশ্বরি! হে দেবদেবি! আপনি করুণার সাগর, জগজ্জননী, আপনি এখন আপনার পূজাবিধি সম্যক্‌রূপে আমার নিকট বলুন॥ ১॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

বক্ষ্যে পূজাবিধিং রাজন্নম্বিকায়া যথাপ্রিয়ম্।
অত্যন্তশ্রদ্ধয়া সার্দ্ধং শৃণু পর্ব্বতপুঙ্গব ॥ ২ ॥
দ্বিবিধা মম পূজা স্যাদ্বাহ্যা চাভ্যন্তরাপি চ।
বাহ্যাপি দ্বিবিধা প্রোক্তা বৈদিকী তান্ত্রিকী তথা।
বৈদিক্যর্চ্চাপি দ্বিবিধা মূর্ত্তিভেদেন ভূধর ॥ ৩॥
বৈদিকী বৈদিকৈঃ কার্য্যা বেদদীক্ষাসমন্বিতৈঃ।
তন্ত্রোক্তদীক্ষাবদ্ভিস্তু তান্ত্রিকী সংশ্রিতা ভবেৎ ॥ ৪।
ইত্থং পূজারহস্যঞ্চ ন জ্ঞাত্বা বিপরীতকম্।
করোতি যো নরো মূঢ়ঃ স পতত্যেব সর্ব্বথা ॥ ৫ ॥
তত্র যা বৈদিকী প্রোক্তা প্রথমা তাং বদাম্যহম্ ॥ ৬ ॥
যন্মে সাক্ষাৎ পরং রূপং দৃষ্টবানসি ভূধর।
অনন্তশীর্ষনয়নমনন্তচরণং মহৎ ॥ ৭ ॥
সর্ব্বশক্তিসমাযুক্তং প্রেরকং যৎ পরাৎপরম্।
তদেব পূজয়েন্নিত্যং নমেদ্ধ্যায়েৎ স্মরেদপি ॥ ৮ ॥

দেবী বলিলেন, গিরিরাজ! আমি আমার প্রিয়কর পূজাবিধি বলিব। হে পর্ব্বতবর! আপনি অতিশয় শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া শ্রবণ করুন ॥ ২ ॥

বাহ্য ও আভ্যন্তরভেদে আমার পূজা দ্বিবিধ, তন্মধ্যে আবার বাহ্যপূজাও মূর্ত্তিভেদে দ্বিবিধ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিরাট্-স্বরূপের ধ্যানরূপ এক প্রকার এবং করচরণাদিবিশিষ্ট ভগবতী-মূর্ত্তির ধ্যান করিয়া বৈদিক মন্ত্রে আবাহন-বিসর্জ্জনাদি করত পূজা করার নাম দ্বিতীয় প্রকার। তন্মধ্যে বৈদিক মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি বৈদিক বিধি অনুসারে বৈদিক পূজা এবং তন্ত্রোক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি তন্ত্রোক্ত বিধি দ্বারা তান্ত্রিকী পূজা করিবেন ॥ ৩-৪ ॥

যে মূঢ় ব্যক্তি এই প্রকার পূজা-রহস্য না জানিয়া বিপরীতভাবে-অনুষ্ঠান করে, সে সর্ব্বদাই নরকাদিতে পতিত হয়। ৫ ॥

হে ভূধর! উক্ত পূজাদ্বয়ের মধ্যে প্রথমে বৈদিকী পূজার বিষয় বলিতেছি। তুমি যে আমার অনন্তশীর্ষ, অনন্ত-নয়ন, অনন্ত-চরণ, সর্ব্বশক্তি সমন্বিত, জীবগণের বুদ্ধি-প্রেরক, পরাৎপর, অতি মহৎ পরম রূপ সাক্ষাৎ করিয়াছ, সেই রূপকেই সর্ব্বদা পূজা করিবে, নমস্কার করিবে, ধ্যান করিবে এবং স্মরণ করিবে। হে গিরে! ইহাই প্রথম পূজা অর্থাৎ বৈদিকী পূজার স্বরূপ

ইত্যেতৎ প্রথমার্চ্চায়াঃ স্বরূপং কথিতং নগ।
শান্তঃ সমাহিতমনা দম্ভাহঙ্কারবর্জ্জিতঃ ॥ ৯ ॥
তৎপরো ভব তদ্‌যাজী তদেব শরণং ব্রজ।
তদেব চেতসা পশ্য জপ ধ্যায়স্ব সর্ব্বদা ॥ ১০ ॥
অনন্যয়া প্রেমযুক্তভক্ত্যা মদ্ভাবমাশ্রিতঃ।
যজ্ঞৈর্যজ তপোদানৈর্মামেব পরিতোষয় ॥ ১১ ॥
ইত্থং মমানুগ্রহতো মোক্ষ্যসে ভববন্ধনাৎ।
মৎপরা যে মদাসক্তচিত্তা ভক্তবরা মতাঃ।
প্রতিজানে ভবাদস্মাদুদ্ধরাম্যচিরেণ তু ॥ ১২ ॥
ধ্যানেন কর্ম্মযুক্তেন ভক্তিজ্ঞানেন বা পুনঃ।
প্রাপ্যাহং সর্ব্বথা রাজন্ন তু কেবলকর্ম্মভিঃ ॥ ১৩ ॥
ধর্ম্মাৎ সংজায়তে ভক্তির্ভক্তেঃ সংজায়তে পরঃ ॥ ১৪ ॥

বলিয়া কথিত হয়। এই পূজা কিরূপ ভাব-সমন্বিত হইয়া করিতে হয়, তাহা বলিতেছেন।—শান্ত, সমাহিতচিত্ত, দম্ভ ও অহঙ্কার-বর্জ্জিত এবং তন্নিষ্ঠ হইয়া সেই বিরাট্-রূপের পূজা কর, তাঁহারই শরণাগত হও, চিত্ত দ্বারা তাঁহারই সাক্ষাৎকার কর, তাঁহাকেই সর্ব্বদা জপ ও ধ্যান কর, একাগ্র প্রেমপূর্ণ-ভক্তিসম্পন্ন হইয়া মদীয় ভাব আশ্রয় পূর্ব্বক যজ্ঞ কর এবং তপস্যা ও দান দ্বারা একমাত্র আমাকেই পরিতুষ্ট কর। এই প্রকার অনুষ্ঠান দ্বারা আমার অনুগ্রহ হইলে সংসারবন্ধন হ'তে বিমুক্ত হইতে পারিবে। যে ব্যক্তি মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে একান্ত আসক্তচিত্ত হয়, তাহাকেই আমার ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। আমি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিতেছি, এতাদৃশ ভক্তগণকে আমি অচিরকালমধ্যেই সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি॥ ৬-১২ ॥

হে গিরিরাজ! কর্ম্মযুক্ত ধ্যান যোগ অথবা ভক্তিমিশ্রিত জ্ঞানযোগ দ্বারাই আমাকে লাভ করিতে পারে, তদ্ব্যতীত কেবল কর্ম্মযোগ দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না ॥ ১৩ ॥

ধর্ম্ম হইতে ভক্তির উৎপত্তি হয় এবং ভক্তি হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় ॥ ১৪ ॥

শ্রুতিস্মৃতিভ্যামুদিতং যৎ স ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অন্যশাস্ত্রেণ যঃ প্রোক্তো ধর্ম্মাভাসঃ স উচ্যতে ॥ ১৫॥
সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেশ্চ মত্তো বেদঃ সমুত্থিতঃ।
অজ্ঞানস্য মমাভাবাদপ্রমাণা ন চ শ্রুতিঃ ॥ ১৬॥
স্মৃতয়শ্চ শ্রুতেরর্থং গৃহীত্বৈব চ নির্গতাঃ।
মন্বাদীনাং স্মৃতীনাঞ্চ ততঃ প্রামাণ্যমিষ্যতে ॥ ১৭॥
ক্বচিৎ কদাচিৎ তন্ত্রার্থকটাক্ষেণ পরোদিতম্।
ধর্ম্মং বদন্তি সোঽংশস্তু নৈব গ্রাহ্যোঽস্তি বৈদিকৈঃ ॥১৮॥
অন্যেষাং শাস্ত্রকর্ত্তৄণামজ্ঞানপ্রভবত্বতঃ।
অজ্ঞানদোষদুষ্টত্বাত্তদুক্তে ন প্রমাণতা।
তস্মান্মুমুক্ষুর্ধর্ম্মার্থং সর্ব্বথা বেদমাশ্রয়েৎ ॥ ১৯।
রাজাজ্ঞা চ যথা লোকে হন্যতে ন কদাচন।
সর্ব্বেশায়া মমাজ্ঞা সা শ্রুতিস্ত্যাজ্যা কথং নৃভিঃ ॥ ২০॥

এখন ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা শ্রবণ কর, শ্রুতি ও স্মৃতি দ্বারা প্রতিপাদিত কর্ম্মই ধর্ম্ম নামে অভিহিত। শ্রুতি-স্মৃতি ব্যতীত অন্য শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম প্রকৃত ধর্ম্ম নহে, উহা ধর্ম্মাভাস মাত্র ॥ ১৫ ॥

সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ মৎস্বরূপ হইতেই বেদ সমুৎপন্ন হইয়াছে, অতএব বেদের অপ্রামাণ্য আশঙ্কিত হইতে পারে না, কারণ, আমি অজ্ঞান-বিরহিত, সুতরাং মদুৎপন্ন বেদ ও ভ্রমবিরহিত সত্য বস্তু। অন্য শাস্ত্র অজ্ঞপুরুষকল্পিত, সুতরাং তাহা অপ্রমাণ এবং তদুক্ত ধর্ম্মও ধর্ম্মাভাস বলিয়া গণ্য, ফল পক্ষে বেদোক্তধর্ম্মই প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে ॥ ১৬ ॥

বেদের অর্থ গ্রহণ করিয়াই স্মৃতিশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে, অতএব মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ প্রণীত স্মৃতি শাস্ত্রের প্রামাণ্য হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

স্মৃতি ও পুরাণাদি শাস্ত্রে যে কোন স্থলে বেদার্থের বিরুদ্ধভাবে ধর্ম্ম-বিষয় বলা হইয়াছে, তাহা বৈদিক ব্যক্তির গ্রাহ্য নহে ॥ ১৮ ॥

কারণ, বেদ ভিন্ন অন্য শাস্ত্রকর্ত্তৃদিগের বাক্য অজ্ঞান-সম্ভূত, সুতরাং তাহাতে অজ্ঞানদোষ বর্ত্তমান আছে, অতএব তাহার প্রামাণ্য হইতে পারে না। এই কারণ মুমুক্ষু ব্যক্তি ধর্ম্মজ্ঞানের নিমিত্ত সর্ব্বদা বেদকেই আশ্রয় করিবেন ॥ ১৯ ॥

যেমন লোকে রাজার আজ্ঞা কুত্রাপি ব্যাহত হয় না, সেই প্রকার

যদাজ্ঞারক্ষণার্থন্তু ব্রহ্মক্ষত্রিয়জাতয়ঃ
ময়া সৃষ্টা ততো জ্ঞেয়ং রহস্যং মে শ্রুতের্বচঃ ॥ ২১ ॥
যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভূধর।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদা বেশান্ বিভর্ম্যহম্ ॥ ২২ ॥
দেবদৈত্যবিভাগশ্চাপ্যতএবাভবন্ নৃপ ॥ ২৩ ॥
যে ন কুর্বন্তি তদ্ধর্মং তচ্ছিক্ষার্থং ময়া সদা।
সম্পাদিতাস্তু নরকাস্ত্রাসো যচ্ছ্রবণাদ্ভবেৎ ॥ ২৪ ॥
যো বেদধর্মমুজ্‌ঝিত্য ধর্মমন্যং সমাশ্রয়েৎ।
রাজা প্রবাসয়েদ্দেশান্নিজাদেতানধর্মিণঃ।
ব্রাহ্মণৈশ্চ ন সম্ভাষ্যাঃ পঙ্‌ক্তিগ্রাহ্যা ন চ দ্বিজৈঃ ॥ ২৫ ॥
অন্যানি যানি শাস্ত্রাণি লোকেঽস্মিন্বিবিধানি চ।
শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধানি তামসান্যেব সর্বশঃ ॥ ২৬ ॥

সর্বেশানী অর্থাৎ রাজরাজেশ্বরী আমার আজ্ঞাস্বরূপ শ্রুতিও মানবগণের কেমন করিয়া পরিত্যাজ্য হইবে? তাহা কখনই হইতে পারে না ॥ ২০ ॥

আমি আমার আজ্ঞাভূত শ্রুতিরক্ষার্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতি সৃষ্টি করিয়াছি, অতএব আমার রহস্যভূত শ্রুতিবাক্য অবশ্যই জ্ঞাতব্য ॥ ২১ ॥

হে ভূধর! যে যে সময়ে ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, সেই সেই কালেই আমি শাকম্ভরী প্রভৃতি এবং রামকৃষ্ণাদিরূপে অবতীর্ণা হইয়া থাকি ॥ ২২ ॥

হে পর্বতরাজ! এই বেদের সদ্ভাব বশতই বেদরক্ষক দেবগণ ও বেদবিনাশক দৈত্যগণ এই প্রকার বিভাগ কল্পিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি বেদোক্ত ধর্মানুষ্ঠান না করে, তাহাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত আমি বহুবিধ নরকের সৃষ্টি করিয়াছি, কারণ, সেই নরকের কথা শ্রবণ করিলে তাহাদের চিত্তে ভয় উপস্থিত হইবে ॥ ২৩-২৪ ॥

যে ব্যক্তি বৈদিক ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই অধার্মিক ব্যক্তিকে রাজা স্বদেশ হইতে নির্বাসিত করিবেন। ব্রাহ্মণগণ তাহার সহিত সম্ভাষণ করিবেন না এবং দ্বিজগণ পঙ্‌ক্তিভোজনে তাহাকে গ্রহণ করিবেন না ॥ ২৫ ॥

এই লোকে শ্রুতি-স্মৃতি-বিরুদ্ধ অন্যান্য যে সমস্ত শাস্ত্র আছে, তাহাকে সর্বথা তামস শাস্ত্র বলিয়া জানিবে ॥ ২৬ ॥

বামং কাপালকঞ্চৈব কৌলকং ভৈরবাগমঃ।
শিবেন মোহনার্থায় প্রণীতো নান্যহেতুকঃ॥ ২৭॥
দক্ষশাপাদ্ভৃগোঃ শাপাদ্দধীচস্য চ শাপতঃ।
দগ্ধা যে ব্রাহ্মণবরা বেদমার্গবহিষ্কৃতাঃ॥ ২৮॥
তেষামুদ্ধরণার্থায় সোপানক্রমতঃ সদা।
শৈবাশ্চ বৈষ্ণবাশ্চৈব সৌরাঃ শাক্তাস্তথৈব চ॥ ২৯॥
গাণপত্যা আগমাশ্চ প্রণীতাঃ শঙ্করেণ তু॥ ৩০॥
তত্র বেদবিরুদ্ধোঽংশোঽপ্যুক্ত এব কচিৎ কচিৎ।
বৈদিকৈস্তদ্গ্রহে দোষো ন ভবত্যেব কর্হিচিৎ॥ ৩১॥
সর্ব্বথা বেদভিন্নার্থে নাধিকারী দ্বিজো ভবেৎ।
বেদাধিকারহীনস্তু ভবেত্তত্রাধিকারবান্॥ ৩২॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বৈদিকো বেদমাশ্রয়েৎ।
ধর্ম্মেণ সহিতং জ্ঞানং পরং ব্রহ্ম প্রকাশয়েৎ॥ ৩৩॥

বাম, কাপালক, কৌলক এবং ভৈরবাগম এই সমস্ত শাস্ত্র মহাদেব লোকের মোহনার্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, নতুবা তৎপ্রণয়নে তাঁহার আর কোন কারণ নাই॥ ২৭॥

যে সকল ব্রাহ্মণগণ দক্ষ, শুক ও দধীচি মুনির শাপে দগ্ধ হইয়া বেদমার্গ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহাদিগের উদ্ধারের নিমিত্ত অর্থাৎ জন্মান্তরে বেদাধিকার প্রাপ্ত হওয়ার জন্য কিঞ্চিৎ ঈশ্বরোপাসনা কর্ত্তব্য, এই মনে করিয়া শঙ্করদেব শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, শাক্ত এবং গাণপত্য এই পঞ্চ প্রকার আগম প্রণয়ন করিয়াছেন। ২৮-৩০॥

তাহাতে কোন কোন স্থলে বেদের অবিরুদ্ধ অংশ এবং কোন কোন স্থলে বেদবিরুদ্ধ অংশ বলিয়াছেন। তন্মধ্যে বেদাবিরুদ্ধ অংশ বৈদিকগণের গ্রাহ্য হইতে পারে, তাহাতে কিছুই দোষ নাই, কিন্তু সর্ব্বথা বেদবিরুদ্ধ অংশে দ্বিজগণ কখনই অধিকারী হইতে পারেন না। যাহারা বেদে অনধিকারী, তাহারাই তত্তৎবিরুদ্ধ অংশ-গ্রহণে অধিকারী হইয়া থাকে॥ ৩১-৩২॥

অতএব বেদাধিকারী ব্যক্তি অতিশয় যত্নপূর্ব্বক বেদের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। যেহেতু, বেদোক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞানই পরম ব্রহ্মের প্রকাশ করিয়া থাকে॥ ৩৩॥

সর্ব্বৈষণাঃ পরিত্যজ্য মামেব শরণং গতাঃ।
সর্ব্বভূতদয়াবন্তো মানাহঙ্কারবর্জ্জিতাঃ ॥ ৩৪
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা মৎস্থানকথনে রতাঃ।
সন্ন্যাসিনো বনস্থাশ্চ গৃহস্থা ব্রহ্মচারিণঃ।
উপাসন্তে সদা ভক্ত্যা যোগমৈশ্বরসংজ্ঞিতম্ ॥ ৩৫
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানামহমজ্ঞানজং তমঃ।
জ্ঞানসূর্য্যপ্রকাশেন নাশয়ামি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৬
ইত্থং বৈদিকপূজায়াঃ প্রথমায়া নগাধিপ।
স্বরূপমুক্তং সংক্ষেপাদ্দ্বিতীয়ায়া অথো ব্রুবে ॥ ৩৭ ॥
মূর্ত্তৌ বা স্থণ্ডিলে বাপি তথা সূর্য্যেন্দুমণ্ডলে।
জলেঽথবা বাণলিঙ্গে যন্ত্রে বাপি মহাপটে ॥ ৩৮ ॥
তথা শ্রীহৃদয়াম্ভোজে ধ্যায়েদ্দেবীং পরাৎপরাম্।
সগুণাং করুণাপূর্ণাং তরুণীমরুণারুণাম্ ॥ ৩৯ ॥
সৌন্দর্য্যসারসীমান্তাং সর্ব্বাবয়বসুন্দরাম্।
শৃঙ্গাররসসম্পূর্ণাং সদা ভক্তার্ত্তিকাতরাম্ ॥ ৪০ ॥
প্রসাদসুমুখীমম্বাং চন্দ্রখণ্ডশিখণ্ডিনীম্।
পাশাঙ্কুশবরাভীতিধরামানন্দরূপিণীম্ ॥ ৪১ ॥

যে সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ, গৃহস্থ এবং ব্রহ্মচারিগণ সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার শরণাগত হইয়া সর্ব্বভূতে দয়াবান্, মানাহঙ্কারবর্জ্জিত, মচ্চিত্ত, মদ্গতপ্রাণ এবং আমার স্থানবর্ণনে নিরত হইয়া বিরাট্ স্বরূপোপাসনা-নামক যোগের অনুষ্ঠান করে, আমি সেই নিত্য যোগানুরক্ত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে জ্ঞানসূর্য্য প্রকাশ করত অজ্ঞানজাত অন্ধকার বিনাশ করিয়া থাকি, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৩৪-৩৬ ॥

হে নগেন্দ্র! এই আমি সংক্ষেপে প্রথমা বৈদিকী পূজার স্বরূপ বর্ণন করিলাম, অনন্তর দ্বিতীয় বৈদিকী পূজার স্বরূপ বলিতেছি ॥ ৩৭ ॥

মূর্ত্তি, পরিষ্কৃত ভূমি, সূর্য্যমণ্ডল, জল, বাণলিঙ্গ, যন্ত্র, বস্ত্র এবং হৃৎপদ্ম ইহাদের অন্যতম স্থানে সত্ত্ব-রজ-তমোগুণময়ী, করুণারসপরিপূর্ণা, যুবতী, অরুণবৎ রক্তবর্ণা, সৌন্দর্য্যসারসীমা, সর্ব্বাবয়বসুন্দরী, শৃঙ্গাররসসম্পূর্ণা, সর্ব্বদা ভক্তজনের আর্ত্তিদর্শনে কাতরা, প্রসাদসুমুখী, অর্দ্ধচন্দ্রশোভিতশেখরা, চারি হস্তে পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অভয়ধারিণী, আনন্দরূপিণী, পরাৎপরা, দেবী জগ-

পূজয়েদুপচারৈশ্চ যথাবিত্তানুসারতঃ ॥ ৪২ ॥
যাবদান্তরপূজায়ামধিকারো ভবেন্ন হি।
তাবদ্বাহ্যামিমাং পূজাং শ্রয়েজ্জাতে তু তাং ত্যজেৎ ॥ ৪৩ ॥
অভ্যন্তরা তু যা পূজা সা তু সংবিল্লয়ঃ স্মৃতঃ।
সংবিদেব পরং রূপমুপাধিরহিতং মম ॥ ৪৪ ॥
অতঃ সংবিদি মদ্রূপে চেতঃ স্থাপ্যং নিরাশ্রয়ম্।
সংবিদ্রূপাতিরিক্তন্তু মিথ্যা মায়াময়ং জগৎ ॥ ৪৫ ॥
অতঃ সংসারনাশায় সাক্ষিণীমাত্মরূপিণীম্।
ভাবয়েন্নির্ম্মনস্কেন যোগযুক্তেন চেতসা ॥ ৪৬ ॥
অতঃপরং বাহ্যপূজাবিস্তারঃ কথ্যতে ময়া।
সাবধানেন মনসা শৃণু পর্ব্বতসত্তম ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীগীতায়াং পূজাবিধিবর্ণনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

দম্বিকাকে ধ্যান করিবে এবং নিজের বিত্তানুসারে নানাবিধ উপচার দ্বারা পূজা করিবে ॥ ৩৮-৪২ ॥

যাবৎ পর্য্যন্ত আন্তর-পূজাতে অধিকার না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত এই প্রকার বাহ্য-পূজার অনুষ্ঠান করিবে। যখন আন্তর-পূজার অধিকার হয়, তখন বাহ্যপূজা পরিত্যাগ করিবে ॥ ৪৩ ॥

উপাধিবিরহিত সংবিৎ বা ব্রহ্মই আমার স্বরূপ, এই সংবিৎস্বরূপে চিত্ত-বিলয়ের নামই আন্তর-পূজা জানিবে ॥ ৪৪ ॥

অতএব সংবিৎস্বরূপ মদীয় রূপে একান্তভাবে চিত্তস্থাপন করিবে এবং সংবিৎ বা ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য সমস্ত জগৎই যেহেতু মায়াময় মিথ্যা, অতএব সংসারবিনাশের নিমিত্ত আত্মস্বরূপিণী সর্ব্বসাক্ষিণী আমাকে নির্ব্বিকল্প ভক্তিযোগযুক্তচিত্তে ভাবনা করিবে ॥ ৪৫-৪৬ ॥

হে পর্ব্বতসত্তম! এই আন্তরপূজা-বিষয় বলিলাম, অতঃপর বিস্তার পূর্ব্বক বাহ্যপূজা-বিষয় বলিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ৪৭ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীদেব্যুবাচ।

প্রাতরুত্থায় শিরসি সংস্মরেৎ পদ্মমুজ্জ্বলম্।
কর্পূরাভং স্মরেত্তত্র শ্রীগুরুং নিজরূপিণম্॥ ১॥
সুপ্রসন্নং লসদ্ভূষাভূষিতং শক্তিসংযুতম্।
নমস্কৃত্য ততো দেবীং কুণ্ডলীং সংস্মরেদ্বুধঃ॥ ২।
প্রকাশমানাং প্রথমে প্রয়াণে, প্রতিপ্রয়াণেঽপ্যমৃতায়মানাম্।
অন্তঃপদব্যামনুসঞ্চরন্তীমানন্দরূপামবলাং প্রপদ্যে॥ ৩॥
ধ্যাত্বৈবং তচ্ছিখামধ্যে সচ্চিদানন্দরূপিণীম্।
মাং ধ্যায়েদথ শৌচাদিক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সমাচরেৎ॥ ৪॥
অগ্নিহোত্রং ততো হুত্বা মৎপ্রীত্যর্থং দ্বিজোত্তমঃ।
হোমান্তে স্বাসনে স্থিত্বা পূজাসঙ্কল্পমাচরেৎ॥ ৫॥
ভূতশুদ্ধিং পুরা কৃত্বা মাতৃকান্যাসমেব চ।
হৃল্লেখামাতৃকান্যাসং নিত্যমেব সমাচরেৎ॥ ৬॥

দেবী বলিলেন, সাধকগণ প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া শিরোদেশে ব্রহ্মরন্ধ্র-স্থিত সমুজ্জ্বল কর্পূরবর্ণ অর্থাৎ শুভ্র সহস্রারপদ্ম স্মরণ করিবে এবং তাহার অভ্যন্তরে সুপ্রসন্ন অত্যুত্তম ভূষা-বিভূষিত স্বপত্নীসংযুক্ত নিজ গুরুর সমানাকৃতি শ্রীগুরুকে প্রণাম করত দেবী কুণ্ডলিনী শক্তিকে চিন্তা করিবে॥ ১-২॥

যিনি মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র-গমনকালে প্রকাশমানা অর্থাৎ চৈতন্যরূপে ভাসমানা, আবার ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে মূলাধারে গমনকালে অমৃতায়মানা অর্থাৎ আনন্দামৃতময়ী এবং যিনি সর্ব্বদা এইরূপে সুষুম্নাপথে গমনাগমনশীলা, সেই পরাশক্তি আনন্দরূপিণী কুণ্ডলিনীকে আমি শরণরূপে প্রাপ্ত হই। এই প্রকার ধ্যান করিয়া মূলাধারস্থিত চৈতন্যরূপ অগ্নির কুণ্ডলিনীরূপ শিখার অভ্যন্তরে সচ্চিদানন্দরূপিণী আমার ধ্যান করিবে, অনন্তর শৌচ ও সন্ধ্যা-বন্দনাদি কার্য্য সম্পন্ন করিবে॥ ৩-৪॥

দ্বিজোত্তম ব্যক্তি আমার প্রীতির নিমিত্ত অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিয়া তৎপরে স্বীয় আসনে উপবেশন পূর্ব্বক পূজার সঙ্কল্প করিবে॥ ৫॥

অনন্তর প্রথমে ভূতশুদ্ধি করিয়া তৎপরে মাতৃকান্যাস করিবে। মাতৃকা-ন্যাস হৃল্লেখা অর্থাৎ মায়াবীজ দ্বারা নিত্যই করিবে॥ ৬॥

মূলাধারে হকারঞ্চ হৃদয়ে চ রকারকম্ ।
ভ্রূমধ্যে তদ্বদীকারং হ্রীঙ্কারং মস্তকে ন্যসেৎ ॥ ৭ ॥
তত্তন্মন্ত্রোদিতানন্যান্ ন্যাসান্ সর্ব্বান্ সমাচরেৎ ।
কল্পয়েৎ স্বাত্মনো দেহে পীঠং ধর্ম্মাদিভিঃ পুনঃ ॥ ৮ ॥
ততো ধ্যায়েন্মহাদেবীং প্রাণায়ামৈর্ব্বিজৃম্ভিতে ।
হৃদম্ভোজে মম স্থানে পঞ্চ-প্রেতাসনে বুধঃ ॥ ৯ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ ।
এতে পঞ্চ মহাপ্রেতাঃ পাদমূলে মম স্থিতাঃ ॥ ১০ ॥
পঞ্চভূতাত্মকা হ্যেতে পঞ্চাবস্থাত্মকা অপি ।
অহন্ত্বব্যক্তচিদ্রূপা তদতীতাস্মি সর্ব্বদা ।
ততো বিষ্টরতাং যাতাঃ শক্তিতন্ত্রেষু সর্ব্বদা ॥ ১১ ॥
ধ্যাত্বৈবং মানসৈর্ভোগৈঃ পূজয়েন্মাং জপেদপি ।
জপং সমর্প্য শ্রীদেব্যৈ ততোঽর্ঘ্যস্থাপনঞ্চরেৎ ॥ ১২ ॥

তৎপরে মায়াবীজের প্রত্যেক অক্ষর দ্বারা ন্যাস করিবে অর্থাৎ মূলাধারে হকার, হৃদয়ে রকার, ভ্রূমধ্যে ঈকার এবং মস্তকে সমস্ত মন্ত্রটি (হ্রীঁ) বিন্যাস করিবে ॥ ৭ ॥

তত্তন্মন্ত্রোক্ত অন্যান্য সমস্ত ন্যাস করিয়া স্বদেহে ধর্ম্মাদির পীঠ কল্পনা করত পূজা করিবে ॥ ৮ ॥

অনন্তর প্রাণায়াম দ্বারা বিকসিত হৃৎকমলরূপ আমার স্থানে পঞ্চ-প্রেতাসনস্থিতা মহাদেবীকে চিন্তা করিবে ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর এবং সদাশিব ইহাঁরাই পঞ্চপ্রেত বলিয়া কথিত। এই পঞ্চপ্রেত আমার পাদমূলে অবস্থিত রহিয়াছেন ॥ ১০ ॥

ইহাঁরা ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চভূতের এবং জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তুর্য্য ও অতীত এই পঞ্চ অবস্থার অধিপতি, আর আমি পঞ্চভূতের অতীত এবং তুর্য্য ও অতীত অবস্থা হইতেও অতিরিক্ত ব্রহ্মস্বরূপিণী, তাই তাঁহারা আমার আসনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা শক্তিতন্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে ॥ ১১ ॥

আমাকে এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানস-উপচার দ্বারা পূজা করত যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ পূর্ব্বক দেবীর উদ্দেশে জপফল সমর্পণ করত বাহ্যপূজার নিমিত্ত অর্ঘ্যস্থাপন করিবে ॥ ১২ ॥

পাত্রাসাদনকং কৃত্বা পূজাদ্রব্যাণি শোধয়েৎ।
জলেন তেন মনুনা চাস্ত্রমন্ত্রেণ দেশিকঃ ॥ ১৩ ॥
দিগ্বন্ধঞ্চ পুরা কৃত্বা গুরূন্নত্বা ততঃ পরম্।
তদনুজ্ঞাং সমাদায় বাহ্যপীঠে ততঃ পরম্ ॥ ১৪ ॥
হৃদিস্থাং ভাবিতাং মূর্ত্তিং মম দিব্যাং মনোহরাম্ ॥ ১৫ ।
আবাহয়েত্ততঃ পীঠে প্রাণস্থাপনবিদ্যয়া।
আসনাবাহনে চার্ঘ্যং পাদ্যাদ্যাচমনন্তথা ॥ ১৬ ॥
স্নানং বাসোদ্বয়ঞ্চৈব ভূষণানি চ সর্ব্বশঃ।
গন্ধপুষ্পং যথাযোগ্যং দত্ত্বা দেব্যৈ স্বভক্তিতঃ।
যন্ত্রস্থানামাবৃতীনাং পূজনং সম্যগাচরেৎ ॥ ১৭ ॥
প্রতিবারমসক্তানাং শুক্রবারো নিয়ম্যতে ॥ ১৮ ॥
মূলদেবীপ্রভারূপাঃ স্মর্ত্তব্যা অঙ্গদেবতাঃ।
তৎপ্রভাপটলব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যঞ্চ বিচিন্তয়েৎ ॥ ১৯ ॥
পুনরাবৃত্তিসহিতাং মূলদেবীঞ্চ পূজয়েৎ।
গন্ধাদিভিঃ সুগন্ধৈস্তু তথা পুষ্পৈঃ সুবাসিতৈঃ।
নৈবেদ্যৈস্তর্পণৈশ্চৈব তাম্বূলৈর্দক্ষিণাদিভিঃ ॥ ২০ ॥

অনন্তর সাধক অর্ঘপাত্রাদির আস্বাদন করিয়া ফট্ এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত জল দ্বারা পূজাদ্রব্য সকল সংশোধন করিবে। ১৩ ॥

প্রথমে দিগ্বন্ধন করিয়া পরে গুরুপঙ্‌ক্তি নমস্কার করত দেবীর আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত যন্ত্রাদি বাহ্যপীঠে, হৃদিস্থিত পূর্ব্বভাবিত মনোহর দিব্য আমার মূর্ত্তিকে প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্র দ্বারা আবাহন করিবে, অনন্তর ভক্তি পূর্ব্বক আসন, আবাহন, পাদ্য, অর্ঘ, আচমন, স্নান, বস্ত্রযুগল, ভূষণ, গন্ধ, এই সমস্ত দ্রব্য যথাযোগ্য দেবীকে অর্পণ করিয়া সম্যক্‌রূপে যন্ত্রস্থ আবরণ-দেবতার পূজা করিবে। যদি প্রত্যেক দিন আবরণদেবতার পূজা করিতে সমর্থ না হয়, তবে শুক্রবারে অবশ্যই করিবে ॥ ১৪-১৮ ॥

আবরণদেবতাগণকে মূলদেবীর প্রভাস্বরূপ মনে করিবে এবং তৎপ্রভা-মণ্ডলে ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত চিন্তা করিবে ॥ ১৯ ॥

এই প্রকারে আবরণ-দেবতাগণকে যথাস্থানে স্থিতরূপে ধ্যান ও পূজা করিয়া পুনরপি সাবরণা সায়ুধা শক্তিযুক্তা শ্রীভুবনেশ্বরীকে সুগন্ধ গন্ধাদি, সুগন্ধ পুষ্প, নৈবেদ্য, তর্পণ, তাম্বূল এবং দক্ষিণাদি উপচার দ্বারা পূজা করিবে এবং তোমার

তোষয়েন্মাং ত্বৎকৃতেন নাম্নাং সাহস্রকেণ চ।
কবচেন চ সূক্তেনাহং রুদ্রেভিরিতি প্রভো ॥ ২১ ॥
দেব্যথর্ব্বশিরোমন্ত্রৈর্হৃল্লেখোপনিষদ্ভবৈঃ।
মহাবিদ্যামহামন্ত্রৈস্তোষয়েন্মাং মুহুর্মুহুঃ ॥ ২২ ॥
ক্ষমাপয়েজ্জগদ্ধাত্রীং প্রেমার্দ্রহৃদয়ো নরঃ ॥ ২৩ ॥
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গৈর্ব্বাষ্পরুদ্ধাক্ষিনিঃস্বনঃ।
নৃত্যগীতাদিঘোষেণ তোষয়েন্মাং মুহুর্মুহুঃ ॥ ২৪ ॥
বেদপারায়ণৈশ্চৈব পুরাণৈঃ সকলৈরপি।
প্রতিপাদ্যা যতোঽহং বৈ তস্মাত্তৈস্তোষয়েত্তু মাম্।
নিজং সর্ব্বস্বমপি মে সদেহং নিত্যশোঽর্পয়েৎ ॥ ২৫ ॥
নিত্যহোমং ততঃ কুর্য্যাৎ ব্রাহ্মণাংশ্চ সুবাসিনীঃ।
বটুকান্ পামরানন্যান্ দেবীবুদ্ধ্যা তু ভোজয়েৎ ॥ ২৬ ॥
নীত্বা পুনঃ স্বহৃদয়ে ব্যুৎক্রমেণ বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ২৭ ॥
সর্ব্বং হৃল্লেখয়া কুর্য্যাৎ পূজনং মম সুব্রত।
হৃল্লেখা সর্ব্বমন্ত্রাণাং নায়িকা পরমা স্মৃতা ॥ ২৮

কৃত (হিমালয়কৃত) সহস্রনাম-স্তোত্র, তন্ত্রাদিপ্রোক্ত কবচ, অহংরুদ্রেভিঃ ইত্যাদি দেবীসূক্ত ভুবনেশ্বরী উপনিষদের "সর্ব্বে বৈ দেবা দেবীমুপতস্থুঃ" ইত্যাদি মন্ত্র এবং মহাবিদ্যার মহামন্ত্র দ্বারা আমাকে বার বার পরিতুষ্টা করিবে ॥ ২০-২৩ ॥

অনন্তর সাধক প্রেমার্দ্র-হৃদয়ে দেবীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে এবং পুলকাঙ্কিতাঙ্গ হইয়া প্রেমাশ্রু-পরিপূর্ণনেত্রে গদগদবাক্যে নৃত্য ও গীতাদি দ্বারা বারংবার আমার সন্তোষসাধন করিবে ॥ ২৪ ॥

যে হেতু আমি বেদ ও সমস্ত পুরাণের প্রতিপাদ্য বস্তু, অতএব বেদাধ্যয়ন ও সকল পুরাণপাঠ দ্বারা আমাকে পরিতুষ্টা করিবে এবং স্বদেহের সহিত সর্ব্বস্ব আমাকে অর্পণ করিবে ॥ ২৫ ॥

অনন্তর নিত্যহোম সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণ, সুবাসিনী কুমারী, ব্রাহ্মণ-বালক এবং আপামরসাধারণকে দেবীজ্ঞানে ভোজন করাইবে। তৎপরে নিজ হৃদয়স্থিতা দেবীকে প্রণাম পূর্ব্বক সংহারমুদ্রা দ্বারা বিসর্জ্জন করিবে ॥২৬-২৭ ॥

হে সুব্রত! হৃল্লেখা মন্ত্রই (মায়াবীজই) সর্ব্বমন্ত্রের মধ্যে প্রধান; অতএব আমার পূজাদি সমস্তই ঐ মন্ত্রে সম্পন্ন করিবে ॥ ২৮ ॥

হৃল্লেখাদর্পণে নিত্যমহন্তু প্রতিবিম্বিতা।
তস্মাদ্ধৃল্লেখয়া দত্তং সর্ব্বমন্ত্রৈঃ সমর্পিতম্।
গুরুং সংপূজ্য ভূষাদ্যৈঃ কৃতকৃত্যত্বমাবহেৎ॥ ২৯॥
য এবং পূজয়েদ্দেবীং শ্রীমদ্ভুবনসুন্দরীম্।
ন তস্য দুর্ল্লভং কিঞ্চিৎ কদাচিৎ কচিদস্তি হি॥ ৩০॥
দেহান্তে তু মণিদ্বীপং মম যাত্যেব সর্ব্বথা।
জ্ঞেয়ো দেবীস্বরূপোঽসৌ দেবা নিত্যং নমন্তি তম্॥ ৩১॥
ইতি তে কথিতং রাজন্ মহাদেব্যাঃ প্রপূজনম্ ॥ ৩২॥
বিমৃশ্যৈতদশেষেণাপ্যধিকারানুরূপতঃ।
কুরু মে পূজনং তেন কৃতার্থস্ত্বং ভবিষ্যসি॥ ৩৩॥
ইদন্তু গীতাশাস্ত্রং মে নাশিষ্যায় বদেৎ কচিৎ।
নাভক্তায় প্রদাতব্যং ন ধূর্ত্তায় চ দুর্হৃদে॥ ৩৪॥

আমি হৃল্লেখারূপ দর্পণে সর্ব্বদাই প্রতিবিম্বিতা আছি, অতএব হৃল্লেখা-মন্ত্র সমর্পণ করিলেই সমস্ত মন্ত্র দ্বারা সমর্পিত হইয়া থাকে। এই প্রকারে আমার পূজা করিয়া পূজাভূষণাদি দ্বারা শ্রীগুরুর পূজা করত আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করিবে॥ ২৯॥

যে ব্যক্তি এই প্রকারে শ্রীমদ্ভুবনেশ্বরী দেবীকে অর্চ্চনা করে, তাহার কোন কালে কোন স্থানে কিছুই দুর্ল্লভ থাকে না। ৩০।

সে ব্যক্তি দেহত্যাগের পর মণিদ্বীপ নামক আমার স্থানে গমন করিয়া থাকে। এই প্রকার সাধককে দেবীস্বরূপ বলিয়া জানিবে। দেবতারাও ইহাকে নিত্য নমস্কার করিয়া থাকেন। ৩১॥

হে গিরিরাজ! আমি তোমার নিকট এই দেবী-পূজাবিষয় কীর্ত্তন করিলাম॥ ৩২॥

এতৎসমস্ত বিবেচনা পূর্ব্বক নিজের অধিকারানুসারে আমার পূজা কর, তাহা হইলেই কৃতার্থ হইতে পারিবে॥ ৩৩॥

আমার এই গীতা-শাস্ত্র কখনই শিষ্য ব্যতীত অন্যকে বলিও না। এবং অভক্ত ব্যক্তি ও ধূর্ত্ত দুর্মনস্ক জনকে প্রদান করিও না॥ ৩৪॥

এতৎ প্রকাশনং মাতুঃকুচোদ্ঘাটনমুরোজয়োঃ।
তস্মাদবশ্যং যত্নেন গোপনীয়মিদং সদা॥ ৩৫॥
দেয়ং ভক্তায় শিষ্যায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় চৈব হি।
সুশীলায় সুবেশায় দেবীভক্তিযুতায় চ॥ ৩৬॥
শ্রাদ্ধকালে পঠেদেতদ্‌ব্রাহ্মণানাং সমীপতঃ।
তৃপ্তাস্তৎপিতরঃ সর্ব্বে প্রয়ান্তি পরমং পদম্‌॥ ৩৭॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা সা ভগবতী তত্রৈবান্তরধীয়ত।
দেবাশ্চ মুদিতাঃ সর্ব্বে দেবীদর্শনতোঽভবন্‌॥ ৩৮॥
ততো হিমালয়ে জজ্ঞে দেবী হৈমবতী তু সা।
যা গৌরীতি প্রসিদ্ধাসীদ্দত্তা সা শঙ্করায় চ।
ততঃ স্কন্দঃ সমুদ্ভূতস্তারকস্তেন পাতিতঃ॥ ৩৯॥
সমুদ্রমন্থনে পূর্ব্বং রত্নান্যাসুর্নরাধিপ।
তত্র দেবৈঃ স্তুতা দেবী লক্ষ্মীপ্রাপ্ত্যর্থমাদরাৎ॥ ৪০॥

এই গীতাপ্রকাশরূপ কার্য্য মাতৃস্তনের উদ্‌ঘাটন সদৃশ, অতএব অবশ্যই যত্ন পূর্ব্বক সর্ব্বদা ইহা গোপন রাখিবে॥ ৩৫॥

এই দেবীগীতা-রহস্য ভক্ত শিষ্য এবং সুশীল, সুবেশ, দেবীভক্তিপরায়ণ জ্যেষ্ঠ পুত্রকে প্রদান করিবে॥ ৩৬॥

যিনি শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণসমীপে এই গীতা পাঠ করেন, তাঁহার পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ ৩৭॥

ব্যাস বলিলেন, সেই ভগবতী এই প্রকার বলিয়া সেই স্থানে অন্তর্হিতা হইলেন এবং দেবগণও দেবীদর্শনলাভে হৃষ্টচিত্ত হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই দেবী হৈমবতী হিমালয়-গৃহে জন্ম লাভ করিয়া গৌরীনামে প্রসিদ্ধা হইলেন এবং শঙ্করদেব তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন। অনন্তর তাঁহা হইতে কার্ত্তিকেয় জন্মলাভ করিয়া তারকাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন॥ ৩৮-৩৯॥

হে রাজন্‌! এই প্রকারে গৌরীর উৎপত্তিকথা তোমার নিকট বলিলাম। এখন লক্ষ্মীর উৎপত্তি এবং তাঁহার বিষ্ণুপ্রাপ্তিবিষয় শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সমুদ্র-মন্থনকালে বহুতর রত্ন উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই সময়ে দেবগণ লক্ষ্মীদেবীকে প্রাপ্ত হওয়ার নিমিত্ত আদর পূর্ব্বক দেবীকে স্তব করিলে, দেবগণের প্রতি

তেষামনুগ্রহার্থায় নির্গতা তু রমা ততঃ।
বৈকুণ্ঠায় সুরৈর্দ্দত্তা তেন তস্য শমোঽভবৎ॥ ৪১॥
ইতি তে কথিতং রাজন্ দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম্।
গৌরীলক্ষ্ম্যোঃ সমুদ্ভূতিবিষয়ং সর্ব্বকামদম্॥ ৪২॥
ন বাচ্যস্ত্বেতদন্যস্মৈ রহস্যং কথিতং যতঃ।
গীতারহস্যভূতেয়ং গোপনীয়া প্রযত্নতঃ॥ ৪৩॥
সর্ব্বমুক্তং সমাসেন যৎ পৃষ্টং তত্ত্বয়ানঘ॥ ৪৪॥
পবিত্রং পাবনং দিব্যং কিম্ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥ ৪৫॥

ইতি শ্রীদেবীগীতায়াং দেব্যা বাহ্যপূজাবিধিবর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ॥

অনুগ্রহ করিয়া সমুদ্র হইতে রমাদেবী আবির্ভূতা হইলেন, তখন সুরগণ তাঁহাকে বিষ্ণুর নিকট প্রদান করিলেন, তাহাতে তিনি প্রীত হইয়াছিলেন॥ ৪০-৪১।

হে রাজন্ জনমেজয়! এই আমি তোমার নিকট গৌরী ও লক্ষ্মীর উৎপত্তিবিষয়ক সর্ব্বকামপ্রদ দেবীমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, ইহা অতীব রহস্যভূত বিষয়, [অতএব অন্যের] নিকট বক্তব্য নহে। রহস্যময়ী এই গীতাকে অতীব যত্ন সহকারে গোপন করা কর্ত্তব্য॥ ৪২-৪৩।

হে অনঘ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সেই পরম পবিত্র দিব্য বিষয় সমস্তই কীর্ত্তন করিলাম, পুনর্ব্বার আর কি শুনিতে ইচ্ছা করিতেছ, তাহা বল॥ ৪৪-৪৫॥

ইতি দেবীগীতা সমাপ্ত।